(মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

শ্রীজ্যোর্তিলাল দাস
সম্পাদিত

নবভারত

পাবলিশার্স

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯

মায়াতন্ত্রম্

(মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

শ্রীজ্যোতির্লাল দাস
সম্পাদিত

নবভারত পাবলিশার্স
৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কোলকাতা - ৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

গ্রন্থকারের নিবেদন

পরমকরুণাময়ী পরমেশ্বরী মহামায়ার পরমানুকম্পায় ও পরমানুগ্রহে মায়াতন্ত্রের সম্পাদনা ও বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন হইল। ইতিপূর্ব্বে ইহার একটি মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন শ্রদ্ধেয় স্বর্গত রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় (যাহা বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য)। প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত নূতন চারখানা পাণ্ডু-লিপি একসঙ্গে মিলাইয়া পাঠান্তরাদির সংশোধন এবং সংকলনপূর্ব্বক বর্ত্তমান সংস্করণটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। পাঠান্তরাদি বিচারকালে যে-পাঠ বিশুদ্ধ তাৎপর্য্যবহ মনে হইয়াছে, তাহা মূলে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। আলোচ্যমান তন্ত্রগ্রন্থে মহামায়ার কালী, তারা, দুর্গা, অন্নপূর্ণাদি বিভিন্ন চিন্ময়ী মূর্ত্তির ধ্যান, পূজা, যন্ত্র, মন্ত্র ও কবচাদির সহজ সরল সাধন পদ্ধতির নির্দ্দেশ রহিয়াছে। বক্ষ্যমাণ তন্ত্রের অনুবাদ ও ব্যাখ্যানে যদি তাৎপর্য্য যথাযথ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তবেই আমার শ্রম এবং প্রকাশকের অর্থ বিনিযোগ সার্থক মনে করিব। গ্রন্থে কোন ত্রুটি পরিদৃষ্ট হইলে সুধী সাধক ও পাঠকবর্গ পত্র দ্বারা (তাহার শুদ্ধ রূপটি উল্লেখপূর্ব্বক) প্রকাশকের ঠিকানায় আমাকে জানাইলে পরবর্ত্তী সংস্করণে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

এই গ্রন্থ সম্পাদনার প্রাক্কালে এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, জাতীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতির বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের রক্ষিত পুঁথি পড়িবার অনুমতি প্রদান করায় তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আলোচ্য তন্ত্রের মূলের ভুল-ত্রুটীর এবং প্রুফের আবশ্যকীয় সংশোধনাদি কার্য্যে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী এম-এ, কাব্য-ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শন-বেদান্ততীর্থ, ভাগবতশাস্ত্রী মহোদয় অকুণ্ঠ সহৃদয় সহযোগিতা করিয়াছেন। শাস্ত্রপ্রচারে তাঁহার এই ব্রাহ্মণোচিত নিঃস্বার্থ সহায়তা না পাইলে এই অতিবৃদ্ধ বয়সে গ্রন্থ প্রকাশ করা আমার পক্ষে অতীব দুরূহ ব্যাপার হইত। পণ্ডিতজীর এই সহযোগিতার জন্য আমি মহামায়ার শ্রীচরণসরোজে তাঁহার সর্ব্বদিকে মঙ্গলোন্নতি কামনা করি। অলমতিবিস্তারেণ—

শ্রীজ্যোতির্লাল দাস

কলিকাতা: রথযাত্রা,
২২শে আষাঢ়, ১৩৮৫ সন।

মায়াতন্ত্রম্

প্রথমঃ পটলঃ

ওঁ নমঃ পরমদেবতায়ৈ ॥ ওঁ নমো দুর্গায়ৈ ॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বমন্যদ্ যথা পুরা।
তোয়ব্যাপ্তে তু সর্ব্বত্র স্বর্গে মর্ত্তে রসাতলে ॥ ১
বিশ্বে চৈকার্ণবীভূতে ন সুরাসুরমানবাঃ।
নৈব ক্ষিতি র্নবা কিঞ্চিত্তোয়মাত্রাবশেষিতাঃ ॥ ২
তদা বিশ্বম্ভরো দেবঃ সিসৃক্ষুঃ[১] সমজায়ত।
ধ্যাত্বা স্বর্গাদিসময়ে মায়াং সস্মার চ প্রভুঃ ॥ ৩
তদা বটদলং ভূত্বা তোয়ান্তে[২] সমবস্থিতম্[৩]।
ততো নারায়ণং দেবং সা দধার স্বলীলয়া ॥ ৪
বিচচার তদা তোয়ে স্বেচ্ছাচারঃ স্বয়ং প্রভুঃ।
বিচরন্তং বটতলে তোয়েষু পরমেশ্বরম্ ॥ ৫

শিব কহিলেন—হে দেবি! প্রাচীনকালে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার অন্যতম তত্ত্ব বলিতেছি, শ্রবণ কর। যখন স্বর্গ, মর্ত্ত ও রসাতল সমস্তই জল দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, যখন সমগ্র বিশ্ব একার্ণবীভূত হইয়াছিল এবং দেবতা, অসুর বা মানব কাহারও কোন অস্তিত্ব ছিল না, যখন পৃথিবী বা অন্য কোন বস্তুরই কোন অস্তিত্ব ছিল না, কেবল জলমাত্রই সর্ব্বত্র অবশিষ্ট ছিল, তখন ভগবান বিশ্বম্ভর সৃষ্টি করিতে মনস্থ করিলেন। তখন সেই জলমধ্যে স্বর্গাদি লোকসমূহ সৃজন করিতে ইচ্ছা করিয়া প্রভু মায়াকে স্মরণ করিলেন। ১-৩

তৎকালে প্রভু বটপত্ররূপে সেই জলরাশির উপরিভাগে ভাসমান হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। মায়াকে স্মরণ করায়—মায়া নিজের লীলাপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ ভগবান নারায়ণকে ধারণ করিলেন। ৪

তৎপর প্রভু নারায়ণ স্বেচ্ছাচারক্রমে সেই জলোপরি ভ্রমণ করিতে

১। তদা বিশ্বম্ভরাদ্দেবাৎ সিসৃক্ষামুপজায়তে।

২। তোয়ান্তং। তোয়ান্তঃ।   ৩। সমবস্থিতঃ।

বটবৃক্ষস্থিতস্তত্র মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ।
দদর্শ পরমেশানং শিবমব্যক্তরূপিণম্।
তুষ্টাব স তদা হৃষ্টো মুনিঃ পরমকারণম্ ॥ ৬
নমস্তে দেব[১] দেবেশ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারক।
জ্যোতীরূপায় বিশ্বায় বিশ্বকারণহেতবে ॥ ৭
নির্গুণায় গুণবতে গুণভূতায় তে নমঃ।
কেবলায় বিশুদ্ধায় বিশুদ্ধজ্ঞানহেতবে ॥ ৮
মায়াধারায় মায়েশরূপায় পরমাত্মনে।
নমঃ প্রকৃতিরূপায় পুরুষায়েশ্বরায় চ ॥ ৯
গুণত্রয়বিভাগায় ব্রহ্মবিষ্ণুশিবায় চ।
নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ ॥ ১০
মায়ায়ৈ পরমেশান্যৈ মোহিন্যৈ তে নমো নমঃ।
জ্ঞানিনাং জ্ঞানরূপায়ৈ প্রকাশায়ৈ নমো নমঃ ॥ ১১
জগদাধার-রূপায়ৈ জগতাং ত্রাণহেতবে।
প্রসন্নোঽসি মহামায়ে বিশ্বমূর্ত্তি[২] র্বিধীয়তাম্ ॥ ১২

লাগিলেন। পরমেশ্বর জলোপরি বটবৃক্ষতলেও বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ বটবৃক্ষে মহামুনি মার্কণ্ডেয় অবস্থান করিতেছিলেন। অব্যক্তরূপী পরম-ঈশান শিবকে দর্শন করিয়া মুনি সানন্দচিত্তে সেই পরমকারণ প্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন। ৫-৬

মুনি কহিলেন—হে দেব দেবেশ! আপনি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকারক, আপনাকে নমস্কার। আপনি জ্যোতীরূপী, বিশ্বরূপী এবং বিশ্বকারণের হেতুরূপী। আপনি নির্গুণ হইয়াও সগুণ এবং গুণসমূহের কারণরূপী আপনাকে নমস্কার। আপনি কেবলমাত্র শুদ্ধসত্ত্বারূপী এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানের হেতুরূপী। আপনি মায়াধারী এবং মায়ার ঈশ্বররূপী পরমাত্মা, আপনাকে নমস্কার। আপনি প্রকৃতিরূপী, পুরুষরূপী এবং প্রকৃতি ও পুরুষের ঈশ্বররূপী, আপনাকে নমস্কার। ৭-৯

গুণত্রয় বিভাগের দ্বারা আপনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবরূপ পরিগ্রহণ করিয়াছেন, দেবীরূপিণী, মহাদেবীরূপিণী, শিবাকে সতত নমস্কার। আপনি

১। সর্ব্ব। ২। প্রপন্নোঽস্মি……বিশ্বসৃষ্টি।

ইতি স্তুত্বা মুনিস্তত্র বিররাম সুসংযতঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা দণ্ডবৎ প্রণিপত্য চ[১] ॥ ১৩
তত উত্থায় দেবেশং নাভিপদ্মসমুদ্ভবম্।
রক্তবর্ণং[২] চতুর্ব্বক্ত্রং দদর্শ পরমং শিশুম্ ॥ ১৪
সৃষ্টৌ নিযোজয়ামাস তং ব্রহ্মাণং সুরেশ্বরঃ ॥ ১৫
ধ্যাত্বা ব্রহ্মা[৩] তদা তত্র সপ্তর্ষীন্ পরমেশ্বরি ॥ ১৬
জনয়ামাস সনকান্[৪] মানসাস্তে[৫] ততঃ প্রিয়ে।
বিনা শক্তিং ন শক্তাস্তে সৃষ্টিং কর্ত্তুং মহেশ্বরাঃ ॥ ১৭
যোনৌ সৃষ্টিরতো জ্ঞেয়া ততো যোনিমকল্পয়ৎ[৬]।
ততঃ কশ্যপনামানং মুনিং পুনরজীজনৎ ॥ ১৮

মায়ারূপিণী, পরমেশানী, ও মোহিনীরূপিণী আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। আপনি জ্ঞানীদিগের জ্ঞানরূপিণী এবং জগৎ প্রকাশের হেতু। আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। আপনি জগতের আধাররূপিণী এবং জগতের প্রাণরূপিণী। হে মহামায়ে! আপনি আমার প্রতি প্রসন্না হউন এবং আমাকে বিশ্বমূর্ত্তি প্রদর্শন করান। (পাঠান্তর মতে—হে মহামায়ে! আমি প্রপন্ন হইয়াছি, আপনি বিশ্বসৃষ্টি করুন।) ১০-১২

কৃতাঞ্জলিপুটে মুনিবর মার্কণ্ডেয় উক্তরূপে স্তব করিয়া নীরব হইলেন। তৎপর তিনি দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক যখন উত্থান করিলেন তৎকালে তিনি সেই পরমকারণরূপী পরমেশ্বরের নাভিজাত পদ্ম-সমূদ্ভূত চতুর্ব্বক্ত্র রক্তবর্ণ এক পরমশিশুকে দেখিতে পাইলেন। ১৩-১৪

ইনি সৃষ্টিকর্ত্তা সুরেশ্বর ব্রহ্মা। পরমেশ্বর তাহাকে সৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। হে পরমেশ্বরি! তখন ব্রহ্মা সাতজন ঋষি সৃষ্টি করার কল্পনা করিয়া স্বীয় মানস হইতে সনকাদি (*) ঋষির সৃষ্টি করিলেন। [অর্থাৎ ব্রহ্মা তৎকালে সাতজন ঋষি সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া স্বীয় মানস হইতে সাতজন ঋষিকে সৃজন করিলেন।] হে প্রিয়ে! ঐ সকল মহাতপা ঋষিগণ শক্তি যুক্ত না হওয়ায়, বিনা শক্তিতে কেহই সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন না। ১৫-১৭

শক্তি হইতে সৃষ্টির আরম্ভ জানিয়া ব্রহ্মা শক্তির কল্পনা করিলেন। তৎপর

১। প্রণপাত্ত চ। ২। চতুর্ব্বর্ণং। ৩। ব্রহ্ম। ৪। মনসা।
৫। মনসাস্তে। মনসা তে। ৬। মকল্পয়েৎ।

* সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার—এই চারিজন ব্রহ্মার মানস জাত পুত্র।

পুনঃ সৃষ্টৌ চ তং পুত্রং ব্রহ্মা প্রোবাচ যত্নতঃ।
জনয়ামাস চ কন্যা রূপযৌবনসমন্বিতাঃ ॥ ১৯
নিযোজ্য মুনয়ে তাস্তু[১] ব্রহ্মা প্রোবাচ সৃষ্টয়ে।
নানাযোন্যাকৃতাস্তাসু[২] সমস্তা[৩] জীবজাতয়ঃ ॥ ২০
উৎপাদয়ামাস তদা প্রজাপতিরখণ্ডিতঃ।
ততো নারায়ণো দেবস্তুষ্টো মায়ামুবাচ হ[৪] ॥ ২১
বটপত্রস্বরূপা ত্বং যতো[৫] মাং বিধৃতাস্তসি।
অতো[৬] ধর্ম্মস্বরূপাসি জগত্যস্মিন্ সনাতনি* ॥ ২২
মন্ত্রমারাধনে চাস্যাঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণু প্রিয়ে।
নাদেন্দুসংযুতং দান্তং ধর্ম্মায় হৃচ্চ তৎ পরম্ ॥ ২৩
ষড়ক্ষরো মহামন্ত্রো ধর্ম্মস্যারাধনে মতঃ।
যৎ কামং সমনুদ্দিশ্য পূজয়িষ্যন্তি মানবাঃ ॥ ২৪

ব্রহ্মা পুনরায় কশ্যপ নামক মুনিকে সৃজন করিলেন। এবং রূপযৌবনসম্পন্না এক কন্যা সৃজন করিয়া ঐ কন্যা কশ্যপমুনিকে প্রদান করিয়া তাহাকে প্রজা সৃষ্টি করিতে বলিলেন। তৎপর প্রজাপতি বিভিন্ন শক্তিজাত সমস্ত জাতীয় জীবদিগকেও স্ত্রী ও পুরুষরূপে সৃষ্টি করিলেন। ১৮-২০

তৎকালে নারায়ণ প্রীতিলাভ করিয়া মায়াকে কহিলেন—"হে সনাতনি! বটপত্ররূপে তুমি আমাকে যেরূপ সলিলোপরি ধারণ করিয়া রহিয়াছ, তদ্রূপ ধর্ম্মস্বরূপা তুমি এই জগতকে ধারণ কর। [পাঠান্তরে—তাহা হইলে পৃথিবীতে মনুষ্যগণ সর্ব্ব কামনায় ধর্ম্মস্বরূপিণী মহামায়া সনাতনী অর্থাৎ আদ্যাশক্তিরূপে তোমার আরাধনা করিবে]।" ২১-২২

হে প্রিয়ে! মনুষ্যলোকে সর্ব্বকামফল প্রদায়িনী এবং ধর্ম্মস্বরূপিণী সেই মায়ার মন্ত্র এবং আরাধনা পদ্ধতি বলিতেছি, শ্রবণ কর। ধং ধর্ম্মায় নমঃ এই ষড়ক্ষর মহামন্ত্র ধর্ম্মরূপা মায়ার আরাধনা মন্ত্র। মনুষ্যগণ যে যে কামনা করিয়া এই মহামন্ত্রের সাধনা করে, স্বল্পকাল মধ্যেই তৎসমুদয় কাম্য বিষয় লাভ

১। তাস্তু। ২। কৃতিতাস্তু। কৃতিস্তাস্তু। ৩। মনুষ্য। ৪। মায়াসুবচসঃ।
৫। মাভা। কেবলমাত্র একখানি পুঁথিতে এই পাঠ দেখিয়াছি। ৬। ততো।
* আরাধয়িষ্যন্তি ভুবি মনুষ্যাস্ত্বাং সনাতনীম্।
সর্ব্বকামেপ্সবো লোকে মায়াং ধর্ম্মস্বরূপিণীম্ ॥ ইত্যধিকঃ দৃশ্যতে পুস্তকান্তরে।

অচিরাদেব লপ্স্যন্তি সর্ব্বকামং ন সংশয়ঃ।
এবং তে কথিতং দেবি যথাসম্ভববিস্তরাৎ[১] ॥ ২৫
ন কস্মৈচিৎ প্রবক্তব্যম্ কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ২৬

ইতি মায়াতন্ত্রে প্রথমঃ পটলঃ ॥

করিয়া থাকে। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হে দেবি! যথাসম্ভব বিস্তৃতরূপে ইহা আমি তোমার নিকট বিবৃত করিলাম। ইহা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবে না। অন্য আর কোন বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর তাহা বল। ২৩-২৬

মায়াতন্ত্রের প্রথম পটল সমাপ্ত ॥

১। বিস্তরং।

দ্বিতীয়ঃ পটলঃ

[মহামায়ায়াঃ বিবিধমন্ত্রাঃ]

দেব্যুবাচ—

কথয়েশান সর্ব্বজ্ঞ যতোঽহং তব বল্লভা।
ব্রুয়ুঃ স্নিগ্ধায় শিষ্যায় গুরবো গুহ্যমপ্যুত ॥ ১
আরাধনন্ত[1] মায়ায়াঃ কথয় স্বানুকম্পয়া।
যেন লোকাস্তরিষ্যন্তি মহামোহাৎ সুরেশ্বর ॥ ২

ঈশ্বর উবাচ—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তস্যা আরাধনং মহৎ।
যা চিচ্ছক্তিঃ[2] সৈব মায়া সা দুর্গা পরিচক্ষ্যতে ॥ ৩
যা দুর্গা সা মহাকালী তারিণী চ মহেশ্বরী[3]।
অন্নপূর্ণা চ সা[4] মায়া গৃহিণাং কল্পশাখিনী ॥ ৪
ভোগমোক্ষপ্রদা দেবী তস্মাৎ পূর্ণেতি চক্ষ্যতে[5]।
মায়া গুণময়ী[6] দেবী নিগুর্ণানাং চিদাত্মিকা[7] ॥ ৫

[মহামায়ার আরাধনায় বিভিন্নমন্ত্র।]

দেবি কহিলেন—হে সুরেশ্বর! হে ঈশান! আপনি সর্ব্বজ্ঞ। যদি আমি আপনার প্রিয় হইয়া থাকি তাহা হইলে, যাহা দ্বারা মানবগণ ভবসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবে, মহামায়ার সেই আরাধনা পদ্ধতি দয়া করিয়া অতিশয় গোপনীয় হইলেও তাহা আপনার এই অনুগত শিষ্যকে বিবৃত করুন। ১-২

শঙ্কর কহিলেন—হে দেবি! আমি সেই মহামায়ার মহৎ আরাধনা পদ্ধতি বলিতেছি শ্রবণ কর। যিনি চিৎশক্তি [শক্তি] তিনিই মায়া এবং তিনিই দুর্গানামে অভিহিত হন। যিনি দুর্গা, তিনিই কালী, তিনিই তারিণী, তিনিই মহেশ্বরী [গণেশ্বরী] এবং তিনিই অন্নপূর্ণা। এই মায়াই মানবগণের পক্ষে কল্পতরু। তিনি ভোগ ও মোক্ষপ্রদায়িনী, তজ্জন্য তিনি পূর্ণা নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। মায়া গুণময়ী হইলেও নিগু‘ণরূপে তিনিই চিৎস্বরূপা। যদি

১। আরাধয়ান্ত। ২। যা চ শক্তি। ৩। গণেশ্বরী, বগলামুখী।
৪। যা। ৫। চাক্ষ্যাতৈ। ৬। গুণবতী। ৭। চিতাত্মিকা।

যদি সা বহুভিঃ পুণ্যৈঃ প্রসীদতি জনান্ প্রতি।
তদৈব কৃতকৃত্যাস্তে সংসারাচ্চ বহিষ্কৃতাঃ ॥ ৬
দুরন্তাচারা* সা মায়া মুনীনামপি মোহিনী।
শ্রীকৃষ্ণং মোহয়ামাস রাধা গোকুলসংস্থিতা ॥ ৭
স চৈব দেবকীপুত্রস্তামারাধ্য[১] নিরন্তরম্।
প্রকৃতাচার-[২] নিরতো জনানাদেশয়ৎ[৩] প্রভুঃ ॥ ৮
অস্যা মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব কমলাননে।
শিবো বহ্নিসমারূঢ়ো[৪] বামনেত্রেন্দু-ভূষিতঃ ॥ ৯
এষা তু পরমা বিদ্যা দেবৈরপি সুদুর্ল্লভা।
ঋষির্ব্রহ্মাস্য মন্ত্রস্য ত্বনুষ্টুপ্[৫] ছন্দ উদাহৃতম্ ॥ ১০
দেবতা মুনিভিঃ প্রোক্তা মায়া শ্রীভুবনেশ্বরী।
চতুর্ব্বর্গেষু মেধাবী বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১১

বহুপুণ্যের ফলে তিনি কাহাকেও অনুগ্রহ করেন তাহা হইলে তিনি তাহাকে চরিতার্থ করেন এবং সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি প্রদান করেন। ৩-৬

মায়ারূপিণী আদ্যাশক্তি অতি দুরন্তাচারী এবং তিনি মুনিদিগকেও মোহিত করেন। রাধা গোকুলে অবস্থান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মোহিত করিয়াছিলেন। ৭

লোক এবং দেশসমূহের অধীশ্বর দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণও প্রকৃত্যাচারে [প্রকৃতাচারে বা প্রাকৃতাচারে] শ্রীরাধারূপী মায়াকে নিরন্তর আরাধনা করিয়াছিলেন। ৮

হে কমলাননে। আমি সেই মায়ার মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর।

শিব [হ], বহ্নি [র], বামনেত্র [ঈ] এবং ইন্দু [ँ] যুক্ত বিদ্যা [অর্থাৎ হ্রীঁ এই মন্ত্র] শ্রেষ্ঠতম মন্ত্র। ইহা দেবতাদিগেরও দুর্ল্লভ। মুনিগণ বলেন—এই মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা এবং ছন্দ অনুষ্টুপ্ [মতান্তরে ত্রিষ্টুপ্] এবং মায়া শ্রীভুবনেশ্বরী এই মন্ত্রের দেবতা। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ সাধনায় ইহা প্রযোজ্য। ৯-১১

১। মায়ারাধ্যা।
২। প্রাকৃতাচার। প্রকৃত্যাচার।
৩। জনানাং দেশকান্, দেশয়ন্।
৪। সমারূঢ়া।
৫। মন্ত্রস্য অনুষ্টুপ্। মন্ত্রস্য ত্রিষ্টুপ্।
* দুরন্তা চাবশা মায়া।

অঙ্গানি মায়য়া ন্যস্য[১] ধ্যায়েদ্দেবীং চতুর্ভুজাম্।
রক্তবর্ণাং[২] পদ্মসংস্থাং নানালঙ্কারভূষিতাম্ ॥ ১২
পট্টবস্ত্রপরিধানাং কলমঞ্জীর-রঞ্জিনীম্।
হারকেয়ূর-বলয়-প্রবাল-পরিশোভিতাম্ ॥ ১৩
অর্দ্ধেন্দুশেখরাং বালাং নয়ন-ত্রিতয়ান্বিতাম্।
এবং ধ্যাত্বা মহামায়া-মুপচারৈঃ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৪
গুরুং প্রণম্য বিধিবৎ গৃহ্ণীয়াৎ পরমং মনুম্।
ততো দেবীং প্রসাদ্যৈবং কৃতকৃত্যো ভবেৎ সুধীঃ ॥ ১৫

অথ দুর্গামনুঃ

অথ দুর্গামনুং বক্ষ্যে শৃণুষ্ব কমলাননে।
যস্যা প্রসাদমাসাদ্য ভবেৎ গঙ্গাধরঃ স্বয়ম্ ॥ ১৬

মায়াবীজের দ্বারা অঙ্গন্যাস করিয়া (*) চতুর্ভুজা মহামায়াকে ধ্যান করিবে। দেবী রক্তবর্ণা, পদ্মমধ্যে সমাসীনা, নানালঙ্কার-ভূষিতা, পট্টবস্ত্র-পরিধানা, কলমঞ্জীর-রঞ্জিনী, হার-কেয়ূরবলয় পরিশোভিতা, বালা, অর্দ্ধেন্দু-শেখরা ও ত্রিনয়না। দেবীকে এইরূপে ধ্যান করিয়া যথাবিহিত উপাচারে অর্চ্চনা করিবে। ১২-১৪

প্রথমে গুরুকে প্রণাম করিয়া যথাবিহিত নিয়মে, তাহার নিকট হইতে এই মহামন্ত্র গ্রহণ করিবে। তৎপর গুরুর নিকট হইতে গৃহীত ঐ মন্ত্রের সাধন করিলে দেবীর প্রসাদে সাধক কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। ১৫

দুর্গামন্ত্র।

হে কমলাননে, যাহার প্রসাদে সাধক স্বয়ং শিবতুল্য হইয়া থাকে, অনন্তর আমি সেই দুর্গামন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৬

১। চাস্য। ২। রক্তবস্ত্রাং।

(*) মায়াবীজ [হ্রীং] দ্বারা করন্যাস—যথা—হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। হ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং। হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হ্রঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

মায়াবীজ দ্বারা অঙ্গন্যাস, যথা—হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। হ্রীং শিরসে স্বাহা। হ্রূং শিখায়ৈ বষট্। হ্রৈং কবচায় হুং। হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। হ্রঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

করন্যাস এবং অঙ্গন্যাসের পূর্ব্বে মাতৃকান্যাস সম্পন্ন করিতে হইবে। ২২-২৬ শ্লোকের অনুবাদের নীম্নস্থ টীকা দ্রষ্টব্য।

থান্তং বীজং সমুদ্ধৃত্য বামকর্ণ-বিভূষিতম্ ।
ইন্দুবিন্দুসমাযুক্তং বীজং পরমদুর্ল্লভম্ ॥ ১৭
চতুর্ব্বর্গ-প্রদং সাক্ষান্মহাপাতকনাশনম্ ।
একাক্ষরীসমা নাস্তি বিদ্যা ত্রিভুবনে প্রিয়ে[১] ॥ ১৮
বিনা গন্ধৈর্ব্বিনা পুষ্পৈর্ব্বিনা হোমপুরঃসরৈঃ ।
বিনা ন্যাসৈ[২]র্ম্মহাদেবি জপমাত্রেণ সিদ্ধিগা ॥ ১৯
নারদোঽস্য ঋষির্দেবি গায়ত্রীচ্ছন্দ ঈরিতম্ ।
দেবতা চ জগদ্ধাত্রী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ॥ ২০
চতুর্ব্বর্গপ্রদা দুর্গা সর্ব্বসত্ত্বেষু সংস্থিতা ।
বিবিধা সা[৩] মহাবিদ্যা তচ্ছৃণুষ্ব গণেশ্বরি ॥ ২১
কূর্চ্চাদ্যাং বা জপেদ্বিদ্যাং তদন্তে বহ্নিসুন্দরীঃ‡ ।
লজ্জাদ্যাং বা জপেদ্বিদ্যাং ফড়ন্তাং বা জপেৎ সুধীঃ[৪] ॥ ২২

থান্তবীজ [দ], বামকর্ণ [ঊ] এবং ইন্দুবিন্দু [ँ] যুক্ত হইলে পরমদুর্ল্লভ, চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ, সাক্ষাৎ মহাপাতক নাশক একাক্ষরী দূঁ এই বীজ নিষ্পন্ন হয়। হে প্রিয়ে! ত্রিভুবনে ইহার সমান আর অন্য কোন মন্ত্র নাই। [ত্রিভুবনেশ্বরীর এই মন্ত্রের সমান আর অন্য কোন মন্ত্র নাই।]। ১৭-১৮

হে মহাদেবি! কোন প্রকার গন্ধ, পুষ্প, হোম বা ন্যাস [যোগ] ব্যতীতই কেবলমাত্র জপের দ্বারাই এই মন্ত্রসিদ্ধি হয়। ১৯

হে দেবি! দূঁ এই মন্ত্রের ঋষি নারদ, গায়ত্রী ইহার ছন্দ এবং দুর্গতিনাশিনী জগদ্ধাত্রী দুর্গা ইহার দেবতা। দুর্গা চতুর্ব্বর্গফলদায়িনী এবং সর্ব্বভূতে বিরাজমানা। হে গণেশ্বরি! তাহার বিবিধ প্রকার মহামন্ত্র শ্রবণ কর। ২০-২১

(১) হূঁ দূঁ স্বাহা। (২) হ্রীঁ দূঁ ফট্। (৩) স্ত্রীঁ দূঁ স্বাহা। (৪) শ্রীঁ দূঁ স্বাহা। (৫) ঐঁ দূঁ স্বাহা। (৬) ওঁ দূঁ স্বাহা। (৭) ক্লীঁ দূঁ ফট্*। স্বয়ং পদ্মযোনি এই সকল মন্ত্র কহিয়াছেন। সুধী সাধক এই সকল মন্ত্র জপ করিবে।

১। ত্রিভুবনেশ্বরি। ২। যোগৈ, বিনান্যাসৈর্ম্মহাবিদ্যা।
৩। বিবিধাং সাং। ৪। পুনঃ।

* একখানি পুঁথিতে টীকায় এস্থলে "ক্রীঁ দূঁ ফট্" এই মন্ত্র লিখিত হইয়াছে। টীকাকার কামবীজ অর্থে ক্রীঁ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সঠিক মনে হয় না।

‡ কূর্চ্চাদ্যাং বা জপেদ্বিদ্যাং চতুর্ব্বর্গফলাপ্তয়ে।
বাগ্ভবাদ্যাং জপেদ্বিদ্যাং তদন্তে বহ্নিসুন্দরী॥

বধূবীজযুতাং বাপি স্বাহান্তাং প্রজপেৎ কৃতী।
লক্ষ্যাদ্যাং বা জপেদ্বিদ্যাং চতুর্ব্বর্গফলাপ্তয়ে ॥ ২৩
বাগ্‌ভবাদ্যাং জপেদ্বিদ্যাং[১] প্রণবাদ্যাং জপেত্তথা।
কামবীজাদিকাং বাপি ফড়ন্তাং বা জপেৎ পুনঃ ॥ ২৪
এবং সা ত্র্যক্ষরী বিদ্যা কথিতা পদ্মযোনিনা।
দীর্ঘষট্‌কসমাযুক্তং[২] নিজবীজানি[৩] পার্ব্বতি ॥ ২৫
বিন্যসেদাত্মনো দেহে হৃদয়াদিষু শাম্ভবি।
ধ্যানমস্যাঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণু পর্ব্বতনন্দিনী ॥ ২৬
সিংহস্কন্ধাধিসংরূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্[৪] ॥ ২৭
শঙ্খচক্র-ধনুর্ব্বাণ-নয়ন-ত্রিতয়ান্বিতাম্।
রক্তবস্ত্রপরিধানাং বালার্কসদৃশীং তনুম্ ॥ ২৮

হে পার্ব্বতি। হে শাম্ভবি! দুর্গার নিজবীজের [দূঁ] সহিত দীর্ঘষট্‌ক অর্থাৎ আং, ঈং, ঊং, ঐং, ঔং এবং অঃ—এই ছয়টি দীর্ঘস্বর সংযোগে সাধক নিজদেহে হৃদয়াদিতে ন্যাস করিবেন (*)। হে নগনন্দিনি। অধুনা আমি মহামায়া দুর্গার ধ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২২-২৬

মহাদেবী সিংহস্কন্ধসমারূঢ়া, নানালঙ্কারভূষিতা, নাগযজ্ঞোপবীতধারিণী, চতুর্ভুজা, শঙ্খ, চক্র, ধনুক এবং তীরধারিণী, ত্রিনয়না, রক্তবস্ত্র পরিধানা,

---

১। জপেদ্বাপি। ২। দীর্ঘষট্‌কাময়াযুক্ত। ৩। বীজেন। ৪। বীতিনাং।

* মাতৃকান্যাস—মাতৃকান্যাসের ব্রহ্মাঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, মাতৃকা-সরস্বতীদেবী দেবতা, ব্যঞ্জন বর্ণ বীজ, স্বরবর্ণ শক্তি এবং বিসর্গ কীলক বলিয়া কথিত হয়। ঋষিন্যাস করিয়া তৎপর করন্যাস এবং তৎপর অঙ্গন্যাস করিতে হইবে। অং কং খং গং ঘং ঙং আং। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং। এং তং থং দং ধং নং ঐং। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং অঃ।

পূর্ব্বোক্ত এক এক শ্রেণীর মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তৎপর যথাক্রমে—দাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ; দীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা; দূং মধ্যমাভ্যাং বষট্; দৈং অনামিকাভ্যাং হুং; দৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্; দঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ উচ্চারণ—ইহাই করন্যাস বিধি।

তৎপর ঐরূপ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক যথাক্রমে—দাং হৃদয়ায় নমঃ; দীং শিরসে স্বাহা; দূং শিখায়ৈ বষট্; দৈং কবচায় হুং; দৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্; দঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্—উচ্চারণ এবং তত্তৎ অঙ্গস্পর্শ করিয়া অঙ্গন্যাস করিবে।

নারদাদ্যৈর্ম্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবগেহিনীম্[1]।
ত্রিবলীবলয়োপেত-নাভিনালমৃণালিনীম্ ॥ ২৯
রত্নদ্বীপমহাদ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে।
প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবসুন্দরীম্[1] ॥ ৩০
এবং ধ্যাত্বা যজেদ্দেবীং[2] উপচারৈঃ পৃথক্ পৃথক্।
ভূতশুদ্ধিং পুরা কৃত্বা ন্যসেদ্দেহেষু পার্ব্বতি ॥ ৩১
স্বাঙ্কে[3] উত্তানহস্তৌ চ প্রণিধায়[4] ততঃ পরম্।
হৃদয়ে হংসমন্ত্রেণ জীবং দীপনিভং সুধীঃ ॥ ৩২
স্থাপয়েৎ পরমে[5] ব্যোম্নি পৃথিব্যাদীনি চ ক্রমাৎ।
শিবা-পক্ষাদি[6] ভেদেন ভিদ্যতে মরুতো গতিঃ ॥ ৩৩
মরুৎসখেন তেনেহ[7] পচ্যতে ভক্তমেব চ।
তস্মান্মন্ত্রী গুরোর্জ্ঞাত্বা নয়েৎ সর্ব্বং পরোপরি[8] ॥ ৩৪
দীপয়েদ্দিব্য[9]-বচ্ছিন্নং পাবকং সর্ব্বতোমুখম্।
পশ্যেদবান্তরং দেহং[10] কর্ম্মরূপং ততঃ পরম্ ॥ ৩৫

বালার্কসদৃশ তনুসম্পন্না, নারদাদি মুনিগণ সেবিতা, ত্রিবলীবলয়োপেতা, নাভিনালমৃণালিনী, রত্নদ্বীপ মহাদ্বীপে সিংহাসন-সমন্বিতা এবং প্রফুল্লকমলারূঢ়া। ২৭-৩০

এইরূপে মহামায়াকে ধ্যান করিয়া তৎপর পৃথক পৃথক উপচার দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিবে। হে পার্ব্বতি! প্রথমে ভূতশুদ্ধি করিয়া তৎপর সাধক স্বীয় দেহে ন্যাস করিবে। তৎপর স্বীয় অঙ্কে হস্তদ্বয় চিৎ করিয়া রক্ষা করতঃ, সুধী সাধক হংস মন্ত্রের দ্বারা প্রদীপকলিকার জীবাত্মাকে হৃদয়ে স্থাপন করিবে। তৎপর ক্রমানুযায়ী পরম ব্যোমে পৃথিবী ইত্যাদিকে স্থাপন করিবে। তৎপর শিবাপক্ষাদি ভেদে বায়ুর গতিভেদ করিবে। ৩১-৩৩

বায়ুসখ অগ্নি এখানে বিচরণ করিলে অন্নাদি নিজেই পরিপক্ক হয়। অতএব

১। ভবগেহিনীং। ২। জপেদ্দেবীং। মহাদেবীং।
৩। স্বাঙ্গে। ৪। প্রবিধায়।
৫। পরম। ৬। শিবাপেক্ষাদি। শিবাপেক্ষাদি, শিবাপেষ্ট্যাদি।
৭। খনভেন হ, খনতেনেহ। ৮। নয়েৎ সর্ব্বোদরপরি, সর্ব্বোপরোপরি।
৯। দীপয়েদব্য; দীপয়েদ্দ্ব্য। ১০। পশ্যেত্তা কুণ্ডবদ্দেহং; পশ্যেন্তং কুণ্ডবদ্দেহং।

বামকুক্ষিস্থিতং পাপ-পুরুষং কজ্জলপ্রভম্ ।
তং সংশোষ্য[১] তদা দহ্য জীবমাধারমানয়েৎ[২] ॥ ৩৬
মূলাধারাৎ ততো জীবং সোঽহং-মন্ত্রেণ দেশিকঃ ।
নয়েৎ পরশিবে হংস[৩]-মন্ত্রেণাধারমানয়েৎ ॥ ৩৭
এষা ভূতশুদ্ধিতন্ত্র*-প্রক্রিয়া কথিতা ময়া ।
তব স্নেহেন দেবেশি চেদানীং প্রকটীকৃতা ॥ ৩৮

ইতি মায়াতন্ত্রে দ্বিতীয়ঃ পটলঃ ॥ ২ ॥

সাধক শ্রীগুরুর নিকট হইতে জানিয়া সকল কিছু পরমাত্মায় স্থাপন করিবে। তৎপর সর্ব্বতোমুখ দিব্য অগ্নিকে অবিচ্ছিন্নরূপে প্রদীপ্ত করিবে। তৎপর কর্ম্মরূপী স্বীয় অবান্তর দেহকে দর্শন করিবে। তৎপর বাম কুক্ষিস্থিত কজ্জল-প্রভ পাপপুরুষকে শোষণ করিয়া দহন করিবে। তৎপর জীবাত্মাকে মূলাধার হইতে স্বীয় আধারে আনয়ন করিবে। তৎপর সোঽহং মন্ত্রদ্বারা সাধক জীবকে সহস্রারে পরমশিবের সহিত যোজনা করিবে। তৎপর পুনরায় হংস মন্ত্র দ্বারা জীবাত্মাকে স্বীয় আধারে আনয়ন করিবে। ভূতশুদ্ধির এই তন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া আমিই বলিয়াছি। তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ অধুনা তাহা বিশদভাবে বলিলাম। ৩৪-৩৭

মায়াতন্ত্রে দ্বিতীয় পটল সমাপ্ত।

১। সংশোধ্য। ২। জীবাধারস্তু প্লাবয়েৎ।

৩। নয়েৎ শিবং হংস; নয়েৎ পরশিরে হংস। নয়েৎ পরশিরে হংস; নয়েৎ শিবং হংস। নয়েৎ পরশিবাং।

* এষা ভূতশুদ্ধিতন্ত্রে প্রক্রিয়া। ভূতশুদ্ধি তন্ত্র দ্রষ্টব্য।

তৃতীয়ঃ পটলঃ

[মহামায়ার্চনায়াং যন্ত্র-স্তব-কবচাদিঃ]

শ্রীদেব্যুবাচ—

কথয়স্ব মহাদেব দেব্যা যন্ত্রং স্তবং তথা।
কবচং পরমাশ্চর্য্যং যদুক্তং পরমেষ্ঠিনা ॥ ১

শ্রীঈশ্বর উবাচ—

শৃণু প্রিয়ে প্রবক্ষ্যামি যন্ত্রং পরমদুর্ল্লভম্।
ত্রিকোণং[১] বিন্যসেৎ পূর্ব্বং বহিঃ ষট্‌কোণমেব চ ॥ ২
ত্রিবিম্বসহিতং সর্ব্বং অষ্টপত্রসমন্বিতম্।
ত্রিরেখাসহিতং কার্য্যং তত্র ভূপুরসংযুতম্ ॥ ৩
সমীকৃত্য যথোক্তেন বিলিখ্য[২] বিধিনামুনা।
নানাস্ত্রসংযুতং কার্য্যং যন্ত্রং মন্ত্রসমন্বিতম্ ॥ ৪
দেবতাং পূজয়েদ্দেবীং মূলপ্রকৃতিরূপিণীম্।
পদ্মস্থাং[৩] পূজয়েদ্দুর্গাং সিংহপৃষ্ঠে নিষেদুষীম্ ॥ ৫

[মহামায়ার অর্চনায় যন্ত্র, স্তব ও কবচ]

দেবী কহিলেন—হে মহাদেব! পরমদেবতা-কথিত দেবীর পরমাশ্চর্য্য যন্ত্র, স্তব এবং কবচ আমার নিকট বিবৃত করুন। ১

শঙ্কর কহিলেন—হে প্রিয়ে! আমি মহামায়ার পরমদুর্ল্লভ যন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমে একটি ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে। তৎপর ঐ ত্রিকোণের বহির্ভাগে একটি ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিবে। তৎপর ঐ ষট্‌কোণের বহির্ভাগে তিনটি বৃত্ত অঙ্কন করিবে। তৎপর ঐ বৃত্তত্রয়ের বহির্ভাগে একটি অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। তৎপর ঐ অষ্টদল পদ্মের বহির্ভাগে ত্রিরেখা (*) অঙ্কিত করিয়া তাহার বহির্ভাগে ভূপুর অঙ্কিত করিবে। ২-৩

১। ত্রিকোণ। ২। বিলিখেৎ। ৩। পদ্মস্থা।

* ত্রিরেখা শব্দে তিনটি রেখাদ্বারা সীমাবদ্ধ জ্যামিতিক ত্রিভুজকেই বুঝায়। কিন্তু একখানি পুঁথিতে টীকাকার এস্থলে ত্রিবৃত্ত অর্থে ত্রিরেখা শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। রেখা শব্দ যদি সরলরেখা অর্থে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে ত্রিভুজ এবং বক্ররেখা অর্থে গ্রহণ করিলে বৃত্ত অর্থ হয়।

প্রভাদ্যাঃ শক্তয়ঃ পূজ্যা গন্ধাদ্যৈর্নবকোণকে।
প্রভা মায়া জয়া সূক্ষ্মা বিশুদ্ধা[১] নন্দিনী পুনঃ ॥ ৬
সুপ্রভা বিজয়া সর্ব্ব-সিদ্ধিদা নবশক্তয়ঃ।
হ্রীমাদ্যাঃ[২] পূজয়েত্তাস্তু গন্ধচন্দনবারিণা ॥ ৭
ওঁকারং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য হ্রীংকারং তদনন্তরম্।
তথা[৩] পদং চতুর্থ্যন্তং পূজয়েৎ ক্রমতঃ[৪] পরম্ ॥ ৮
শঙ্খপদ্মনিধিং[৫] দেব্যা বামদক্ষিণযোগতঃ।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা রক্তচন্দনদূর্ব্বকৈঃ[৬] ॥ ৯

রেখাসমূহের সমতা (*) করিয়া যথোক্ত বিধানানুযায়ী এই যন্ত্র অঙ্কিত করিবে। মূল প্রকৃতিরূপিণী মহামায়াকে নানাবিধ অস্ত্র এবং যন্ত্রমন্ত্র সহযোগে অর্চ্চনা করিবে। দুর্গাকে পদ্মমধ্যস্থা বা সিংহপৃষ্ঠসমাসীনারূপে পূজা করিবে। নবকোণে (**) যথাক্রমে প্রভা, মায়া, জয়া, সূক্ষ্মা, বিশুদ্ধা (‡), নন্দিনী, সুপ্রভা, বিজয়া এবং সর্ব্বসিদ্ধিদা—এই নব শক্তির পূজা করিবে। হ্রীং এই মন্ত্রে গন্ধ এবং চন্দন সলিল দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে এই নব শক্তির পূজা করিবে। ৪-৭

উক্ত নব শক্তিকে নিম্নলিখিত মন্ত্রযোগে ক্রমশঃ পূজা করিবে যথা :—

ওঁ হ্রীং প্রভায়ৈ নমঃ ॥ ওঁ হ্রীং মায়ায়ৈ নমঃ।
ওঁ হ্রীং জয়ায়ৈ নমঃ ॥ ওঁ হ্রীং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ ॥
ওঁ হ্রীং বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ ॥ ওঁ হ্রীং নন্দিন্যৈ নমঃ ॥
ওঁ হ্রীং সুপ্রভায়ৈ নমঃ ॥ ওঁ হ্রীং বিজয়ায়ৈ নমঃ ॥
ওঁ হ্রীং সর্ব্বসিদ্ধায়ৈ নমঃ ॥ উক্ত নয়টি বিভিন্ন মন্ত্রদ্বারা প্রভা হইতে সর্ব্বসিদ্ধিদা পর্য্যন্ত নবশক্তিকে পৃথক্ ভাবে পরপর পূজা করিয়া তৎপর দেবীর বামদিকে শঙ্খনিধি এবং দক্ষিণদিকে পদ্মনিধিকে পরমভক্তি সহকারে

১। শুদ্ধা চ। ২। হ্রাঁ শক্তো। ৩। যথা।
৪। ক্রমশঃ প্রিয়ে। ৫। নিধী। ৬। পূর্ব্বকৈঃ।

* মূল শ্লোকের 'সমীকৃত্য' অর্থে ত্রিভুজগুলি সমবাহু ত্রিভুজ এবং বৃত্তগুলির মধ্যে প্রথম বৃত্ত ষট্‌কোণ হইতে যত দূরবর্ত্তী হইবে, দ্বিতীয় বৃত্ত প্রথমবৃত্ত হইতে ততদূর এবং তৃতীয় বৃত্ত ও দ্বিতীয় বৃত্ত হইতে ততদূর হইবে, ইহাই বুঝাইতেছে।

** ত্রিভুজের তিন কোণ এবং তদ্ বহিঃস্থিত ষট্‌কোণ—এই নব কোণে উক্ত নব শক্তির পূজা করিতে হইবে।

‡ কেবলমাত্র একখানি পুঁথিতে 'শুদ্ধা' এই পাঠান্তর দেখিয়াছি।

অর্ঘ্যদানং ততঃ কুর্য্যাৎ পূজান্তে নগনন্দিনি।
গঙ্গাং শক্তিং পুনঃ পূজ্যাঃ[১] পত্রকোণেষু মাতরঃ ॥ ১০
বজ্রাদ্যায়ুধ-সংযুক্ত[২] ভূপুরে লোকনায়কাঃ ॥ ১১

রক্ত চন্দন ও দূর্ব্বার দ্বারা পূজা করিবে। ওঁ হ্রীং শঙ্খনিধয়ে নমঃ—ইহা শঙ্খনিধির পূজামন্ত্র। ওঁ হ্রীং পদ্মনিধয়ে নমঃ—ইহা পদ্মনিধির পূজা-মন্ত্র। হে নগনন্দিনি! পূজান্তে সকলকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। তৎপর গঙ্গাকে এবং শক্তিকে যথাক্রমে দেবীর বাম ও দক্ষিণদিকে ওঁ হ্রীং গঙ্গায়ৈ নমঃ এবং ওঁ হ্রীং শক্ত্যৈ নমঃ মন্ত্রে পূজা করিবে। তৎপর অষ্টদল পদ্মের পত্রের অষ্টকোণে অষ্ট মাতৃকার পূজা করিবে (*)। তৎপর প্রথমে ভূপুরে বজ্রাদি আয়ুধের (**) পূজা করিবে এবং তৎপর ভূপুরে দিক্‌পালগণের পূজা করিবে (‡)। ৯-১১

১। অষ্টাবৃতীঃ পুনঃ পূজ্যা। ২। সংপূজ্য।

* অষ্টশক্তি বা অষ্টমাতৃকা মহামায়ার অষ্টপ্রকার শক্তির নাম। চণ্ডী ৯ম অঃ ৩৯-৪০ শ্লোকে এই অষ্ট মাতৃকার নাম যথা—কালী (চামুণ্ডা), শিবদূতী, কৌমারী, ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, বারাহী, বৈষ্ণবী ও ঐন্দ্রী।

ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব কৌমারী বৈষ্ণবী তথা।
বারাহী নারসিংহৈন্দ্রী চামুণ্ডা মাতরঃ স্মৃতাঃ।
—ডামরতন্ত্র।

ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী ও চামুণ্ডা—ইহারাই অষ্টমাতৃকা।

মঙ্গলা বিজয়া ভদ্রা জয়ন্তী চাপরাজিতা।
নন্দিনী নারসিংহী চ কৌমারীত্যষ্ট মাতরঃ ॥
—মহানির্ব্বাণতন্ত্র,ষষ্ঠ উল্লাস।

মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী ও কৌমারী—ইহারাই অষ্টমাতৃকা।

মঙ্গলা বিজয়া ভদ্রা জয়ন্তী চাপরাজিতা।
নন্দিনী নারসিংহী চ বৈষ্ণবীত্যষ্ট নায়িকাঃ ॥
—মহানির্ব্বাণতন্ত্র, পঞ্চম উল্লাস।

মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নারসিংহী এবং বৈষ্ণবী—ইহারাই অষ্টনায়িকা। সুতরাং যাহারা অষ্টনায়িকা, তাহারাই অষ্টশক্তি এবং তাহারাই অষ্টমাতৃকা।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—কৃষ্ণের জন্মখণ্ড ১১৯ অধ্যায়ে অষ্টমাতৃকার নিম্নলিখিত নাম প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—কৌমারী, নারসিংহী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী, ব্রহ্মাণী ও ভৈরবী। ইহারাই অষ্টশক্তি।

স্তোত্রম্

শৃণু স্তোত্রং মহেশানি যদুক্তং পরমেষ্ঠিনা।
[ওঁ] দুর্গে মাতর্নমো নিত্যং দৈত্যদর্প নিসূদনি।
ভক্তানাং কল্পলতিকে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১২

স্তোত্র—

হে মহেশানি! অনন্তর পরমেষ্ঠী কথিত মহামায়ার স্তোত্র শ্রবণ কর। মাতঃ দুর্গে! আপনি দৈত্যদর্পবিনাশিনী, আপনাকে সতত নমস্কার। আপনি নারায়ণী ভক্তগণের কল্পলতিকা-সদৃশ, আপনাকে নমস্কার। ১২

গ্রন্থান্তরে অষ্টশক্তি বা অষ্টমাতৃকার নাম যথা—ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, ঐন্দ্রী, বারাহী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, চামুণ্ডা বা কৌবেরী এবং চর্চ্চিকা।

অষ্টমাতৃকার পূজামন্ত্র। যথা :—

ওঁ হ্রীং কৌমার্য্যৈ নমঃ। ওঁ হ্রীং নারসিংহ্যৈ নমঃ।
ওঁ হ্রীং বারাহ্যৈ নমঃ। ওঁ হ্রীং ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ।
ওঁ হ্রীং বৈষ্ণব্যৈ নমঃ। ওঁ হ্রীং মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ।
ওঁ হ্রীং ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ। ওঁ হ্রীং ভৈরব্যৈ নমঃ।

** বজ্রাদি আয়ুধের পূজা অর্থাৎ অষ্টবজ্রের পূজা। ইন্দ্রের বজ্র, কার্ত্তিকেয়ের শক্তি, বরুণের পাশ, যমের দণ্ড, ব্রহ্মার অক্ষ, বিষ্ণুর চক্র, শিবের ত্রিশূল এবং কালীর খড়্গ—এই অষ্টপ্রকার অস্ত্রকে অষ্টবজ্র বলা হয়।

অষ্টবজ্রের পূজার মন্ত্র যথা :—

ওঁ হ্রীং বজ্রায় নমঃ। ওঁ হ্রীং শক্ত্যৈ নমঃ
ওঁ হ্রীং পাশায় নমঃ। ওঁ হ্রীং দণ্ডায় নমঃ।
ওঁ হ্রীং অক্ষায় নমঃ। ওঁ হ্রীং চক্রায় নমঃ।
ওঁ হ্রীং ত্রিশূলায় নমঃ। ওঁ হ্রীং খড়্গায় নমঃ।

‡ দিক্‌পাল—দিক্‌সমূহের অধিপতি ও রক্ষক। ইন্দ্র পূর্ব্বদিকের অধিপতি। অগ্নি অগ্নিকোণের অর্থাৎ পূর্ব্ব দিক্ এবং দক্ষিণ দিকের মধ্যবর্ত্তী কোণের অধিপতি। যম দক্ষিণ দিকের অধিপতি। নির্ঋতি নৈর্ঋত কোণের অর্থাৎ দক্ষিণ দিক্ এবং পশ্চিম দিকের মধ্যবর্ত্তী কোণের অধিপতি। বরুণ পশ্চিম দিকের অধিপতি। বায়ু বায়ুকোণের অর্থাৎ পশ্চিম দিক্ এবং উত্তরদিকের মধ্যবর্ত্তী কোণের অধিপতি। কুবের উত্তর দিকের অধিপতি। ঈশান ঈশানকোণের অর্থাৎ উত্তর দিক্ এবং পূর্বদিকের মধ্যবর্ত্তী কোণের অধিপতি। ব্রহ্মা ঊর্দ্ধদিকের এবং অনন্ত অধঃ দিকের অধিপতি।

দশদিক্‌পালের পূজামন্ত্র যথা :—

ওঁ হ্রীং ইন্দ্রায় নমঃ। ওঁ হ্রীং বহ্নয়ে নমঃ।
ওঁ হ্রীং যমায় নমঃ। ওঁ হ্রীং নির্ঋতয়ে নমঃ।
ওঁ হ্রীং বরুণায় নমঃ। ওঁ হ্রীং বায়বে নমঃ।
ওঁ হ্রীং কুবেরায় নমঃ। ওঁ হ্রীং ঈশানায় নমঃ।
ওঁ হ্রীং ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ হ্রীং অনন্তায় নমঃ।

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৩
নমো নগাত্মজে শৈলে[১] বহুরূপ-সমন্বিতে।
ভক্তেভ্যো বরদে মাত[২] র্নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৪
নিশুম্ভ-শুম্ভমথনি মহিষাসুরমর্দ্দিনি।
আর্ত্তার্ত্তিনাশিনি শিবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৫
ইন্দ্রাদি-দিবিষদ্‌বৃন্দ-বন্দিতাঙ্ঘ্রিসরোরুহে।
নানালঙ্কার-সংযুক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৬
নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সিদ্ধবিদ্যাধরোরগৈঃ।
পুরস্কৃতা[৩]ঞ্জলিপুটে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৭
দেবরাজকৃত-স্তোত্রে ব্যাধরাজ-প্রপূজিতে।
ত্রৈলোক্য-ত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৮
অভক্ত-ভক্তিদে চণ্ডি মুগ্ধবোধস্বরূপিণি।
অজ্ঞান-জ্ঞান-ভবনে[৪] নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৯

আপনি সর্ব্বমঙ্গলবিধায়িনী, শিবা এবং সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদায়িনী! সর্ব্বাশ্রয়-স্বরূপিণী, ত্রিভুবনজননী [বা ত্রিনয়না = চন্দ্রসূর্য্যাগ্নি লোচনা] হৈমবতী ও নারায়ণী শক্তি, আপনাকে নমস্কার। ১৩

আপনি হিমাচল-দুহিতা বহুরূপ-সমন্বিতা শৈলজা। হে মাতঃ! আপনি ভক্তগণের বরদায়িনী নারায়ণী, আপনাকে নমস্কার। ১৪

আপনি শুম্ভ, নিশুম্ভ বিনাশিনী, মহিষাসুরমর্দ্দিনী এবং আর্ত্তগণের আর্ত্তি-নাশিনী, শিবানী ও নারায়ণী শক্তি, আপনাকে নমস্কার। ১৫

ইন্দ্রাদি স্বর্গবাসী দেবগণ আপনার চরণপদ্ম বন্দনা করেন। আপনি বহুবিধ অলঙ্কার-ধারিণী নারায়ণী, আপনাকে নমস্কার। ১৬

নারদাদি মুনিগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ এবং বাসুকি প্রভৃতি উরগগণ সর্ব্বদা কৃতাঞ্জলিপুটে আপনার অগ্রভাগে অবস্থান করিয়া আপনাকে বন্দনা করেন। আপনি নারায়ণী শক্তি, আপনাকে নমস্কার। ১৭

দেবরাজকৃত স্তোত্রদ্বারা ব্যাধরাজ আপনার পূজা করেন। আপনি ত্রৈলোক্য ত্রাণকারিণী নারায়ণী, আপনাকে নমস্কার। ১৮

১। শৈলবাসে সমন্বিতে। ২। দেবি।
৩। পুরস্কৃত্বা, পুরস্কৃত্যা, পুরঃকৃতা। ৪। ভবনে।

ইদং স্তোত্রং পঠেদ্ যস্তু প্রদক্ষিণপুরঃসরম্ ।
তস্য শান্তিপ্রদা দেবী দুর্গা দুর্গতিহারিণী ॥ ২০

[ইতি মায়াতন্ত্রে দুর্গাস্তোত্র-সমাপ্তম্ ।]

শ্রীদেব্যুবাচ—

কথিতাঃ[১] পরমেশান দুর্গামন্ত্রাঃ[২] অনেকধা ।
কবচং কীদৃশং নাথ পূর্ব্বং মে ন প্রকাশিতম্ ।
তদ্ বদস্ব মহাদেব যত্যহং[৩] শরণাগতা ॥ ২১

শ্রীমহাদেব উবাচ—

শৃণু প্রিয়ে প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।
পুরা দেবাসুরৈ[৪] র্যুদ্ধে যদুক্তং শম্ভুনা ত্বয়ি ॥ ২২
তন্ন[৫] স্মরসি কার্য্যেণ মুগ্ধাঃ প্রায়ো হি যোষিতঃ ।
অস্য শ্রীদুর্গাকবচস্য নারদ ঋষি-রনুষ্টুপ্ ছন্দঃ ।
শ্রীদুর্গা দেবতা চতুর্ব্বর্গসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ ॥ ২৩

আপনি অভক্তকে ভক্তিদান করেন এবং মুগ্ধ ব্যক্তিদিগের বোধস্বরূপিণী চণ্ডিকা, আপনি জ্ঞানীদিগকেও মায়ারূপ অজ্ঞানতা পাশে আবদ্ধ করেন। আপনি নারায়ণী, আপনাকে নমস্কার। ১৯

যে ব্যক্তি দেবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করে, দুর্গতিহারিণী দুর্গা তাহার শান্তিবিধান করেন। ২০

[মায়াতন্ত্রে দুর্গাস্তোত্র সমাপ্ত]।

দেবী কহিলেন—হে পরম ঈশান! আপনি দুর্গার অনেক মন্ত্র কহিয়াছেন। কিন্তু দুর্গার কবচ কি তাহা পূর্ব্বে কখনও আমার নিকট প্রকাশ করেন নাই। হে মহাদেব! যদ্যপি আমি আপনারই শরণাগতা হইয়াছি তাহা হইলে দুর্গা-কবচ আমার নিকট বিবৃত করুন। ২১

শঙ্কর কহিলেন—হে প্রিয়ে! তুমি আমাকে যাহা প্রশ্ন করিলে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। পুরাকালে দেবাসুর-যুদ্ধে শম্ভু তোমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, বিমোহিত নারীদিগের মত তুমি তাহা বিস্মৃত হইয়াছ। এই দুর্গা কবচের ঋষি নারদ এবং ছন্দ অনুষ্টুপ্। ইহার দেবতা দুর্গা এবং চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধির নিমিত্তই এই কবচ প্রযোজ্য। ২২-২৩

১। কথিতং। ২। স্তোত্রং। ৩। যতোঽহং।
৪। সুরাযুদ্ধে, দেবাসুরে যুদ্ধে। ৫। ননু।

ওঁকারো মে শিরঃ পাতু হ্রীংকারঃ পাতু ভালকম্ ॥ ২৪
দুং পাতু বদনং দুর্গা ঙেযুতা পাতু চক্ষুষী।
নাসিকাং মে নমঃ পাতু কর্ণাবষ্টাক্ষরী সদা ॥ ২৫
প্রণবো[১] মে গলং পাতু কেশান্ শ্রীবীজমন্ততঃ।
লজ্জা দন্তান্ সমারক্ষেজ্জিহ্বাং দুর্গা সদাবতু ॥ ২৬
ঐং নমঃ পাতু বজ্রান্তা ওষ্ঠৌ গণ্ডৌ[২] নবাক্ষরী।
একাক্ষরী মহাবিদ্যা বক্ষো রক্ষতু সর্ব্বদা ॥ ২৭
কূর্চ্চাদ্যা বিবিধা বিদ্যা বাহূ মে পরিরক্ষতু।
ওঁ দুর্গে পাতু জঙ্ঘে দ্বে দুর্গে রক্ষতু জানুনী। ২৮
দ্বাবুরূ পাতু যুগলং রক্ষিণি[৩] স্বাহয়ান্বিতা।
জয়দুর্গা সদা পাতু গুল্‌ফে দ্বে চণ্ডিকাবতু[৪] ॥ ২৯
কটিং জয়া পাতু সদা নাভিং মে বিজয়াবতু।
উদরং পাতু মে কীর্ত্তিঃ পৃষ্ঠং প্রীতিঃ সদাবতু ॥ ৩০

ওঁকার আমার শির এবং হ্রীংকার আমার ললাট রক্ষা করুন। দুং বীজ আমার মুখমণ্ডল এবং চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত দুর্গা [দুর্গায়ৈ] আমার চক্ষুদ্বয় রক্ষা করুন।

"নমঃ" আমার নাসিকা এবং অষ্টাক্ষরী মন্ত্র [ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ নমঃ] আমার কর্ণদ্বয়, প্রণব আমার গলদেশ এবং শ্রীবীজ [শ্রীং] আমার কেশসমূহ রক্ষা করুন। লজ্জাবীজ [হ্রীং] আমার দন্তসমূহ এবং "দুর্গা" আমার জিহ্বাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ২৪-২৬

ঐং নমঃ আমার গমনাগমন এবং নবাক্ষরী মন্ত্র [ওঁ শ্রীং হ্রীং ঐং দুর্গায়ৈ নমঃ] আমার ওষ্ঠাধর এবং গণ্ডদ্বয় রক্ষা করুন। একাক্ষরী মহাবিদ্যা [দুং বীজ] আমার বক্ষ সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ২৭

হূং বীজ এবং অন্যান্য বীজ আমার বাহুযুগল রক্ষা করুন। ওঁ দুর্গে আমার জঙ্ঘাদ্বয় এবং দুর্গে আমার জানুদ্বয় রক্ষা করুন। ২৮

রক্ষিণী [রক্ষিণী] স্বাহা আমার উরুযুগল রক্ষা করুন। জয়দুর্গা সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন এবং চণ্ডিকা আমার গুল্‌ফদ্বয় রক্ষা করুন। ২৯

১। প্রণবং। ২। ধৈং নমঃ পাতু বজ্রান্তং তালুং হুঙ্কাররূপিণা। ওষ্ঠৌ দন্তৌ; ওষ্ঠৌ দন্তৌ। ৩। রক্ষিণা, রক্ষিণী। ৪। চণ্ডিকেহবতু।

প্রভা পাদাঙ্গুলীন্ পাতু শ্রদ্ধা স্কন্ধৌ সদাবতু।
মেধা করাঙ্গুলীন্ সর্ব্বান্ নখরান্ শুচি[১]-রেব চ ॥ ৩১
শঙ্খো গুহ্যন্তু মে পায়াৎ চক্রং লিঙ্গং সদাবতু।
সর্ব্বাঙ্গং মে সদা পাতু খড়্গো[২] রক্ষতু সর্ব্বতঃ ॥ ৩২
পাশৌ[৩] মে বিদিশঃ[৪] পাতু দিশঃ পাশাঙ্কুশৌ মম।
চাপো দারান্ শরঃ পুত্রান্ বন্ধূংশ্চাপি[৫] সদাবতু ॥ ৩৩
ইন্দ্রাদ্যাঃ পাতু মে চিত্তং বজ্রাদ্যাস্ত[৬] কুটুম্বকান্।
দুর্গা মাং পাতু সর্ব্বত্র জয়দুর্গা চ দ্বারকান্[৭] ॥ ৩৪
যদ্ যদঙ্গং মহেশানি বর্জ্জিতং কবচেষু চ।
তৎ সর্ব্বং রক্ষ মে দেবি পতিপুত্রান্বিতা সতী ॥ ৩৫
ইতি মে কথিতং দেবি কবচং বজ্রপঞ্জরম্[৮]।
ধৃত্বা তু ক্ষোভয়েচ্ছত্রূন্[৯] দিবি দৈত্যভুজে যথা[১০] ॥ ৩৬

জয়া সর্ব্বদা আমার কটিদেশ এবং বিজয়া আমার নাভিদেশ রক্ষা করুন। কীর্ত্তি আমার উদর এবং প্রীতি সর্ব্বদা আমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন। ৩০

প্রভা আমার পদাঙ্গুলীসমূহ এবং শ্রদ্ধা সর্ব্বদা আমার স্কন্ধদ্বয় রক্ষা করুন। মেধা আমার করাঙ্গুলীসমূহ এবং শুচি [পাঠান্তর মতে—শ্রুতি] আমার নখরসমূহ রক্ষা করুন। ৩১

শঙ্খ আমার গুহ্যদেশ এবং চক্র সর্ব্বদা আমার লিঙ্গ রক্ষা করুন। খড়্গ সকল সময়ে এবং সর্ব্বস্থানে আমাকে রক্ষা করুন! ৩২

পাশদ্বয় [পাঠান্তর মতে—পাশ] বিদিক এবং পাশ ও অঙ্কুশ আমার দিক্সমূহ রক্ষা করুন। ধনুক আমার স্ত্রীকে এবং শর আমার পুত্র এবং বন্ধুগণকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ৩৩

ইন্দ্রাদি দেবগণ আমার চিত্তকে এবং বজ্রাদি অস্ত্রসমূহ আমার কুটুম্বগণকে রক্ষা করুন। দুর্গা আমাকে সর্ব্বত্র রক্ষা করুন এবং জগদ্দুর্গা আমার দ্বার-সমূহ (পাঠান্তর মতে—আমার পুত্রদের) রক্ষা করুন। ৩৪

হে দেবি! আমার যে-সকল অঙ্গ কবচবর্জ্জিত পতিপুত্রান্বিতা সতীদেবী তৎসমুদয় রক্ষা করুন। ৩৫

১। শ্রুতি। ২। শঙ্খো, খড়্গা। ৩। পাশো। ৪। বিদিগ।
৫। বন্ধুং চাপি। ৬। বজ্রাদ্যাশ্চ। ৭। দারকান্।
৮। পঞ্চকং। ৯। চ্ছক্রো। ১০। তথা দৈত্যগণান্ বহূন্।

বিধৃত্য কবচং বাণী দুন্দুভিঞ্চ সহাম্বুজম্ ।
ধৃত্বা সর্ব্বত্র কপিরাট্ বিজয়ী মানবোত্তমঃ ॥ ৩৭
সযন্ত্রং কবচঞ্চৈব লিখিত্বা ভূর্জ্জপত্রকে* ।
অভীষ্টং লভতে মর্ত্ত্যো বৎসরান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৮
কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতাপত্যা চ যা ভবেৎ ।
বন্ধ্যাপত্যা জীববৎসা বন্ধ্যা ধৃত্বা প্রসূয়তে ॥ ৩৯
শতমষ্টোত্তরাবৃত্তে[১] পুরশ্চর্য্যা বিধীয়তে ।
ষণ্মাসতো ভবেৎ সিদ্ধি র্যথাবৎ পরিচারতঃ[২] ॥ ৪০
অজ্ঞাত্বা কবচঞ্চৈতৎ দুর্গামন্ত্রন্তু যো জপেৎ ।
অল্পায়ু র্নির্ধনো মূর্খো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪১

[ইতি মায়াতন্ত্রে দুর্গাকবচং সমাপ্তম্]

ইতি মায়াতন্ত্রে তৃতীয়ঃ পটলঃ ॥

হে দেবি। বজ্রপঞ্জর [বজ্রপঞ্চক] নামক এই কবচ আমি তোমাকে বলিলাম। স্বর্গে দৈত্যভুজবলে দেবতাগণ যেরূপ ক্ষোভিত হইয়াছিলেন, এই কবচধারণে সাধকের শত্রুগণও তদ্রূপ ক্ষোভিত হইয়া থাকে। ৩৬

দুন্দুভিনিনাদ সহ এই কবচ (পাঠান্তর মতে—পুরুষ কণ্ঠে বা দক্ষিণ বাহুতে এবং নারী বাম বাহুতে) ধারণ করিলে সাধক সর্ব্বত্র পবননন্দনতুল্য বিজয়ী হইয়া থাকে। মহামায়ার যন্ত্র এবং কবচ ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া ধারণ করিলে মর্ত্ত্যলোকে সাধক এক বৎসরকাল মধ্যে স্বীয় অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৩৭-৩৮

যে নারী কাকবন্ধ্যা, যে নারী মৃতাপত্যা বা বন্ধ্যাপত্যা বা যে নারী জীববৎসা, সেই নারীও এই যন্ত্র ও কবচ ধারণে পুত্রবতী হয়। ৩৯

অষ্টোত্তর শতবার আবৃত্তি দ্বারা ইহার পুরশ্চরণ সম্পন্ন হয়। যথাবিহিত বিধানে পরিচর্য্যা ও পুরশ্চরণ করিলে ছয়মাস মধ্যে সিদ্ধি লাভ হয়। ৪০

যে ব্যক্তি এই কবচ না জানিয়া দুর্গামন্ত্র জপ করে, সে ব্যক্তি অল্পায়ু, নির্ধন এবং মূর্খ হইয়া থাকে। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৪১

[মায়াতন্ত্রে দুর্গাকবচ সমাপ্ত]

মায়াতন্ত্রে তৃতীয় পটল সমাপ্ত ॥

১। কবচস্য শতাবৃত্যা, -রাবৃত্তিঃ। ২। চারতা।
* কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ নারী বামভুজে তথা। ইত্যধিকঃ পাঠঃ।

চতুর্থঃ পটলঃ

[মহামায়ামন্ত্রস্য পুরশ্চরণং, পূজা, বলিঃ মালাবিধানঞ্চ]*

শ্রীসদাশিব উবাচ—

শৃণু পার্ব্বতি মন্ত্রাণাং পুরশ্চর্য্যাবিধিং প্রিয়ে।
জপেদষ্টাধিকং লক্ষং পুরশ্চরণসিদ্ধয়ে ॥ ১
দশাংশং হোময়েদাজ্যৈস্তিলমিশ্রৈঃ সুসাধকঃ।
তর্পণং চাভিষেকঞ্চ তদ্দশাংশতমাচরেৎ[১] ॥ ২
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদন্তে দক্ষিণাং গুরবে দদেৎ ।
এবং সিদ্ধমনুর্ম্মন্ত্রী প্রয়োগাংশ্চ সমাচরেৎ ॥ ৩
মৎস্য-মাংস-সূপাপূপৈর্ম্মৃগৈঃ শশক-শল্লকৈঃ[২] ।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা দুর্গাং দুর্গতিহারিণীম্ ॥ ৪
স্বয়ম্ভূ-কুসুমৈঃ শুক্রৈঃ সুগন্ধিকুসুমান্বিতৈঃ।
জবা-যাবক-সিন্দুর-রক্তচন্দন-সংযুতৈঃ ॥ ৫

[মায়ামন্ত্রের পুরশ্চরণ বিধি]

সদাশিব কহিলেন—হে পার্ব্বতি! মহামায়ার মন্ত্রসমূহের পুরশ্চরণ বিধি শ্রবণ কর। পুরশ্চরণ সিদ্ধির নিমিত্ত অষ্টাধিক এক লক্ষবার মন্ত্র জপ করিবে। ১

তৎপর তাহার দশাংশ অর্থাৎ দশ সহস্র সংখ্যায় তিল মিশ্রিত ঘৃত দ্বারা হোম করিবে। হোমের এক দশমাংশ সংখ্যায় অর্থাৎ সহস্রবার তর্পণ করিবে। তৎপর তর্পণের এক দশমাংশ সংখ্যায় অর্থাৎ একশতবার অভিষেক এবং তৎপর তাহার দশাংশ সংখ্যক অর্থাৎ দশজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। তৎপর গুরুকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। এইরূপে যথাযথভাবে পুরশ্চরণ সিদ্ধ হইলে মন্ত্র প্রয়োগযোগ্য হইবে। ২-৩

পরমভক্তি সহকারে বহুবিধ প্রকার সুরা মাংস প্রভৃতি উপকরণ এবং মৃগ, শশক এবং শজারু প্রভৃতি বলি প্রদানে [মতান্তরে মৎস্য, মাংস, সূপ, পিষ্টক

---

* অষ্টম এবং একাদশ পটলে পুরশ্চরণ-বিধি দ্রষ্টব্য।

১। তদ্দশাংশত আচরেৎ।

২। সুরামাংসৈর্ব্বহুবিধৈ র্ম্মৃগৈঃ শশকঃ শল্লক্যোঃ।

নানামাংসৈঃ শুভৈর্দ্রব্যৈঃ দগ্ধসিক্যাদি-সংযুতৈঃ[১]।
কাকৈঃ শুকৈঃ পেচকৈশ্চ মেষৈশ্ছাগৈর্নরৈস্তথা ॥ ৬
গজৈরুষ্ট্রৈঃ খরৈঃ গৃধ্রৈঃ পূজয়েদ্বিধিনামুনা।
তদা ভবেন্মহাসিদ্ধি র্দেবানামপি দুর্লভা[২] ॥ ৭

[মালাবিধানম্*]

মালাবিধানং পরমং শৃণুষ্ব কমলাননে।
অকারাদি-ক্ষকারান্তাঃ পঞ্চাশদ্-বিন্দুসংযুতাঃ ॥ ৮
ক্ষ-মেরুকা মহাপ্রান্তা[৩] বর্ণমালা সুসিদ্ধিদা।
গ্রথিতা শক্তিসূত্রেণ আরোহ[৪]-প্রতিরোহতঃ ॥ ৯
জপেদেকাগ্রমনসা তথা বর্গা[৫]-ক্ষরান্ ক্রমাৎ।
প্রচ্ছাদিতো[৬] মহাদেবি যাবন্মুখমতন্দ্রতঃ ॥ ১০
ক্ষ-কারস্তু মুখং দেবি মেরুং তদ্বিদ্ধি পার্ব্বতি।
পদ্মবীজাদিভির্মালা বহির্যোগে শৃণুষ্ব তাম্[৭] ॥ ১১

প্রভৃতি উপকরণ এবং মৃগ, শশক ও শজারু প্রভৃতি বলি প্রদানে] দুর্গতিহারিণী দুর্গার পূজা করিবে। স্বয়ম্ভু পুষ্প, শুক্র, সুগন্ধি কুসুম দ্বারা, সিন্দুর, যাবক [অলক্তক] এবং রক্ত চন্দন যুক্ত জবা পুষ্প, নানাবিধ মাংস, মাঙ্গলিক দ্রব্য, দগ্ধমাংস প্রভৃতি উপকরণ সংযোগে এবং কাক, শুক, পেচক ও গৃধিনী প্রভৃতি পক্ষী এবং মেষ, ছাগ, নর, গজ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ প্রভৃতি জীব বলি দ্বারা এই বিধানানুসারে মহামায়ার পূজা করিবে। তাহা হইলে দেবদুর্ল্লভ মহাসিদ্ধি-লাভ হয়। [পাঠান্তরানুসারে তাহা হইলে মহাসিদ্ধি লাভ, ইহাতে অন্য কোন প্রকার বিচার অনাবশ্যক।]। ৪-৭

[মালাবিধান]

হে কমলাননে! আমি শ্রেষ্ঠ মালাবিধান বলিতেছি শ্রবণ কর। অ-কার হইতে ক্ষ-কার পর্য্যন্ত এই পঞ্চাশটি বর্ণকে বিন্দু (ঁ) সংযুক্ত করিয়া ক্ষ-কারকে মেরু বা প্রান্ত বলিয়া গণনা করিবে। এই পঞ্চাশটি বর্ণমালা আদ্যা শক্তি-

১। দগ্ধসিক্তাদি-সংস্কৃতৈঃ। ২। নাত্র কার্য্যবিচারণা।

* মাতৃকাভেদতন্ত্র চতুর্দ্দশ পটল এবং গুপ্তসাধনতন্ত্রের একাদশ পটল দ্রষ্টব্য।

৩। মহাপ্রান্তা। ৪। চারোহ। ৫। সর্ব্ববর্গা; সাষ্টবর্ণা।

৬। পুচ্ছাদিষু। ৭। বহির্যাগে শৃণুষ্ব তাঃ।

পদ্মাক্ষ-শঙ্খ-রুদ্রাক্ষ-পুত্রজীবক*-মৌক্তিকৈঃ।
স্ফাটিকৈ র্মণিরত্নৈশ্চ সৌবর্ণৈ র্বিদ্রুমৈস্তথা ॥ ১২
রাজতৈঃ কুশমূলৈশ্চ গৃহস্থস্যাক্ষমালিকা[১]।
অঙ্গুলীগণনাদেকং পর্ব্বণ্যষ্টগুণং ভবেৎ ॥ ১৩
পুত্রজীবৈর্দশগুণং শতং শঙ্খৈঃ[২] সহস্রকম্।
প্রবালৈ র্মণিরত্নৈশ্চ দশসহস্রকং মতম্ ॥ ১৪
তদেব স্ফাটিকং[৩] প্রোক্তং মৌক্তিকৈর্লক্ষমুচ্যতে।
পদ্মাক্ষৈর্দশলক্ষং স্যাৎ সৌবর্ণৈঃ কোটিরুচ্যতে ॥ ১৫
কুশগ্রন্থ্যা কোটিশতং রুদ্রাক্ষৈঃ স্যাদনন্তকম্।
প্রবালৈর্ব্বিহিতা মালা প্রযচ্ছেৎ পুষ্কলং ধনম্ ॥ ১৬

রূপিণী সূত্র দ্বারা আরোহ [অনুলোম] এবং প্রতিরোহ [বিলোম] ক্রমে গ্রথিত। এই বর্ণরূপিণী মালাই উত্তমসিদ্ধি দান করে। একাগ্রচিত্তে বর্ণাক্ষর-সমূহ দ্বারা মূলমন্ত্রকে পুটিত করিয়া জপ করিবে। ক্ষকারকে বর্ণমালার মুখ বা মেরুজ্ঞান করিবে এবং জপকালে বর্ণমালার এই মুখ বা মেরুকে লঙ্ঘন করিবে না। অধুনা পদ্মবীজাদি দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত বাহ্যিক মালার বিষয় শ্রবণ কর। ৮-১১

পদ্মবীজ, শঙ্খ, রুদ্রাক্ষবীজ, পুত্রজীবকবীজ, মুক্তা, স্ফটিক, সুবর্ণ ও বিদ্রুম প্রভৃতি মণিরত্ন, রৌপ্য, বা কুশমূলদ্বারা মালা প্রস্তুত করিবে। গৃহস্থগণ পদ্মবীজ এবং রুদ্রাক্ষবীজের মালা ব্যবহার করিবে। জপসংখ্যা অঙ্গুলী-পর্ব্বে গণনা করিলে অষ্টগুণ ফল লাভ হয়, পুত্রজীবকের বীজের মালায় জপ করিলে দশগুণ, শঙ্খমালায় জপ করিলে শতগুণ, প্রবাল মালায় জপ করিলে সহস্র গুণ, মণিরত্ন বা স্ফটিক প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত মালায় জপ করিলে দশ সহস্রগুণ, মুক্তা মালায় জপ করিলে লক্ষগুণ, পদ্মবীজ দ্বারা প্রস্তুত মালায় জপ করিলে দশ লক্ষগুণ, সুবর্ণ নির্ম্মিত মালায় জপ করিলে কোটিগুণ, কুশগ্রন্থি নির্ম্মিত মালায় জপ করিলে শতকোটি এবং রুদ্রাক্ষ মালায় জপ করিলে অনন্তফল লাভ হয়। প্রবাল নির্ম্মিত মালায় জপ করিলে প্রচুর ধন লাভ হয়। ১২-১৬

* চলিত জিয়াপুতা। এই সুন্দর বৃহদাকার বৃক্ষ ভারতের সর্ব্বত্র জন্মে। চৈত্র-বৈশাখ মাসে এইসকল বৃক্ষ পুষ্পবতী হয়। বালক বালিকাগণ পীড়াগ্রস্ত হইবার ভয়ে পিতামাতা পুত্রকন্যার গলদেশে ইহার বীজের মালা গাঁথিয়া ধারণ করাইয়া থাকেন।

১। গৃহস্থাক্ষরমালিকা। ২। শঙ্খে। ৩। স্ফাটিকৈঃ।

বৈষ্ণবে তুলসীকাষ্ঠৈ গজদন্তৈ গণেশ্বরে।
ত্রিপুরায়া জপে শস্তা রুদ্রাক্ষৈঃ রক্তচন্দনৈঃ ॥ ১৭
ভুবনেশ্যাঃ প্রবালৈশ্চ তস্তেদেষু চ[1] পার্ব্বতি।
শিবে রুদ্রাক্ষভদ্রাক্ষৈঃ বিল্বকাষ্ঠেষু নির্ম্মিতৈঃ[2] ॥ ১৮
রাজপট্টৈ[3] র্মঞ্জুঘোষৈঃ কথিতো মালা[4]-নির্ণয়ঃ।
মালাবিধিরিতি প্রোক্তঃ শৃণু সূত্রবিধিং প্রিয়ে ॥ ১৯
পৃথ্বীদেবেন্দ্র-পুণ্যস্ত্রী-কর্ত্তিতং গ্রন্থিবর্জ্জিতম্।
ত্রিগুণং ত্রিগুণীকৃত্বা পট্টসূত্রমথাপি বা ॥ ২০
মুখে মুখং তু সংযোজ্য পুচ্ছে পুচ্ছং নিযোজয়েৎ।
গ্রন্থয়েন্নির্জ্জনে মৌনী[5] ততঃ শোধনমাচরেৎ ॥ ২১
অশ্বত্থপত্রনবকৈঃ পদ্মাকারস্তু কারয়েৎ[6]।
তন্মধ্যে স্থাপয়েন্মালাং মাতৃকাং মূলমুচ্চরন্ ॥ ২২

বৈষ্ণবগণ তুলসীকাষ্ঠ নির্ম্মিত মালায় এবং গণেশের উপাসকগণ গজদন্ত নির্ম্মিত মালায় জপ করিবে। ত্রিপুরা দেবীর [দুর্গার] মন্ত্রজপে রুদ্রাক্ষ এবং রক্ত চন্দনকাষ্ঠ নির্ম্মিত মালাই প্রশস্ত। ভুবনেশ্বরীর মন্ত্র জপে প্রবাল নির্ম্মিত মালা বা অনুরূপ মালা ব্যবহার্য্য। শিবমন্ত্র জপের নিমিত্ত রুদ্রাক্ষ, ভদ্রাক্ষ বা বিল্বকাষ্ঠ নির্ম্মিত মালা প্রশস্ত। মঞ্জুঘোষের মন্ত্র জপে রাজপট্ট নির্ম্মিত মালাই ব্যবহার্য্য। হে প্রিয়ে! আমি মালা প্রস্তুতবিধি কহিয়াছি, যেরূপ সূত্র দ্বারা মালা গাথিতে হইবে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ১৭-১৯

ব্রাহ্মণকুলজাতা পুণ্য স্ত্রী দ্বারা কর্ত্তিত, গ্রন্থিশূন্য, ত্রিগুণীকৃত তিনটি সূত্র দ্বারা যুগপৎ মালা গ্রথিত করিবে। অথবা কেবলমাত্র পট্টসূত্র দ্বারা মালা গ্রথিত করিবে। ২০

মুখের সহিত মুখ এবং পুচ্ছের সহিত পুচ্ছ সংলগ্ন করিয়া মালার গুটিকা বীজসমূহ গ্রথিত করিবে। নির্জ্জনস্থানে মৌনাবলম্বনে মালা গ্রথিত করিবে। মালা গ্রন্থনকার্য্য সম্পন্ন হইলে ঐ মালাকে তৎপর শোধন করিবে। ২১

নয়টি অশ্বত্থ পত্রদ্বারা একটি পদ্মাকার প্রস্তুত করিয়া, মাতৃকাবর্ণ পুটিত

১। তদেতস্য চ।
২। কাষ্ঠৈর্ব্বাপি সুনির্ম্মিতৈঃ।
৩। রাজপট্টে মঞ্জুঘোষে।
৪। মাল; মণি।
৫। মন্ত্রী।
৬। কল্পয়েৎ।

ক্ষালয়েৎ পঞ্চগব্যেন সদ্যোজাতেন সজ্জনৈঃ[১] ।
চন্দনাগুরুগন্ধাদ্যৈ র্বামদেবেন ঘর্ষয়েৎ ॥ ২৩
ধূপয়েত্তামঘোরেণ লেপয়েত্তৎ পুরুষেণ বৈ ।
মন্ত্রয়েৎ[২] পঞ্চমেনৈব প্রত্যেকস্তু সকৃৎ সকৃৎ ॥ ২৪
মেরুঞ্চ মন্ত্রয়েত্তেন মূলেনাপি পৃথক্ পৃথক্ ।
সংস্কৃত্যৈবং[৩] ততো মালাং তৎ প্রাণান্ তত্র[৪] কল্পয়েৎ ॥ ২৫
মূলমন্ত্রেণ তাং মালাং পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ ।
দেবপ্রাণাংস্তু তত্রৈব প্রতিষ্ঠাপ্য যজেচ্চ তাম্ ॥ ২৬
ওঁ মালে মালে মহামালে সর্ব্বতত্ত্বস্বরূপিণি ।
চতুর্ব্বর্গস্ত্বয়ি ন্যস্তস্তস্মান্মে সিদ্ধিদা ভব ॥ ২৭

মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঐ পদ্মাকারে রক্ষিত নব পত্রোপরি মালা স্থাপন করিবে। ২২

তৎপর সদ্যোজাত অর্থাৎ সদ্য উৎপন্ন পঞ্চগব্য দ্বারা সাধক ঐ মালা প্রক্ষালিত করিবে। তৎপর চন্দন, অগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য দ্বারা ঐ মালাকে ঘর্ষণ করিবে। ২৩

তৎপর অঘোর মন্ত্রে ঐ মালাকে ধূপিত করিবে। তদনন্তর ঐ মালাকে পরমপুরুষ দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে অর্থাৎ আদ্যাশক্তি মালার সহিত জড়িত রহিয়াছে, এই চিন্তা করিবে। তৎপর পঞ্চ-মকারের প্রত্যেক দ্রব্য দ্বারা ঐ মালাকে পৃথক পৃথক ভাবে মূলমন্ত্রের দ্বারা মন্ত্রপূতঃ করিবে। ২৪

তৎপর মালামধ্যে যে গুটিকাকে মেরু করিবে তাহাকেও পঞ্চ-মকারের প্রত্যেক দ্রব্য দ্বারা পৃথক পৃথক ভাবে মূল মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে। এইরূপে সংস্কার করিয়া, তৎপর তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে। ২৫

মূল মন্ত্রের দ্বারা উত্তম সাধক সেই মালার পূজা করিবে। তৎপর মালা মধ্যে দেবতার প্রাণকে প্রতিষ্ঠা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে মালার নিকট প্রার্থনা করিবে। যথা—

ওঁ মালে মালে মহামালে সর্ব্বতত্ত্বস্বরূপিণি ।
চতুর্ব্বর্গস্ত্বয়ি ন্যস্তস্তস্মান্মে সিদ্ধিদা ভব ॥

[হে মালে ! হে মহামালে ! আপনি সর্ব্বতত্ত্ব-স্বরূপিণী ! ধর্ম্ম, অর্থ, কাম

১। তজ্জলৈঃ। ২। গন্ধয়েৎ।
৩। সংস্কৃত্যৈব। ৪। প্রাণাংস্তত্র যোজয়েৎ।

মায়াবীজাদিকং কৃত্বা রক্তপুষ্পৈঃ সমর্চ্চয়েৎ।
গোমুখাদৌ ততো মালাং গোপয়েন্মাতৃজারবৎ।
অক্ষমালাং স্বমন্ত্রঞ্চ গুরুং নৈব প্রকাশয়েৎ॥ ২৮

ইতি মায়াতন্ত্রে চতুর্থঃ পটলঃ॥

এবং মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গই আপনাতে ন্যস্ত। অতএব আপনি আমাকে সিদ্ধি দান করুন।]। ২৬-২৭

তৎপর হ্রীং ইত্যাদি বীজ যোগ করিয়া রক্ত পুষ্প দ্বারা মালার অর্চ্চনা করিবে (*)। গোমুখ [জপ মালার ঝুলি] এবং মালাকে সর্ব্বদা মাতৃজারবৎ গোপন করিবে। অক্ষমালা এবং স্বীয়মন্ত্র গুরুর নিকটও প্রকাশ করিবে না। ২৮

মায়াতন্ত্রে চতুর্থ পটল সমাপ্ত।

---

* পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় পটলে দুর্গার যেসকল মন্ত্র বলা হইয়াছে, ঐ সকল মন্ত্রের সহিত যুক্ত বীজাদি অনুসারে মালাপূজার মন্ত্র নির্দ্ধারিত হইবে। যথা :—

১। ওঁ হুং মালায়ৈ নমঃ।
২। ওঁ হ্রীং মালায়ৈ নমঃ।
৩। ওঁ স্ত্রীং মালায়ৈ নমঃ।
৪। ওঁ শ্রীং মালায়ৈ নমঃ।
৫। ওঁ ঐং মালায়ৈ নমঃ।
৬। ওঁ মালায়ৈ নমঃ।
৭। ওঁ ক্লীং মালায়ৈ নমঃ।

সাধক দুর্গার জন্য যে যে বীজযুক্ত মন্ত্র গ্রহণ করিবে, মালা পূজার জন্যও সেই বীজ যোগ করিয়া মালার পূজা করিবে।

পঞ্চমঃ পটলঃ

[দুর্গামন্ত্রজপস্য কালবিশেষঃ ফলঞ্চ]

শ্রীদেব্যুবাচ—

কথয়েশান সর্ব্বজ্ঞ দুর্গানামফলং প্রভো।
শ্রুতং কিঞ্চিন্ময়া পূর্ব্বং যদুক্তং সুরসংসদি ॥ ১

শ্রীঈশ্বর উবাচ—

শৃণু প্রিয়ে প্রবক্ষ্যামি গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং শুভম্।
যদুক্তং ব্রহ্মণা পূর্ব্বং সদেবাসুর-সঙ্গমে ॥ ২
ধন্যং যশস্য[১]মায়ুষ্যং প্রজাপুষ্টিবিবর্দ্ধনম্।
সহস্রনামভিস্তুল্যং হি দুর্গানাম বরাননে ॥ ৩
মহাপদি মহাদুর্গে আয়ুষো নাশমাগতে।
জাতিভ্রংশে কুলোচ্ছেদে মহানিগড়বন্ধনে ॥ ৪
ব্যাধি-সঙ্কট[২]-সম্পাতে[৩] দুশ্চিকিৎসাময়ে তথা।
শত্রুভিঃ সমনুপ্রাপ্তে বন্ধুভিস্ত্যক্তসৌহৃদে ॥ ৫
জপেদ্দুর্গাযুতং[৪] নাম ততস্তস্মাৎ প্রমুচ্যতে।
দুর্গেতি মঙ্গলং নাম যস্য চেতসি বর্ত্ততে ॥ ৬

[দুর্গামন্ত্রজপে বিশেষ কাল এবং ফল]

দেবী কহিলেন—হে ঈশান! আপনি সর্ব্বজ্ঞ। হে প্রভো! আপনি আমাকে দুর্গানামের ফল বর্ণনা করুন। পূর্ব্বে সুরসভায় আপনি ইহা বলিয়াছিলেন, তৎকালে আমি তাহার কিঞ্চিৎমাত্র শ্রবণ করিয়াছিলাম। ১

শঙ্কর কহিলেন—হে প্রিয়ে! অতিশয় গোপনীয় হইতেও অধিকতর গোপনীয় এই শুভ দুর্গানামের ফল, যাহা পূর্ব্বে ব্রহ্মা দেবাসুরসঙ্গমে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ইহা ধন, যশ, আয়ু, প্রজা এবং পুষ্টিবর্দ্ধক। হে বরাননে! দুর্গানাম সহস্রনাম-তুল্য, মহা আপদ, মহাদুর্গতি, আয়ুনাশ, জাতিভ্রংশ, কুলোচ্ছেদ, মহানিগড় বন্ধন, দুঃশ্চিকিৎস্য রোগ এবং প্রচণ্ড ব্যাধির উৎপাত, শত্রুপীড়া এবং বন্ধুগণ কর্ত্তৃক সৌহৃদ্য পরিত্যাগ প্রভৃতি

১। ধনং যশশ্চ। ২। শঙ্কর, শরীর। ৩। পাতে চ। ৪। শতং।

স মুক্তো দেবি সংসারাৎ স নমস্যঃ সুরৈরপি।
দুর্গেতি দ্ব্যক্ষরং মন্ত্রং জপতো নাস্তি পাতকম্ ॥ ৭
কর্মারম্ভে স্মরেদ্ যস্তু তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ।
দুর্গেতি নাম জপ্তব্যং লক্ষ[১]-মাত্রং সুরেশ্বরি ॥ ৮
তত্তদ্ দশাংশতো হুত্বা তর্পয়িত্বা দশাংশতঃ।
অভিষিঞ্চেত[২] বিপ্রেন্দ্রান্ ভোজয়িত্বা দশাংশতঃ ॥ ৯
অসাধ্যং সাধয়েদ্দেবি সাধকো নাত্র সংশয়ঃ।
হোমাদ্যশক্তো দেবেশি দ্বিগুণং জপমাচরেৎ ॥ ১০
অথবা ব্রাহ্মণানাঞ্চ সাধকানাঞ্চ ভোজনাৎ।
ব্যঙ্গং সাঙ্গং ভবেৎ সর্ব্বং নাত্র কার্য্যবিচারণা ॥ ১১
এতৎকল্পসমা দেবি নাশ্বমেধাদয়ঃ প্রিয়ে[৩]।
দুর্গানামজপাত্তুল্যং নান্যদস্তি কলৌ ভুবি ॥ ১২

সময়ে দশ সহস্র দুর্গানাম জপ করিবে। তাহা হইলে ঐ সকল বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। "দুর্গা"—এই শুভ নাম যাহার চিত্তে বর্ত্তমান, হে দেবি! সে ব্যক্তি যে কেবল সংসার সাগর হইতে মুক্ত হয় এমন নহে, সে ব্যক্তি দেবতাগণেরও নমস্য হইয়া থাকে। দুর্গা—এই দুই অক্ষরযুক্ত মন্ত্র জপ করিলে, তাহার আর কোন পাপ থাকে না। ২-৭

কর্ম্মারম্ভে যে ব্যক্তি দুর্গানাম স্মরণ করে তাহার কার্য্যসিদ্ধি অদূরবর্ত্তী। হে সুরেশ্বরি! এক লক্ষ [পাঠান্তরানুসারে এক কোটি] দুর্গানাম জপ করিয়া, তাহার দশাংশ সংখ্যায় হোম, হোমের দশাংশ সংখ্যায় তর্পণ, তর্পণের দশাংশ সংখ্যায় অভিষেক এবং অভিষেকের দশাংশ সংখ্যায় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। হে দেবি! ইহার দ্বারা সাধক অসাধ্য সাধন করিতে পারে। তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হোমকার্য্যে অশক্ত হইলে হোমের দ্বিগুণ সংখ্যক জপ করিবে অথবা ব্রাহ্মণ বা সাধকদিগকে ভোজন করাইবে। এইরূপ ভাবে কার্য্য করিলে নামজপের সমস্ত অঙ্গ যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করা হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৮-১১

হে প্রিয়ে! অশ্বমেধ যজ্ঞও দুর্গাকল্পের সমতুল্য নহে। কলিকালে পৃথিবীতে দুর্গানাম জপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কার্য্য আর কিছুই নাই। ১২

১। কোটি।　২। অভিষিচ্যেত; অভিষিচ্য চ।　৩। পরে; পরং।

শরৎকালে তু দুর্গায়াঃ পুরতো জপমাচরেৎ।
কিমন্যৈঃ কর্মবিস্তরৈঃ[১] কথিতং তে অদ্রিসম্ভবে ॥ ১৩
সর্ব্বং কামমবাপ্নোতি যদ্ যদিষ্টতমং ভুবি।
রবীন্দ্বোর্গ্রহণে দেবি পুরশ্চরণমাচরেৎ[২]* ॥ ১৪
সূর্য্যেন্দু-পর্ব্বসদৃশঃ কলৌ নাস্তি মহীতলে।
যদি বা লভ্যতে দেবি বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ ॥ ১৫
অগণয্য চ চন্দ্রাদি-গ্রহণে জপমাচরেৎ।
গণনং স্নানদানাদৌ ন জপে পরমেশ্বরি ॥ ১৬
রবীন্দ্বোর্গ্রহণে পৃথ্ব্যাং জপতুল্যো ন চ ক্রিয়া[৩]।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য জপমাত্রং সমাচরেৎ ॥ ১৭
তেনৈব সর্ব্বসিদ্ধিঃ স্যাৎ নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
উপরাগো[৪] যদাকাশে তদা দেবী প্রকাশতে ॥ ১৮
সুষুম্নান্তে তথৈবাসৌ দৃশ্যতে নগনন্দিনি।
মনস্তত্রৈব সংযোজ্য ধ্যাত্বা তং[৫] পরমাদ্ভুতম্ ॥ ১৯

শরৎকালে দুর্গার সম্মুখে জপ করিবে। হে নগনন্দিনি। অন্য প্রকার কর্ম্ম বাহুল্যের কথা উল্লেখ করিয়া লাভ কি? পৃথিবীতে সাধকের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তু আছে, সেই সমস্ত কাম্যবিষয় দুর্গানাম জপের দ্বারা লাভ হইয়া থাকে। সূর্য্য এবং চন্দ্র গ্রহণকালে নাম জপের পুরশ্চরণ করিবে। ১৩-১৪

কলিযুগে পৃথিবীতে জপের নিমিত্ত চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কাল আর নাই। যদি বহু পুণ্য ফলে দুর্গানাম লাভ হয়, তাহা হইলে চন্দ্র এবং সূর্য্য গ্রহণকালে জপ করিবে। গ্রহণকালে জপের নিমিত্ত কোন সংখ্যা বিচার করিতে হয় না, বা স্নান দানাদিও গ্রহণকালে জপের নিমিত্ত কর্ত্তব্য-মধ্যে গণ্য করা অনাবশ্যক। পৃথিবীতে চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণকালে জপ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কার্য্য আর কিছুই নাই। সুতরাং সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণকালে কেবলমাত্র জপ করিতে থাকিবে। ১৫-১৭

কেবলমাত্র গ্রহণকালে জপের দ্বারাই সমস্ত সিদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাতে

১। বিস্তারৈঃ। ২। মারভেৎ।

* ইতঃপূর্ব্বে চতুর্থ পটলে মন্ত্রের পুরশ্চরণ কথিত হইয়াছে।

৩। জপাৎ ভব্যা ন চ ক্রিয়া। ৪। উপরাগে। ৫। তৎ।

জপেদেকাগ্রমনসা নাকাশমবলোকয়েৎ* ।
বিদধীত জপন্তাবৎ যাবন্মুক্তির্ভবেত্তয়োঃ ॥ ২০
ততঃ স্নাত্বা তু হোমাদি গ্রহণান্তে সমাচরেৎ ।
সাধকান্ ভোজয়েদ্বিপ্রান্ মিষ্টান্নৈর্ব্বহুবিস্তরৈঃ ॥ ২১
যুবতীঃ কুলকন্যাশ্চ শিবাঃ সন্তোষয়েচ্ছিবে[১] ।
ততস্তু দক্ষিণাং দদ্যাদ্বিভবস্যানুরূপতঃ ॥ ২২
গুরুভ্যস্তদভাবে তু সাধকেভ্যঃ প্রদাপয়েৎ ।
এবং সিদ্ধমনুর্ম্মন্ত্রী সাধয়েৎ সকলেপ্সিতান্[২] ॥ ২৩
এতত্তে কথিতং দেবি রহস্যং পরমাদ্ভুতম্ ।
নৈতৎ ত্বয়া দাম্ভিকায় নাস্তিকায় শঠায় চ ॥ ২৪
শিবাভক্তায় দুষ্টায় দ্বেষ্ট্রে চৈব বিশেষতঃ ।
অশুশ্রূষবেঽভক্তায় দুর্ব্বিনীতায় ন দীয়তাম্ ॥ ২৫

অন্য কিছু বিচার অনাবশ্যক। হে দেবি। হে নগনন্দিনি! আকাশে যেরূপ গ্রহণ দৃষ্ট হয়, সুষুম্না মধ্যেও তদ্রূপ গ্রহণ দৃষ্ট হয়। সুষুম্না মধ্যে মনসংযোগ করিয়া দুর্গাকে ধ্যান করতঃ একাগ্রচিত্তে পরম দুর্গা নাম জপ করিতে থাকিবে। জপকালে বাহ্যিক কোন বিষয়ের প্রতি দৃক্‌পাত করিবে না। সুষুম্না মধ্যবর্ত্তী গ্রহণ-মুক্তিকাল পর্য্যন্ত জপ করিতে থাকিবে। তৎপর গ্রহণান্তে স্নান করিয়া হোমাদি সম্পন্ন করিবে। তৎপর সাধক এবং বিপ্রদিগকে প্রচুর মিষ্টান্ন ভোজন করাইবে। এবং মঙ্গলদায়িনী যুবতী কুলকন্যাদিগকেও বিস্তর মিষ্টান্ন দ্বারা আপ্যায়িত করিবে। তৎপর সাধক স্বীয় বিভবানুসারে দক্ষিণা প্রদান করিবে। ১৮-২২

দক্ষিণা স্বীয় গুরুকে প্রদান করিবে এবং গুরুর অভাবে অন্য সাধককে দক্ষিণা দান করিবে। এই নিয়মানুযায়ী কার্য্য করিলে সাধক মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করে এবং তাহার সকল কামনা সফল হয়। ২৩

হে দেবি। তোমাকে এই পরমাদ্ভুত নাম জপ রহস্য কহিলাম। ইহা দাম্ভিক, নাস্তিক, শঠ, আদ্যাশক্তির প্রতি অভক্তি-পরায়ণ, দুষ্ট, বিশেষতঃ দ্বেষ-

---

* মায়াতন্ত্রে ষষ্ঠ ও সপ্তম পটল এবং মাতৃকাভেদতন্ত্রে ষষ্ঠ পটল দ্রষ্টব্য।

১। শম্ভো জয়েচ্ছিবে। ২। কামনেপ্সিতান্।

ইতি তে কথিতং গুহ্যং কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ২৬

ইতি মায়াতন্ত্রে পঞ্চমঃ পটলঃ ॥

পরায়ণ, অশ্রদ্ধাশীল, অভক্ত এবং দুর্ব্বিনীত ব্যক্তিদিগকে কখনও প্রদান করিবে না। আমি তোমার নিকট অতিশয় গোপনীয়, দুর্গানামের ফল বিবৃত করিলাম। অধুনা এতদ্ব্যতীত অন্য কোন বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর তাহা বল। ২৪-২৬

মায়াতন্ত্রে পঞ্চম পটল সমাপ্ত।

[সুষুম্নান্তর্গত-সূর্য্যেন্দ্বোর্গ্রহণ-বর্ণনং, তত্র জপফলঞ্চ*]

শ্রীদেব্যুবাচ—

দেবদেব মহাদেব কথয় স্বানুকম্পয়া।
যদি নো কথ্যতে দেব বিমুঞ্চামি তদা তনুম ॥ ১
সর্ব্বতত্ত্বময়স্ত্বং হি সর্ব্বযোগময়ঃ সদা।
সুষুম্নান্তর্গতং দেব যদ্দৃষ্টং পরমেশ্বর ॥ ২
এতদ্ রহস্যং পরমং সর্ব্বযোগোত্তমোত্তমম্ ॥ ৩

শ্রীঈশ্বর উবাচ—

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি সুষুম্নামধ-সংস্থিতম্।
সূর্য্যপর্ব্ব মহেশানি চন্দ্রপর্ব্ব তথৈব চ ॥ ৪
সুষুম্নাবর্ত্মমধ্যস্থং সূর্য্যপর্ব্ব[১] পরাৎ পরম্।
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা জপযজ্ঞেষু[২] তৎপরাঃ ॥ ৫

[সুষুম্নামধ্যস্থিত চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ বর্ণন—গ্রহণকালে জপের ফল]

দেবি কহিলেন—হে দেবদেব মহাদেব! আপনি সর্ব্বতত্ত্বময় এবং সর্ব্বযোগময়। হে দেব! হে পরমেশ্বর! সুষুম্নান্তর্গত পরম রহস্যজনক যে তত্ত্ব আপনি দেখিয়াছেন, সেই সর্ব্বযোগোত্তমোত্তম তত্ত্ব আমার নিকট দয়া করিয়া প্রকাশ করুন। হে দেব! যদি আপনি তাহা আমার নিকট প্রকাশ না করেন তাহা হইলে আমি তনু ত্যাগ করিব। ১-৩

শঙ্কর কহিলেন—অধুনা আমি সুষুম্নামধ্যস্থিত চন্দ্রপর্ব্ব এবং সূর্য্যপর্ব্বের বিষয় বলিতেছি। সুষুম্নামধ্যস্থিত সূর্য্যপর্ব্ব [গ্রন্থি] সন্ধি বা গ্রন্থি সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থি বা পর্ব্ব। সূর্য্যপর্ব্বে ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দ সকলেই জপযজ্ঞে ব্যাপৃত থাকেন। ৪-৫

---

* সপ্তম পটল দ্রষ্টব্য।

১। পূর্ব্ব।

২। জপযজ্ঞেষু—মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ।
—গীতা ১০ম অঃ ২৫ শ্লোক তুলনীয়।

কিং পুনর্ম্মানবা নৈব বরাকাঃ ক্ষুদ্রবুদ্ধয়ঃ।
পুষ্করদ্বীপমাসাদ্য যে চান্যে মানবাঃ প্রিয়ে॥ ৬
তেষাঞ্চ পরমেশানি কিঞ্চিৎ সিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
সূর্য্যপর্ব্ব বরারোহে বহুভাগ্যেন লভ্যতে॥ ৭
তথৈব চন্দ্রপর্ব্বাখ্যং জপযজ্ঞং[১] সুদুর্লভম্।
নাতঃ পরতরঃ কালঃ কশ্চিদস্তি বরাননে॥ ৮
সহস্রারে মহাপদ্মে চন্দ্রস্তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
মূলাধারে মহেশানি স্বয়ং সূর্য্যঃ প্রকাশতে॥ ৯
স্বাধিষ্ঠানে তু দেবেশি বহ্নি[২]স্তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহং দেবি যদা[৩] ভবতি বাহ্যতঃ॥ ১০
তদৈব সহসা দেবি সহস্রারে মনো ন্যসেৎ।
সূর্য্যপর্ব্বণি[৪] মহেশানি মূলাধারে মনো দধে॥ ১১
বাহ্যপর্ব্ব মহেশানি দৃষ্ট্বা পুনশ্চ[৫] দেশিকঃ।
মনো নিবেশ্য চার্ব্বঙ্গি চন্দ্রে চ ব্রহ্মপঙ্কজে॥ ১২
সূর্য্যে বা চঞ্চলাপাঙ্গি মূলাধারে মনো ন্যসেৎ।
অন্তঃপর্ব্বণি[৬] দেবেশি নিবিশ্য চিত্তসারথিম্॥ ১৩

সুতরাং ক্ষুদ্রবুদ্ধি এবং দীন মানবগণের আর কথা কি? অর্থাৎ মানবগণকেও সর্ব্বপ্রযত্নে সূর্য্যপর্ব্বে জপযজ্ঞ-পরায়ণ হইতে হইবে। হে প্রিয়ে! হে পরমেশানি! অন্যান্য যে-সকল মনুষ্য পুষ্কর দ্বীপ আশ্রয় করিয়া জপপরায়ণ হয়, তাহারা কিঞ্চিৎ সিদ্ধি লাভ করে। হে বরারোহে! মানব বহুভাগ্যফলে সূর্য্য গ্রন্থি [সন্ধি] বা চন্দ্র গ্রন্থি [সন্ধি] লাভ করে। এই দুই গ্রন্থি বা সন্ধি-স্থানে জপযজ্ঞ অধিকতর সুদুর্লভ। চন্দ্র বা সূর্য্য গ্রন্থিতে জপের কাল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কাল আর কিছুই হইতে পারে না। ৬-৮

চন্দ্র সর্ব্বদা সহস্রারে মহাপদ্মে অবস্থান করে এবং মূলাধারে স্বয়ং সূর্য্য প্রকাশমান। হে দেবেশি! স্বাধিষ্ঠানে বহ্নি সর্ব্বদা বিরাজমান।

হে দেবি! যখন বাহ্যিক চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হয় তৎকালে সহস্রারে মনকে নিবদ্ধ করিবে। হে মহেশানি! তৎপর মনকে মূলাধারে সূর্য্যগ্রন্থিতে সংযুক্ত

১। পর্ব্বাভ্যাং জপযোগ্যং। পর্ব্বাখ্যং জপযোগ্যং। ২। রাহু।
৩। সদা। ৪। পূর্ব্বণি। ৫। পূর্ণশ্চ। ৬। পূর্ব্বণি।

জপং পরমযত্নেন নতু বাহ্যং নিরীক্ষয়েৎ।
সূর্য্যাদিপর্ব্ব দেবেশি পুনঃ পুনরুদীক্ষতে।
তজ্জপ[১] শ্চঞ্চলাপাঙ্গি সর্ব্বো ভবতি নিষ্ফলঃ ॥ ১৪
সুষুম্না চ নদী যত্র সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ১৫
গঙ্গাদিসর্ব্বতীর্থানি প্রয়াগবদরী তথা।
হরিদ্বারশ্চ চার্ব্বঙ্গি গয়া কাশী সরস্বতী ॥ ১৬
সিন্ধু-ভৈরব-শোণাশ্চ[২] ব্রহ্মপুত্রশ্চ সুন্দরি।
অযোধ্যা মথুরা কাঞ্চী কাশী মায়া অবন্তিকা ॥ ১৭
দ্বারাবতী চ তীর্থেশী ধৃত্বা[৩] প্রকৃতি-মূর্ত্তিতঃ।
গয়াদি-সর্ব্বতীর্থানি তত্র তিষ্ঠন্তি সন্ততম্[৪] ॥ ১৮
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে দেবি মনো হ্যন্তর্দধে[৫] শিবে।
যঃ পশ্যেচ্চঞ্চলাপাঙ্গি সহস্রারে নিশাকরম্ ॥ ১৯
মূলাধারে মহেশানি যঃ পশ্যেৎ সূর্য্যপর্ব্বণি।
রাহুগ্রহ-সমাযুক্তমন্তরাত্মনি পার্ব্বতি ॥ ২০

করিবে। প্রথমে বাহ্য গ্রহণ দর্শন করতঃ তৎপর সহস্রারে মহাপদ্মে চন্দ্র-গ্রন্থিতে মনোনিবেশ করিবে, অথবা মূলাধারে সূর্য্যের প্রতি মনসংযোগ করিবে। চিত্তসারথিকে দেহাভ্যন্তরস্থ চন্দ্র এবং সূর্য্য পর্ব্বে সংযোগ করিয়া পরম একাগ্রতা সহকারে জপ করিতে থাকিবে। তখন আর বাহ্যগ্রহণ দর্শন করিবে না। হে চঞ্চলাপাঙ্গি! হে দেবেশি! বাহ্যিক গ্রহণ পুনঃ পুনঃ দর্শন করিলে এই জপ সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হইয়া থাকে। ৯-১৪

সুষুম্না নদীরূপিণী এবং সাক্ষাদ্‌ব্রহ্ম-স্বরূপিণী। হে চার্ব্বঙ্গি! হে সুন্দরি! গঙ্গা, সিন্ধু, ভৈরব, শোণ, এবং ব্রহ্মপুত্র ও সরস্বতী প্রভৃতি পুণ্যতোয়া নদী এবং প্রয়াগ, বদরিকাশ্রম, হরিদ্বার, গয়া, কাশী, অযোধ্যা, মথুরা, কাঞ্চী, মায়া, অবন্তিকা, দ্বারাবতী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ তীর্থসমূহ সমস্তই প্রকৃতি মূর্ত্তিতে সুষুম্নামধ্যে সন্তত বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৫-১৮

হে চঞ্চলাপাঙ্গি! হে দেবি! হে শিবে! হে মহেশানি! চন্দ্র এবং সূর্য্য গ্রহণকালে যে বীর সাধক, দেহমধ্যে মন সংযোগ করিয়া সহস্রারে চন্দ্রকে দর্শন করে, বা মূলাধারে সূর্য্য-গ্রন্থিতে সূর্য্যকে অন্তরাত্মামধ্যে রাহুগ্রস্ত দর্শন

১। জপশ্চ। ২। শোণাদ্যা ৩। ভূত্বা। ৪। সর্ব্বতঃ। ৫। মনোদ্যন্তর্দধে।

দৃষ্ট্বা সূর্য্যমিদং[1] ভদ্রে স্থাপয়েদ্ হৃদয়ে প্রিয়ে।
যত্র নীত্বা মহামায়া[2] সুষুম্নাহৃদয়রূপিণী ॥ ২১
যস্যা[3] বামে ইড়া নাড়ী দক্ষিণে পিঙ্গলাপরা[4]।
হৃদি স্নাত্বা তত্র বীরঃ শিবশক্তিময়ো ভবেৎ ॥ ২২
শিবশক্তিময়ী সাক্ষাৎ সা সন্ধ্যা বরবর্ণিনি।
সন্ধ্যাস্নানময়ে[5] তত্ত্বে কথিতং যোগিদুর্লভম্ ॥ ২৩
সুষুম্নাবর্ত্মমধ্যস্থং যদ্দৃষ্টং বরবর্ণিনি।
দৃষ্ট্বা চন্দ্রগ্রহং ভদ্রে সূর্য্যং বা জপমাচরেৎ ॥ ২৪
তাবৎ কালং জপেন্মন্ত্রং যাবন্মোক্ষং বরাননে।
এতত্তত্ত্বং মহেশানি ব্রহ্মা জানাতি মাধবঃ[6] ॥ ২৫
ইন্দ্রাদ্যা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ বহুভাগ্যেন লভ্যতে (লভন্তে)।
জ্ঞাত্বা তত্ত্বমিদং দেবি দেবা নাগাদয়োঽপরে ॥ ২৬
প্রজপ্য চেষ্টবিদ্যাঞ্চ শীঘ্রং সিদ্ধিমুপালভেৎ।
পুষ্করাদিনিবাসাস্তু যে লোকাঃ সুরবন্দিতে ॥ ২৭

করে এবং তারপর ঐ রাহুগ্রস্ত সূর্য্যকে আনয়ন করিয়া স্বীয় হৃদয়ে স্থাপন করে অর্থাৎ মহামায়াকে হৃদয়-রূপিণী সুষুম্নামধ্যে আনয়ন করতঃ বামদিকস্থ ইড়া নাড়ী এবং দক্ষিণ দিকস্থ পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যবর্ত্তিনী হৃদয়রূপিণী সুষুম্নামধ্যে অবগাহন করে, সেই সাধক শিব ও শক্তিময় হইয়া থাকে। ১৯-২২

হে বরবর্ণিনি—যিনি শিবশক্তিময়ী তিনিই সাক্ষাৎ সন্ধ্যারূপিণী। শিব ও শক্তি-সঙ্গমে স্নানই যোগীজন-দুর্লভ সন্ধ্যা-স্নান। হে বরবর্ণিনি! সুষুম্নাবর্ত্ম-মধ্যে যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা তোমাকে বলিলাম। হে ভদ্রে! হে বরাননে! চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণ দর্শন করিয়া, গ্রহণ-মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত জপ করিতে থাকিবে। হে মহেশানি! কেবল মাত্র ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুই এই তত্ত্ব অবগত আছেন। ২৩-২৫

ইন্দ্রাদি দেবতাগণ বহু ভাগ্যবলে এই তত্ত্ব লাভ করিয়া থাকেন। হে দেবি! দেবতা বা নাগগণ বা অন্য যে কেহ এই জপতত্ত্ব অবগত হইয়া, অভীষ্ট মন্ত্র জপ করিলে শীঘ্রই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। হে সুরবন্দিতে! হে

১। দৃষ্ট্বাশ্চর্য্যমিদং। ২। মহামায়ে; যত্র নিত্যা মহামায়া সুষুম্না কুলরূপিণী।
৩। যস্য। ৪। পিঙ্গলা মতা।
৫। স্নানং মত্তৈ। ৬। মাধবং।

তে তে সর্ব্বে মহেশানি কিঞ্চিৎ ফলমবাপ্নুয়ুঃ।
ভারতে বহুকালেন সিদ্ধ্যতে নগনন্দিনি ॥ ২৮
নায়ং[১] দোষযুতঃ কালঃ কলিরেব তু[২] মূর্ত্তিমান্।
গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যস্য দেবা নাগাদয়োঽপরে ॥ ২৯
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ যে চান্যে সুরসত্তমাঃ।
চন্দ্রসূর্য্যপদং গত্বা প্রজপন্তীষ্টসিদ্ধয়ে ॥ ৩০
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে দেবি যত্তেজস্তূপজায়তে।
তৎ সর্ব্বং চঞ্চলাপাঙ্গি ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদিবৌকসঃ ॥ ৩১
হরন্তি চঞ্চলাপাঙ্গি মানুষাস্ত্বধমা কুতঃ[৩]।
কলিকালস্য লোকেষু ভারতে বরবর্ণিনি ॥ ৩২
নানা দোষাঃ প্রজায়ন্তে অতো নৈব চ সিদ্ধ্যতি।
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে দেবি লোকা ভারতবাসিনঃ ॥ ৩৩

মহেশানি! পুষ্করাদি লোকে যাহারা বাস করে তাহারাও [এই জপরহস্য জ্ঞাত না হইলে মন্ত্রজপের দ্বারা] সামান্য ফলই লাভ করিয়া থাকে। হে নগনন্দিনি! [এই জপরহস্য জ্ঞাত না হইলে] ভারতবর্ষেও বহুকালে মন্ত্র-সিদ্ধি লাভ হয়। ২৬-২৮

মূর্ত্তিমান কলি প্রকট হইলেও চন্দ্র এবং সূর্য্য-গ্রহণে জপের জন্য কোন কালই দোষযুক্ত গণ্য হয় না। চন্দ্র এবং সূর্য্যগ্রহণ-কালে দেবগণ, নাগগণ এবং অন্যান্য সকলে, এমনকি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র বা অন্যান্য শ্রেষ্ঠ দেবগণ সকলেই স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রস্থিতে গমন করিয়া জপ করিয়া থাকেন। ২৯-৩০

হে দেবি! হে চঞ্চলাপাঙ্গি! চন্দ্র এবং সূর্য্য-গ্রহণ কালে যে তেজ [শক্তি] উৎপন্ন হয়, ব্রহ্মাদি সুরলোকবাসিগণও সেই শক্তি বহন করেন অর্থাৎ গ্রহণ করিতে আগ্রহান্বিত। সুতরাং তদ্বিষয়ে অধম মানবগণের আর কথা কি? "হে বরবর্ণিনি! কলিযুগে ভারতবর্ষীয় লোকসমূহ নানা প্রকার দোষে কলুষিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের মন্ত্র সিদ্ধি হয় না। কিন্তু চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণকালে যদি ভারতবর্ষীয় জনগণ যথাবিহিত বিধানে ভক্তি-সহকারে মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। কদাপি

১। নানা। ২। কলিরেব তু। ৩। বহন্তি চঞ্চলাপাঙ্গি মানুষাস্ত্বধমাঃ কুতঃ।

তৎকালে প্রজপেদ্ ভক্ত্যা[১] নান্যথা চ কদাচন।
স্নানং দানং তথা শ্রাদ্ধমিন্দোঃ কোটিগুণং ভবেৎ ॥ ৩৫
সূর্য্যে দশগুণং দেবি নান্যথা মম[২] ভাষিতম্।
জপাত্তু হি[৩] ফলং বত্তু[৪] নান্যথা তদ্ভবেৎ ক্বচিৎ ॥ ৩৫
এতৎ তত্ত্বং হি কথিতং সুষুম্নামার্গসংস্থিতম্।
অতিগোপ্যং[৫] মহৎ পুণ্যং সারাৎ সারং পরাৎ পরম্।
ন কস্মৈচিৎ প্রবক্তব্যম্ যদি কল্যাণমিচ্ছসি ॥ ৩৬

ইতি মায়াতন্ত্রে ষষ্ঠঃ পটলঃ।

ইহার অন্যথা হয় না। চন্দ্রগ্রহণ কালে স্নান, দান বা শ্রাদ্ধ করিলে, তাহা কোটিগুণ ফল প্রদান করে। ৩১-৩৩

হে দেবি! সূর্যগ্রহণে স্নান, দান বা শ্রাদ্ধ করিলে তাহা দশ কোটি গুণ ফলদায়ক হইয়া থাকে। ইহা আমার বাক্য, কদাচ ইহা নিষ্ফল হয় না। ৩৪

জপের দ্বারা যে ফল লাভ করা যায়, অন্য কিছুতেই তদ্রূপ ফল লাভ হয় না। সুষুম্নাবর্ত্মমধ্যস্থিত, অতিশয় গোপনীয়, মহৎ পুণ্যদায়ক, সর্ব্ববস্তুর সার এবং শ্রেষ্ঠতর হইতেও শ্রেষ্ঠতম এই তত্ত্ব আমি তোমাকে প্রকাশ করিলাম। যদি স্বীয় কল্যাণ কামনা কর, তাহা হইলে এই তত্ত্ব কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। ৩৫-৩৬

মায়াতন্ত্রে ষষ্ঠ পটল সমাপ্ত।

১। তৎপূজয়েদেকভক্ত্যা। ২। মেব। ৩। জপেত্তু হি, জপেত্তহি।
৪। যত্তু, যদ্বৎ। ৫। অগোপ্যঞ্চ।

সপ্তমঃ পটলঃ

[সুষুম্নাবর্ত্মমধ্যস্থ-মন্ত্রঃ, গ্রহণকালে মোক্ষে চ জপমন্ত্রঃ, তদা জপফলঞ্চ ।]

শ্রীঈশ্বর উবাচ—

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি অতিগুহ্যং পরাৎ পরম্ ।
সুষুম্নাবর্ত্মমধ্যস্থং যন্মন্ত্রং তৎ শৃণু প্রিয়ে ॥ ১
এতন্মন্ত্রমবিজ্ঞায় যো জপেৎ সূর্য্যপর্ব্বণি ।
তস্য সর্ব্বার্থহানিঃ স্যাদন্তে নরকমাপ্নুয়াৎ ॥ ২
শৃণু মন্ত্রং বরারোহে প্রশস্তং পর্ব্বদর্শনে ।
মোক্ষকালে চ চার্ব্বঙ্গি প্রশস্তং যৎ শৃণুষ্ব তৎ[1] ॥ ৩
প্রণবত্রয়মুদ্ধৃত্য মায়াবীজং সমুদ্ধরেৎ ।
ততঃ প্রণবমুদ্ধৃত্য ত্রয়মেতৎ সুদুর্ল্লভম্ ॥ ৪
এতৎ সপ্তাক্ষরং মন্ত্রং প্রজপেদ্দশধা[2] প্রিয়ে ।
এতন্মন্ত্রং ন প্রজপ্য চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে তু ॥ ৫
যঃ পশ্যেদ্ গ্রহণং দেবি প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ।
মোক্ষকালে চ চার্ব্বঙ্গি দেবানামপি দুর্ল্লভম্ ॥ ৬
মায়াবীজত্রয়ং লিখ্য প্রণবং তদনন্তরম্ ।
পুনর্ম্মায়াত্রয়ং দেবি সর্ব্বত্রৈব প্রশস্যতে[3] ॥ ৭

[সুষুম্নামধ্যস্থ মন্ত্র—গ্রহণদর্শনকালে এবং গ্রহণ মোক্ষকালে জপমন্ত্র—গ্রহণকালে জপের ফল ।]

শঙ্কর কহিলেন—হে প্রিয়ে ! অনন্তর আমি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর সুষুম্নাবর্ত্ম-মধ্যে যে অতিশয় গোপনীয় মন্ত্র অবস্থিত তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর । ১

এই মন্ত্র না জানিয়া যে ব্যক্তি সূর্য্যপর্ব্বে মন্ত্র জপ করে, তাহার সর্ব্বার্থ নাশ হয় এবং মৃত্যুর পর সে ব্যক্তি নরকে গমন করে । ২

হে বরারোহে ! হে চার্ব্বঙ্গি ! সূর্য্য এবং চন্দ্রপর্ব্ব দর্শনে এবং গ্রহণ-মোক্ষকালে যে যে মন্ত্র প্রশস্ত, তাহা শ্রবণ কর । ৩

ওঁ ওঁ ওঁ হ্রীং ওঁ ওঁ ওঁ—এই সপ্তাক্ষর মন্ত্র দশবার জপ করিয়া গ্রহণ দর্শন

১। প্রশস্তং তৎ শৃণুষ্ব মে । ২। প্রজপ্য দশধা । ৩। দেবি মন্ত্রোদ্ধারমিদং শুভম্ ।

[১]বৈষ্ণবেষু চ সৌরেষু শাক্তে শৈবে বরাননে।
প্রশস্তং চঞ্চলাপাঙ্গি নান্যথা তু কদাচন ॥ ৮
এতন্মন্ত্রমবিজ্ঞায় যঃ পশ্যেদ্ গ্রহণং শুভে।
সর্ব্বং তস্য বৃথা দেবি চান্তে শূকরতাং ব্রজেৎ ॥ ৯
দর্শনে মোক্ষণে চৈব মন্ত্রদ্বয়মিতীরিতম্।
যন্নোক্তং সর্ব্বতন্ত্রেষু চেদানীং প্রকটীকৃতম্ ॥ ১০
ন তিথি র্ন ব্রতং হোমো গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
গ্রাসাদিমোক্ষপর্য্যন্তং জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ ॥ ১১
যথা বাহ্যে মহেশানি তথা চৈবান্তরাত্মনি।
উভয়োরেকতাং কৃত্বা প্রজপেন্মনসা শুচিঃ ॥ ১২

করিবে। চন্দ্র এবং সূর্য্য-গ্রহণ কালে এই মন্ত্র জপ না করিয়া যে ব্যক্তি গ্রহণ দর্শন করে, তাহার পাপের আর কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই। হ্রীং হ্রীং হ্রীং ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং—এই সপ্তাক্ষর দেবদুর্ল্লভ মন্ত্র মোক্ষকালে গ্রহণ দর্শনার্থ জপের নিমিত্ত সর্ব্বকালে প্রশস্ত। ৪-৭

হে বরাননে! হে চঞ্চলাপাঙ্গি! বৈষ্ণব, সৌর, শাক্ত এবং শৈব—সকলের পক্ষেই এই মন্ত্রদ্বয় প্রশস্ত। কখনও ইহার অন্যথা হয় না। যে ব্যক্তি এই মন্ত্র না জানিয়া গ্রহণ মোক্ষ দর্শন করে, তাহার সমস্ত জপই বৃথা হয় এবং সে ব্যক্তি মৃত্যুর পরে শূকর যোনিতে জন্ম-গ্রহণ করে। ৮-৯

গ্রহণ আরম্ভে এবং মোক্ষকালে দর্শন জন্য উক্ত মন্ত্রদ্বয় বিহিত হইয়াছে। কোন তন্ত্রেই এই বিধান প্রকাশ করা হয় নাই। কেবলমাত্র অধুনা ইহা প্রকাশ করা হইল। ১০

চন্দ্র ও সূর্য্য-গ্রহণে তিথি, ব্রত, হোম প্রভৃতি কিছুমাত্র বিচার না করিয়া গ্রাসের আরম্ভ হইতে মোক্ষকাল পর্য্যন্ত একাগ্রচিত্তে কেবলমাত্র মন্ত্রজপ করিতে থাকিবে। ১১

হে মহেশানি! এই বিধান বাহ্যিক আকাশস্থ গ্রহণ এবং সুষুম্নামধ্যস্থিত অন্তরাত্মার গ্রহণ—এই উভয়ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক এই উভয় গ্রহণের একত্ব বিধান করিয়া শুচি সাধক মানসিক জপে প্রবৃত্ত হইবে। ১২

অঙ্গবিহীন হইলেও রাহু যখন বৈরীভাব স্মরণ করিয়া চন্দ্র এবং সূর্য্যকে গ্রাস করিতে ধাবিত হয়, তখন সর্ব্বযোগময় গ্রহণ আরম্ভ হইয়াছে জানিবে।

১। 'এতন্মন্ত্রদ্বয়ং দেবি সর্ব্বত্রৈব প্রশস্যতে'—ইত্যধিকঃ পাঠঃ কচিৎ দৃশ্যতে।

রাহুর্যদা মহেশানি সূর্য্যং চন্দ্রঞ্চ ধাবতি।
বৈরিভাবমনুস্মৃত্য বিকলাঙ্গস্তু[১] পার্ব্বতি ॥ ১৩
তদোপরাগো ভবতি সর্ব্বং যোগময়ং বিদুঃ।
ব্রহ্মাদ্যা দেবতাঃ সর্ব্বে গঙ্গাদ্যাস্তীর্থকোটয়ঃ ॥ ১৪
সূর্য্যমণ্ডলমাসাদ্য প্রজপেদিষ্টমন্ত্রকম্।
তান্ দৃষ্ট্বা সহসা রাহুঃ পলায়তি মহাপদি ॥ ১৫
অন্যথা তৎক্ষণাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডং নাশমাপ্নুয়াৎ।
তৎক্ষণে সর্ব্বতীর্থানি সামান্যমুদকং প্রিয়ে ॥ ১৬
যান্তি স্বপদমুৎসৃজ্য সর্ব্বতীর্থোদকন্ততঃ।
সামান্যমুদকং যত্তু গঙ্গাতোয়সমং ভবেৎ ॥ ১৭
তৎক্ষণে চঞ্চলাপাঙ্গি তজ্জলে স্নানমাত্রতঃ।
চতুর্ভুজসমাঃ সর্ব্বে লোকাঃ ভারতবাসিনঃ ॥ ১৮
তৎক্ষণাদ্ গিরিজে সত্যং মোক্ষং ব্রহ্মপদং লভেৎ[২]।
ভারতে বিবিধা পূজা ভারতে বিবিধো জপঃ ॥ ১৯
তথাপি বহুকালেন সিদ্ধ্যতে সঙ্গদোষতঃ।
মান্ধাতাপ্রমুখাঃ সর্ব্বে রামো দাশরথিস্তথা ॥ ২০

তৎকালে ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতা এবং গঙ্গাদি কোটি কোটি তীর্থ সকলেই সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে থাকেন। তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া রাহু মহাবিপদ উপস্থিত মনে করিয়া পলায়ন করে। ১৩-১৫

তদন্যথায় রাহু তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মাণ্ড নাশ করিতে প্রবৃত্ত হইত। গ্রহণকালে সামান্য জলও স্বীয় স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বতীর্থোদকরূপে এবং প্রত্যেক তীর্থই সর্ব্বতীর্থরূপে পরিগণিত হয়। যে কোন স্থানে অবস্থিত সামান্য জলও তৎকালে গঙ্গাজল সমতুল্য হয়। ১৩-১৭

হে চঞ্চলাপাঙ্গি! গ্রহণকালে ঐ জলে স্নান করিলে স্নানমাত্রই ভারতবর্ষীয় জনগণ সকলেই চতুর্ভুজ সমতুল্য হইয়া থাকে। ১৮

এবং তৎক্ষণাৎ সেই স্নানকারী মোক্ষলাভ করে এবং ব্রহ্মপদ লাভ করে। ভারতবর্ষে বহুবিধ দেবদেবীর পূজা এবং তাহাদের বহুবিধ জপ প্রথা প্রচলিত আছে। ১৯

১। বিকলাঙ্গস্তু। ২। সদ্যঃ মোক্ষং ব্রহ্মপুরং ব্রজেৎ।

প্রজপ্য তারিণীং দুর্গামাশু সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ[১]।
অস্য[২] দ্বীপেষু বর্ষেষু নানাতীর্থানি সন্তি চ ॥ ২১
নানাভোগযুতা লোকাঃ দেববৎ সর্ব্বদা প্রিয়ে।
তে সর্ব্বে দেবতাপ্রায়া নানাভোগবিলাসিনঃ ॥ ২২
নানাসুখময়াঃ সর্ব্বে দিব্যস্ত্রীগণসেবিতাঃ।
তেষাং গেহে মহেশানি নানাতীর্থানি সন্তি বৈ ॥ ২৩
গ্রহণং চন্দ্রদেবস্য সূর্য্যদেবস্য সুন্দরি !
বহুভাগ্যেন চার্ব্বঙ্গি লোকা ভারতবাসিনঃ ॥ ২৪
প্রাপ্তিমাত্রেণ জপ্তব্যং তৎসর্ব্বমক্ষয়ং ভবেৎ।
চতুর্দ্দশী পৌর্ণমাসী সোমমঙ্গলসংযুতা।
যদা ভবতি লোকেঽস্মিন্ তদা সূর্য্যগ্রহেণ কিম্।
এষা তু চঞ্চলাপাঙ্গি কোটিসূর্য্যগ্রহৈঃ সমা ॥ ২৬

কিন্তু সঙ্গদোষের ফলে ঐ সকল পূজা ও জপ বহুকালে সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু মান্ধাতা প্রভৃতি প্রাচীন রাজাগণ সকলেই, এমন কি দশরথতনয় রামচন্দ্রও তারিণী দুর্গামন্ত্র জপ করিয়া অতিশীঘ্র সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই জম্বু-দ্বীপবর্ষে (পাঠান্তর মতে জম্বুদ্বীপ ভিন্ন অন্যান্য দ্বীপবর্ষে) বহুবিধ তীর্থসমূহ বিদ্যমান। ২০-২১

হে প্রিয়ে ! ঐসকল স্থানে লোকসকল সর্ব্বদা দেবতুল্য নানা ভোগবিলাস-যুক্ত। ঐ সকল মানবগণও দেবতাগণ-সমতুল্য নানা প্রকার ভোগবিলাসাসক্ত। তাহারা সকলেই নানা সুখের অধীশ্বর এবং দিব্য স্ত্রীগণদ্বারা সেবিত হইয়া থাকে। হে মহেশানি ! তাহাদের প্রত্যেকের গৃহেই নানাবিধ তীর্থ বিদ্যমান। ২২-২৩

হে সুন্দরি ! হে চার্ব্বঙ্গি ! ভারতবর্ষীয় জনগণ বহুভাগ্যে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ দর্শন করিতে পায়। সুতরাং গ্রহণ আরম্ভ হওয়ামাত্রই জপ আরম্ভ করিবে। তাহা হইলে ঐ জপের দ্বারা অক্ষয় ফল লাভ হইয়া থাকে। চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা তিথি যদি সোম ও মঙ্গলবার যুক্ত হয় তাহা হইলে সূর্য্য-গ্রহণেরই বা প্রয়োজন কি ? সোম ও মঙ্গলবার যুক্ত চতুর্দ্দশী এবং পূর্ণিমা-তিথি কোটি সূর্য্যগ্রহণ-তুল্য। ২৪-২৬

১। দুর্গামাজ্ঞাসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ; দুর্গামন্ত্রসিদ্ধিমবাপ্নুয়ুঃ   ২। অন্য।

শুক্লাষ্টম্যাং নবম্যাং বা চতুর্দ্দশ্যাং তথৈব চ।
সংক্রান্ত্যাং পর্ব্বদিবসে পূজালোপং ন কারয়েৎ ॥ ২৭
নাবশ্যং পুজয়েদ্ যস্তু তত্ত্বহীনো[১] ভবেৎ প্রিয়ে।
এবং তিথৌ মহাদেবীং[২] বিষ্ণুম্বা শিবমেব বা ॥ ২৮
যদি নো পুজয়েদ্দেবি তত্ত্বহীনো ভবেৎ প্রিয়ে।
তত্ত্বহীনস্য দেবেশি জপযজ্ঞাদি-নিষ্ফলম্ ॥ ২৯
শাম্ভবী কুপ্যতে তেভ্যো ব্রহ্মহত্যা পদে পদে।
যদ্‌যৎ পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম জপহোমাদিকঞ্চ যৎ[৩] ॥ ৩০
তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি মম তুল্যো ভবেদ্ যদি।
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে দেবি ন চন্দ্রং গণয়েৎ প্রিয়ে ॥ ৩১
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াঃ বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাশ্চ পার্ব্বতি[৪]।
সূর্য্যগ্রহণকালাদ্ধি নান্যঃ কালঃ প্রশস্যতে ॥ ৩২
স কালঃ পরমেশানি পরং ব্রহ্মস্বরূপবান্।
গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যস্য ন জপেদ্ যদি দীক্ষিতঃ ॥ ৩৩

শুক্লাষ্টমী, নবমী, চতুর্দ্দশী, সংক্রান্তি এবং পর্ব্বদিবসে অবশ্যই মহামায়ার পূজা করিবে। এই সকল দিবসে কখনও পূজা করিতে বিরত হইবে না। হে প্রিয়ে! যদি এই সকল দিবসে মহামায়ার পূজা না করে, তাহা হইলে সাধক তত্ত্বহীন (অর্থাৎ মন্ত্রশক্তিহীন) হইয়া থাকে। হে মহাদেবি! এই সকল তিথিতে মহামায়ার পূজা না করিলে বিষ্ণু বা শিবও তত্ত্বহীন হইয়া থাকেন। তত্ত্বহীন ব্যক্তির জপ বা হোমাদি সমস্তই নিষ্ফল। ২৭-২৯

তাহার প্রতি মহামায়া ক্রুদ্ধ হন এবং সে ব্যক্তি পদে পদে ব্রহ্মহত্যা পাপ-ভাগী হয়। উক্ত দিবসসমূহে পূজা লোপকারী সাধক আমার ন্যায় হইলেও (অর্থৎ শিবতুল্য হইলেও) তাহার পূর্ব্বকৃত জপ ও হোমাদির যাহাকিছু ফল হইয়াছে, তৎসমুদয়ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। হে প্রিয়ে! চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণকালে কখনও তিথি-বিচার করিবে না। ৩০-৩১

হে পার্ব্বতি! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই জাতির পক্ষেই সূর্য্য-গ্রহণকাল অপেক্ষা প্রশস্ততর কাল আর নাই। ৩২

১। তত্ত্বিহীনো। ২। মহাদেবি। ৩। হোমাদিকঞ্চরেৎ।
৪। ব্রাহ্মণো ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্তথা শূদ্রস্য পার্ব্বতি।

পূর্ব্বপুণ্যং পরিত্যজ্য বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ।
তস্মাদ্ যত্নেন কর্ত্তব্যং গ্রহণে জপপূজনম্ ॥ ৩৪
ন তিথি র্নাম গোত্রং বা ন চ সঙ্কল্পমাচরেৎ।
কলিকালে তু দেবেশি যবনা বলবত্তরাঃ[১] ॥ ৩৫
মৎস্যমাংসরতাঃ সর্ব্বে সর্ব্বদা মদ্যসেবিনঃ।
অনাচাররতাস্তে ন সিদ্ধন্তি যবনাঃ কলৌ[২] ॥ ৩৬
যবনানাং মহেশানি ত্র্যক্ষরীং ব্রহ্মরূপিণীম্।
নিগদামি বরারোহে সাবধানাবধারয় ॥ ৩৭
কলাবতীং সমুদ্ধৃত্য রঙ্গিণীং[৩] তদনন্তরম্।
রতিবীজং ততো দেবি ততস্তু রুদ্রযোগিনীম্ ॥ ৩৮
এষা তু ত্র্যক্ষরী বিদ্যা যবনেষু প্রতিষ্ঠিতা।
সংযুক্তৈষা যদা বিদ্যা তদৈবৈ[৪]-কাক্ষরী ভবেৎ ॥ ৩৯

ঐ গ্রহণকালই স্বয়ং পরম ব্রহ্মস্বরূপ। মন্ত্রদীক্ষিত ব্যক্তি যদি চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণকালে জপ না করে তাহা হইলে কেবল যে তাহার পূর্ব্ব পুণ্য বিনষ্ট হয়, এমন নহে, পরন্তু সে ব্যক্তি পরজন্মে বিষ্ঠার কৃমিরূপে জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে গ্রহণকালে জপ ও পূজা করিবে। গ্রহণকালে জপ বা পূজায় তিথি, নাম, গোত্র প্রভৃতির উল্লেখ বা কোন সঙ্কল্প বাক্য উচ্চারণ করিবে না। হে দেবেশি! কলিকালে যবনগণই অধিকতর বলবান। ৩৩-৩৫

তাহারা মৎস্য ও মাংস ভোজনে রত এবং সর্ব্বদা মদ্যপানে আসক্ত। তাহারা অনাচারে রত। তজ্জন্য কলিযুগে যবনগণ সিদ্ধিলাভ করে না। ৩৬

হে মহেশানি! হে বরারোহে! যবনদিগের ত্র্যক্ষরী ব্রহ্মরূপিণী মন্ত্র বলিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। ৩৭

কলাবতী (ক), রঙ্গিণী (র), রতি (ঈ) এবং রুদ্রযোগিনী (ং) যোগে এই ত্র্যক্ষরী মন্ত্র যবনগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই তিন অক্ষর একত্র সংযোগে "ক্রীং" এই মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে। ৩৮-৩৯

১। বলবত্তমাঃ। ২। কালৌ।

৩। রঙ্গিনীং (?)। রঙ্কিনীং; রক্ষণীং।

৪। তথৈবৈ; কদেবে।

সাচারা ব্রাহ্মণাদ্যাস্তু সিদ্ধ্যন্তি বহুকালতঃ।
অনাচারাঃ প্রণশ্যন্তি সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ।
উপায়া ব্রাহ্মণাদীনাং তেনোক্তাঃ শতশো ময়া ॥ 8০
সিদ্ধ্যন্তি তে যথোক্তেন নিয়মৈশ্চ যথাবিধি।
ইতি তে কথিতং দেবি রহস্যং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৩১
ন কস্মৈচিৎ প্রবক্তব্যং যদি তেঽস্তি দয়া ময়ি ॥ 8২

ইতি মায়াতন্ত্রে সপ্তমঃ পটলঃ ॥

প্রকৃত আচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শ্রেণীর লোকও বহুকালে সিদ্ধিলাভ করে। অনাচার (অর্থাৎ বিরুদ্ধাচার) সম্পন্ন সাধক বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তজ্জন্য ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শ্রেণীর নিমিত্ত প্রকৃত বিধি (পদ্ধতি) বহুশতবার বলিয়াছি। 8০

যথোক্ত নিয়মে যথাবিধি আচার অবলম্বনে কার্য্য করিলে মন্ত্রসিদ্ধি লাভ হয়। হে দেবি! এই পরমাশ্চর্য্য রহস্য তোমাকে কহিলাম। যদি আমার প্রতি তোমার কিছুমাত্র দয়া থাকে, তাহা হইলে এই সমস্ত বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। 8১-8২

মায়াতন্ত্রে সপ্তম পটল সমাপ্ত।

অষ্টমঃ পটলঃ

[কাম্যবিষয়ে মন্ত্রপ্রয়োগঃ]

শ্রীদেব্যুবাচ—

কথিতঃ পরমেশান[১] যন্ত্র-মন্ত্রস্ত্বনেকধা।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি সাধনং পরমেশ্বর ॥ ১
পুরশ্চর্য্যাবিধিং* দেব কথয় স্বানুকম্পয়া ॥ ২

শ্রীমহাদেব উবাচ—

গোপিতং সর্ব্বতন্ত্রেষু বিশ্বসারে প্রকাশিতম্।
তত্রৈব গুহ্যং যদ্ যত্তে কথয়ামি শৃণুষ্ব তৎ ॥ ৩
পৃথ্বীমৃতুমতীং বীক্ষ্য সহস্রং যদি নিত্যশঃ।
জপেদেকাগ্রমনসা কুলপূজারতঃ সুধীঃ।
আষোড়শদিনং যাবৎ বাকপতির্ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ৪
মধুপান[২]-রতো রাত্রৌ চন্দ্রবিম্বং প্রচুম্ব্য চ।
পুনঃ পুনঃ সাধকাগ্রো ভবেৎ কবিবরঃ ক্ষণাৎ ॥ ৫

[কাম্যবিষয়ে মন্ত্রপ্রয়োগ]

দেবী কহিলেন—হে পরমেশান! আপনি অনেক যন্ত্র এবং অনেক মন্ত্র কহিয়াছেন। হে দেব! হে পরমেশ্বর! অধুনা আমি মন্ত্রের সাধন এবং পুরশ্চর্য্যা-বিধি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি দয়া করিয়া তৎসমুদয় আমাকে বিবৃত করুন। ১-২

শঙ্কর কহিলেন—ইহা সমস্ত তন্ত্রেই গোপন করা হইয়াছে। কেবলমাত্র বিশ্বসার তন্ত্রে ইহা প্রকাশ করা হইয়াছে। ঐ সকল বিষয়ে যাহা কিছু গোপনীয় তৎসমুদয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩

কুলপূজারত সাধক পৃথিবীকে ঋতুমতী দর্শন করিয়া [অর্থাৎ অম্বুবাচী প্রবৃত্তি হইতে] যদি একাগ্রচিত্তে ষোড়শদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ সহস্র সংখ্যক মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে সাধক নিশ্চয়ই বৃহস্পতিতুল্য হইয়া থাকে। ৪

১। পরমো নাথ।

* চতুর্থ এবং একাদশ পটলে পুরশ্চরণ দ্রষ্টব্য। এই অধ্যায়ে পুরশ্চরণ সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে কিছুই উল্লেখ করা হয় নাই। পরবর্ত্তী একাদশ পটলে পুরশ্চরণ-বিধান বর্ণিত হইয়াছে।

২। এস্থলে মধুপান শব্দের অর্থ মদ্যপান বা কুলযুবতীর সহিত মৈথুন।

মর্দ্দয়ন্ গিরিযুগং দেবি তদালিঙ্গ্য প্রযত্নতঃ।
এবমষ্টোত্তরশতং কৃত্বা ধনপতি র্ভবেৎ ॥ ৬
কুণ্ডগোলোদ্ভবং পুষ্পং সমাদায় প্রযত্নতঃ ॥ ৭
নিবেদয়েন্মহাদেব্যৈ প্রসাদং তিলকঞ্চরেৎ[১]।
শতাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা মোহয়ে[২]দখিলং জগৎ ॥ ৮
ক্রোধে কালসমো নিত্যং দানে বাসববৎ প্রিয়ে।
বৃহস্পতিসমো বক্তা কামবৎ কামিনীষু চ ॥ ৯
কিমন্যৈর্ব্বহুধালাপৈঃ স শিবো নাত্র সংশয়ঃ।
কুলপূজাবিধিযুতো ধ্যাত্বা চ পরমেশ্বরীম্ ॥ ১০
অযুতং তদা[৩] জপেদেবং কুমারীং ভোজয়েত্ততঃ।
গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা ভবেৎ সর্ব্বজনপ্রিয়ঃ ॥ ১১

কুলপূজারত সাধক অনুরূপভাবে ঐ সময়ে রাত্রিকালে প্রত্যহ মধুপান করিয়া পুনঃ পুনঃ কুলযুবতীর মুখচুম্বন করতঃ ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যহ সহস্রসংখ্যক মন্ত্র জপ করিলে সাধক তৎক্ষণাৎ শ্রেষ্ঠ কবিত্বশক্তি লাভ করে।

কুলপূজারত সাধক পৃথ্বীকে ঋতুমতী দর্শন করিয়া কুলযুবতীকে সযত্নে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাহার কুচদ্বয় মর্দ্দন করতঃ যদি ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যহ অষ্টোত্তর শত সংখ্যক জপ করে তাহা হইলে সাধক ধনপতি হইয়া থাকে। ৫-৬

কুলপূজারত সাধক পৃথ্বীকে ঋতুমতী দর্শন করিয়া সযত্নে ঋতুশোণিত গ্রহণ করিয়া তাহা আদ্যাশক্তি মহামায়াকে নিবেদন করিবে। তদন্তে ঐ কুণ্ড-গোলোদ্ভব পুষ্প মহামায়ার প্রসাদ হিসাবে গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা ললাটে তিলক অঙ্কন করিবে। তিলক দিবার পূর্ব্বে ঐ কুণ্ডগোলোদ্ভব পুষ্পকে অষ্টোত্তর শতবার আদ্যাশক্তির মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত (সংস্কৃত) করিবে। ইহা দ্বারা অখিল জগৎ মোহিত হয়। ৭-৮

সে সাধক ক্রোধে মহাকালসম, দানে বাসবতুল্য, বক্তৃতায় বৃহস্পতিতুল্য এবং কামিনীদিগের নিকট কন্দর্পবৎ প্রতীয়মান হয়। ৯

এ সম্বন্ধে বহু বাক্যব্যয়ে লাভ কি? সে সাধক স্বয়ং শিবতুল্য, এ বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ নাই। কুলপূজা-বিধি অনুসারে যদি মহামায়াকে ধ্যান

১। প্রসাদেতিকমাচরেৎ। ২। হোময়েদ্। ৩। যদি।

প্রতিপদ্দিনমারভ্য জপেৎ প্রতিপদন্তরম্ ।
সহস্রং প্রত্যহং হুত্বা জপ্ত্বা চ পরমং মনুম্ ।
শক্ত্যানুজ্ঞাং গৃহীত্বা[১] চ রিপূন্ হন্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ১২
প্রাতঃ প্রাতঃ পিবেত্তোয়-মষ্টোত্তরশতং জপন্[২] ॥ ১৩
অনেন মূকো দুষ্টাত্মা জড়পাষাণবত্তদা ।
অনেন জলপানেন সাক্ষাৎ বাক্পতিসন্নিভঃ ॥ ১৪
জায়তে নাত্র সন্দেহঃ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ।
লক্ষং জপ্ত্বা ততো ধ্যাত্বা ত্রৈলোক্যবশকারিণীম্ ॥ ১৫
শত্রুতো ন ভয়ং তস্য রাজতো দস্যুতোঽপি বা ।
ন তস্য বিদ্যতে ভীতিঃ কদাচিদপি সুব্রতে ॥ ১৬
বশ্যা ভবন্তি সর্ব্বেঽপি দেবতাপি চ শঙ্করি ।
ধ্যাত্বা হৃৎপদ্মমধ্যে তু দুর্গাং ত্রৈলোক্যমোহিনীম্ ॥ ১৭

করিয়া দশসহস্র মন্ত্র জপান্তে কুমারীভোজন করায় এবং গুরুকে দক্ষিণা দান করে, তাহা হইলে সে সাধক সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া থাকে। ১০-১১

শুক্ল বা কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া তৎপরবর্ত্তী শুক্ল বা কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ পর্য্যন্ত প্রত্যহ মহামন্ত্র জপ এবং প্রত্যহ সহস্রসংখ্যক হোম করিলে, সাধক শক্তির আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া শত্রুহনন করিয়া থাকে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ১২

প্রত্যহ প্রাতঃকালে অষ্টোত্তর শতবার মন্ত্র জপ করিয়া, ঐ মন্ত্রপুত জল পান করিলে মূক, পাষাণবৎ জড় এবং দুষ্টাত্মা ব্যক্তিও সাক্ষাৎ বৃহস্পতিতুল্য হইয়া থাকে। ১৩-১৪

ইহা নিঃসংশয়ে সত্য। ইহা অতিমাত্রায় সত্য, এতদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এক লক্ষ জপ করিয়া দেবীর ধ্যান করিলে ত্রৈলোক্য বশীভূত হয়। ১৫

হে সুব্রতে! শত্রু, রাজা বা দস্যু হইতে তাহার কখনও কোন ভীতির কারণ থাকে না।

হে শঙ্করি! সকলেই, এমনকি দেবতাও, তাহার বশীভূত হয়। ত্রৈলোক্য-মোহিনী দুর্গাকে হৃৎকমল-মধ্যে ধ্যান করিয়া অষ্টোত্তর শতবার মন্ত্র জপ করিলে, নিশ্চয়ই বৃষ্টি হইয়া থাকে, এতদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মালতী,

---

১। গ্রহীত্বা। ২। জপেৎ।

জপেদষ্টসহস্রস্তু[১] বৃষ্টিমাপ্নোত্যসংশয়ঃ।
মালতী-মল্লিকা-জাতী-কুসুমৈর্মধুমিশ্রিতৈঃ ॥ ১৮
ঘৃতপূর্ণৈ হুর্নেদ্দেবি[২] বাগীশত্বং প্রজায়তে।
মূকস্যাপি হি মূঢ়স্য শীলারূপস্য নান্যথা ॥ ১৯
জবাপুষ্পৈ রাজ্যযুক্তৈঃ করবীরৈস্তথাবিধৈঃ[৩]।
হবনান্মোহয়েন্মন্ত্রী লোকত্রয়-নিবাসিনঃ ॥ ২০
কর্পূরং কুঙ্কুমং দেবি মিশ্রং মৃগমদেন হি।
হবনান্ মদনো[৪] দেবি মন্ত্রিণা বিজিতো ভবেৎ ॥ ২১
সৌভাগ্যেন বিলাসেন সামর্থ্যেনাপি সুব্রতে।
চম্পকৈঃ পাটলৈ[৫] হুর্ত্বা শ্রিয়ং প্রোল্লসিতাম্বরাম্[৬] ॥ ২২
প্রাপ্নোতি মন্ত্রী মহতীং স্তম্ভয়েজ্জগতীমিমাম্ ॥
শ্রীখণ্ডং গুগ্‌গুলুং চন্দ্রমগুরুং হোময়েত্ততঃ ॥ ২৩
নাগেন্দ্রাসুরদেবানাং পুরস্ত্রীবর্গমানয়েৎ[৭]।
সর্ব্বলোকবশাস্তস্য ভবন্ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৪

মল্লিকা, জাতী প্রভৃতি পুষ্প দ্বারা ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া হোম করিলে সাধক বৃহস্পতিতুল্য হইয়া থাকে। মূক এবং মূঢ় ব্যক্তিও বাক্‌পতিতুল্য গুণ ও শীল লাভ করে। কদাপিও ইহার অন্যথা হয় না। ১৬-১৯

জবাপুষ্প দ্বারা হোম করিলে রাজ্যলাভ হয়। রক্তকরবী পুষ্প দ্বারা হোম করিলে ত্রিলোকনিবাসী সকলেই মোহিত হয়। ২০

কর্পূর, কুঙ্কুম এবং কস্তুরী মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা হোম করিলে সৌভাগ্য, বিলাস এবং সামর্থ্যে কামদেবও মন্ত্রসাধকের নিকট পরাজিত হয়। ২১

পাটলবর্ণ চম্পক পুষ্প দ্বারা হোম করিলে সাধক মহতী লক্ষ্মী এবং উল্লসিত শ্রী লাভ করে এবং সমস্ত জগৎ স্তম্ভিত হয়। ২২

রক্তচন্দন, গুগ্‌গুল্, কর্পূর এবং অগুরু দ্বারা হোম করিলে নাগেন্দ্র, অসুর এবং দেবতাগণের পুরস্ত্রীবর্গও আকৃষ্ট হইয়া সাধকসমীপে আগমন করে। এবং স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল তাহার বশীভূত হয়। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ২৩-২৪

১। জপেদযুতসাহস্রং।
২। ঘৃতৈস্তু হবনাদ্দেবি।
৩। বিধি।
৪। হবনান্ মোদনো।
৫। পাটল—ফিকা লাল, গোলাপী রং। ["শ্বেতরক্তস্তু পাটল"—ইত্যমরঃ।]
৬। প্রোর্ণামিতাম্বরাম্।
৭। পুরস্ত্রীর্বশমানয়েৎ।

লক্ষহোমাল্লভেৎ রাজ্যং দারিদ্র্যভয়পীড়িতঃ।
দুর্গোপশমনং দেবি পলত্রিমধুহোমতঃ॥ ২৫
রুধিরাক্তেন ছাগস্য মাংসেন নিশি হোমতঃ।
মধুত্রয়সংযুক্তেন গুরুণোক্ত-বিধানতঃ॥ ২৬
পররাষ্ট্রং মহাদুর্গং সমস্তং স্ববশং নয়েৎ।
গোক্ষীরং মধু-দধ্যাজ্যং পৃথক্ হুত্বা বরাননে॥ ২৭
আয়ুর্বল[১]মথারোগ্যং সমৃদ্ধির্জায়তে নৃণাম্।
ক্রমেণ লাজ[২]-ক্ষীর-মধুভ্যাং মৃত্যুনাশনম্॥ ২৮
দধিমাক্ষিকহোমেন সৌভাগ্য-ধনমাপ্নুয়াৎ।
সিতয়া[৩] কেবলং হোমো বৈরি-স্তম্ভনকারকঃ॥ ২৯

দারিদ্র্য এবং ভয়ার্ত্ত ব্যক্তিও লক্ষ হোমের দ্বারা রাজ্য প্রাপ্ত হয়। ঘৃত মধু এবং চিনি—ইহাদের প্রত্যেকটি দ্রব্যের একপল [৮ তোলা পরিমাণ] দ্রব্য দ্বারা হোম করিলে দুর্গতি নিবৃত্ত ও নিবারিত হয়। ২৫

রাত্রিকালে ঘৃত মধু এবং চিনি মিশ্রিত রুধিরাক্ত ছাগমাংস দ্বারা গুরু-কথিত বিধানে হোম করিলে পররাষ্ট্র এবং মহাদুর্গ সমস্তই সাধকের অধীনস্থ হয়। হে বরাননে! গোদুগ্ধ, মধু, দধি এবং ঘৃত দ্বারা পৃথক পৃথকভাবে হোম করিলে মানবগণ যথাক্রমে আয়ু, বল [পাঠান্তরানুযায়ী—ধন], আরোগ্য এবং সমৃদ্ধি লাভ করে। খই, দধি এবং মধু দ্বারা (পাঠান্তরানুসারে—ক্রমে পদ্ম, গোদুগ্ধ ও মধুর দ্বারা) পৃথকভাবে হোম করিলে, মৃত্যুকেও জয় করা যায়। ২৬–২৮

দধি এবং মধু দ্বারা হোম করিলে ধন ও সৌভাগ্য লাভ হয়। কেবলমাত্র সিতা দ্বারা হোম করিলে শত্রু স্তম্ভিত হয়। ২৯

১। আয়ুর্ধনং মহারোগ্যং।

২। শৈলজে; ক্রমেণাজেন গোক্ষীর-মধুভ্যাং মূলনাশনম্।

৩। সিতা—১। শর্করা। ২। বচ। ৩। সোমরাজী। ৪। সিংহলী। ৫। আমলকী। ৬। গোরোচনা। ৭। শ্বেত তেউড়ি। ৮। ত্রিসন্ধিপুষ্প বৃক্ষ। ৯। শ্বেত পুনর্নবা। ১০। আস্ফাতক, (চলিত) হাপরমালী। ১১। গিরিজাপরাজিতা। ১২। মল্লিকাপুষ্পবৃক্ষ। ১৩। শ্বেত পাটলিকা, শ্বেতপারুল। ১৪। শ্বেতকণ্টিকারী। ১৫। বিদারী, ভুঁইকুমড়া। ১৬। শ্বেতদূর্ব্বা। ১৭। শ্বেতশিম্বী। ১৮। বাকুচী, (চলিত) হাকুচ।

হোমদধিমধুক্ষীরলাজৈশ্চ বীরবন্দিতে।
রোগহন্তা কালহন্তা মৃত্যুহন্তা ন সংশয়ঃ ॥ ৩০
কমলৈররুণৈঃ[১] হোমৈঃ সম্যক্ সম্পত্তিকারকঃ।
রক্তোৎপলৈর্জগদ্বশ্যং রাজানঃ স্ববশাঃ[২] ক্ষণাৎ ॥ ৩১
নীলোৎপলৈর্মহাদুষ্টা বশমায়ান্তি নান্যথা।
শ্বেতোৎপলৈঃ শ্রিয়ং[৩] রাজ্যং লভতে হবনাৎ প্রিয়ে ॥ ৩২
অক্ষমালাং প্রপূজ্যাথ চন্দনেন প্রপূজিতাম্।
সমাশ্রিত্য জপেদ্বিদ্যাং লক্ষমাত্রং সদা শুচিঃ ॥ ৩৩
যোষিতো মানয়ন্ত্যেব[৪] মনস্তস্য সুনিশ্চিতম্[৫]।
তদা দ্বিতীয়ে[৬] লক্ষন্তু জপেৎ সাধকসত্তমঃ ॥ ৩৪
পাতালতল-নাগেন্দ্র-কন্যকাঃ ক্ষোভয়ন্তি তম্।
তাসাং কটাক্ষজালৈস্তু সম্মোহয়ন্তি সাধকম্ ॥ ৩৫

হে বীরবন্দিতে! দধি, মধু, দুগ্ধ এবং খই দ্বারা হোম করিলে রোগ, অকাল মৃত্যু এবং মৃত্যু নাশ হয়। ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই। ৩০

রক্তবর্ণ পদ্ম দ্বারা হোম করিলে বিপুল সম্পত্তি লাভ হয়। রক্তপদ্ম দ্বারা হোম করিলে সমস্ত জগৎ, এমন কি রাজাও তৎক্ষণাৎ তাহার বশীভূত হয়। ৩১

নীলপদ্ম দ্বারা হোম করিলে মহাদুষ্টও বশীভূত হয়। কদাচ ইহার অন্যথা হয় না। শ্বেতপদ্ম দ্বারা হোম করিলে শ্রী [পাঠান্তরানুসারে স্ত্রী] এবং রাজ্য লাভ হয়। ৩২

পদ্মবীজ বা রুদ্রাক্ষ বীজের মালাকে চন্দন দ্বারা পূজা করিয়া তৎপর শুচিভাবে ঐ মালায় লক্ষ সংখ্যক জপ করিবে। ৩৩

লক্ষ-সংখ্যক জপের দ্বারা যুবতীগণ সাধক সমীপে আকৃষ্ট হয় এবং সাধকের চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। তখন সাধক দৃঢ়চিত্তে পুনরায় লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। তাহার ফলে, পাতাল-তলস্থ নাগেন্দ্র-কন্যাগণও ক্ষোভিত হয়। তাহাদের কটাক্ষজালে তৎকালে সাধক মোহিত হয়। ৩৪-৩৫

১। কমলৈর্বক্রৈর্হোমঃ। ২। রাজানশ্চ বশাঃ।
৩। স্ত্রিয়ং। ৪। ভ্রাময়ন্ত্যেব, ত্রাণয়ন্ত্যেব।
৫। সুনিশ্চলং। ৬। দ্বিতীয়লক্ষন্তু।

তদা লক্ষত্রয়ং জপেৎ সাধকঃ স্থিরমানসঃ।
তৃতীয়লক্ষে সংজপ্তে ভ্রাময়ন্তি সুরাঙ্গনাঃ ॥ ৩৬
অভিমানেন সৌন্দর্য্য-সৌভাগ্যমদকারিণীঃ[১]।
সাধকং ভ্রাময়ন্ত্যেব তত্রাসৌ স্থিরমানসঃ ॥ ৩৭
তদা লক্ষত্রয়ং সাধু সর্ব্বপাপনিকৃন্তনম্।
এবং লক্ষত্রয়ং জপ্তে সাধকঃ স্থিরমানসঃ ॥ ৩৮
সম্মোহয়তি স্বর্লোক-ভূর্লোক-তলবাসিনঃ।
পুরুষা যোষিতো বশ্যাশ্চরাচর-জনাঃ প্রিয়ে ॥ ৩৯
গোরোচনাদিভির্দ্রব্যৈশ্চক্ররাজং সমালিখেৎ।
মন্দিরং[২] সুন্দরং রম্যং তন্মধ্যে প্রতিমাং বরাম্ ॥ ৪০
জ্বলন্তীং নামসহিতাং মহাবীজ-বিদর্ভিতাম্।
চিন্তয়েত্তু ততো দেবীং যোজনানাং সহস্রশঃ[৩] ॥ ৪১
অদৃষ্টপূর্ব্বা দেবেশি শ্রুতমাত্রাপি দুর্লভা[৪]।
রাজ্ঞঃ কন্যাথবা ভার্য্যা ভয়লজ্জাবিবর্জ্জিতা ॥ ৪২
আয়াতি সাধকং সম্যক্ মন্ত্রমূঢ়া সতী প্রিয়ে।
চক্রমধ্যগতা[৫] ভূয়ঃ সাধকশ্চিন্তয়েৎ সদা ॥ ৪৩

তখন দৃঢ়সংকল্প সাধক পুনরায় একলক্ষ জপ করিবে। তৃতীয় লক্ষ জপ সমাপ্ত হইলে সৌভাগ্যমদগর্ব্বিতা, সৌন্দর্য্যাভিমানিনী সুরাঙ্গনাগণ আকৃষ্ট হইয়া সাধকসমীপে আগমন করে। তাহারা সাধকের চিত্তচাঞ্চল্য উৎপন্ন করিলেও সাধক স্বীয় স্থিরসঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইবে না। ৩৬-৩৭

স্থির-সঙ্কল্প সাধক এইরূপে তিন লক্ষ জপ সমাপ্ত করিলে, তাহার সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। তখন স্বর্গলোক, ভূলোক এবং পাতালতলবাসী স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতি সমস্ত চরাচর তাহার বশীভূত হয়। ৩৮-৩৯

গোরোচনাদি দ্রব্য দ্বারা মহামায়ার যন্ত্র অঙ্কিত করিবে। তৎপর তন্মধ্যে সুন্দর মন্দির অঙ্কিত করিয়া মন্ত্রসুন্দর প্রতিমা অঙ্কন করিবে। ৪০

তৎপর মহামায়ার বীজ পুটিত করিয়া সাধ্য নারীর নাম লিখিবে। ঐ

১। ......সৌভাগ্যমদকারিণা। সাধকো ভ্রাময়ত্যেব......।
২। বন্নীব; বন্দ্যাং বসুন্ধরাং রম্যাং। ৩। সহস্রতঃ।
৪। শ্রুতমাত্রা সুদুর্লভা, যে দৃষ্টপূর্ব্বা দেবেশি ক্রমশোহত্র সুদুর্লভাঃ। ৫। গতো।

উদ্যৎসূর্য্যসহস্রাভ-মাত্মানমরুণন্তথা।
সাধ্য[১]-মপ্যরুণীভূতং চিন্তয়েৎ পরমেশ্বরি ॥ ৪৪
অনেন ক্রমযোগেন স্বয়ং কন্দর্পরূপভাক্।
সর্ব্বসৌভাগ্যসংযুক্তঃ[২] সর্ব্বলোকবশঙ্করঃ ॥ ৪৫
সর্ব্বরক্তোপচারৈশ্চ[৩] মুদ্রাসহিতবিগ্রহঃ।
চক্রং সংপূজয়েৎ যো হি যস্য নাম বিদর্ভিতম্ ॥ ৪৬
স ভবেদ্বাসবো দেবি ধনাঢ্যো বাপি ভূপতিঃ।
ইদং গুহ্যং মহেশানি যত্নুক্তং তব সন্নিধৌ ॥ ৪৭
ন কস্মৈচিৎ প্রবক্তব্যং প্রাণসংশয়যোগতঃ[৪] ॥ ৪৮

ইতি মায়াতন্ত্রে অষ্টমঃ পটলঃ ॥

বীজ যেন সাধ্য-নামসহ জ্বলিতেছে, এইরূপে মহামায়াকে ধ্যান করিবে। হে দেবেশি! তাহা হইলে পূর্ব্বে যাহাদিগকে কোন পুরুষ দেখে নাই বা যাহাদের বিষয় কোন পুরুষ কখনও শ্রবণও করে নাই, এরূপ রাজকন্যা বা রাজপত্নী সহস্র যোজন দূরবর্ত্তী হইলেও ভয় এবং লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া মূঢ়া এবং অসতী স্ত্রীলোকের ন্যায় সাধক-সমীপে আগমন করে। হে পরমেশ্বরি! সাধক চক্রমধ্যে অবস্থান করিয়া স্বীয় আত্মাকে সহস্র উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ ও তেজঃপুঞ্জযুক্ত চিন্তা করিবে। এইরূপে ক্রমাগত সাধনা দ্বারা সাধক স্বয়ং কন্দর্পতুল্য, সর্ব্বসৌভাগ্যযুক্ত এবং সর্ব্বলোক বশীকারক হইয়া থাকে। ৪০-৪৫

হে দেবি! সর্ব্বপ্রকার রক্তোপচার দ্বারা মুদ্রা এবং বিগ্রহ [মূর্ত্তি] সহকারে যন্ত্রমধ্যে যে ব্যক্তির নাম লিখিয়া যন্ত্রকে পূজা করিবে, সে ব্যক্তি ইন্দ্রতুল্য, ধনাঢ্য বা কবি হইয়া থাকে। হে মহেশানি! মহামায়ার মন্ত্র প্রয়োগ সম্বন্ধে তোমাকে আমি যাহা বলিলাম, প্রাণসংশয় হইলেও তাহা কদাপি কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবে না। ৪৬-৪৮

মায়াতন্ত্রে অষ্টম পটল সমাপ্ত।

১। মধ্য। ২। সুভগঃ।
৩। চারৈস্তু। ৪। প্রাণে সংশয়মাগতে।

নবমঃ পটলঃ

[হোমাদিবিধানম্]

শ্রীদেব্যুবাচ—

হবনং কুত্র কর্ত্তব্যং বিশেষেণ বদস্ব মে।
সমাবেদয় মে নাথ যদ্যহং তব বল্লভা ॥ ১

শ্রীমহাদেব উবাচ—

ধন্যে প্রিয়তমে তন্বি শৃণুষ্বাবহিতা ভব।
হোমং কুর্য্যাৎ কুণ্ডমধ্যে প্রকারং কথয়ামি তে ॥ ২
শান্ত্যৌ পুষ্ট্যৌ তথারোগ্যে কুণ্ডঞ্চ চতুরস্রকম্।
আকর্ষণে ত্রিকোণং স্যাদুচ্চাটে বর্ত্তুলং তথা ॥ ৩
মারণে চ তথা যোজ্যং বর্ত্তুলং মন্ত্রিভিঃ সদা।
উদীচ্যাং পৌষ্টিকে কুণ্ডং বারুণে শান্তিকাদিষু ॥ ৪
উচ্চাটে চানিলে কুণ্ডং যাম্যে চ মারণে ভবেৎ।
বিপ্রাণাং চতুরস্রং স্যাদ্রাজ্ঞাং বর্ত্তুলমিষ্যতে ॥ ৫

[হোম, হোমস্থান এবং হোকুণ্ডবিধান]

দেবী কহিলেন—হে নাথ! যদি আপনার প্রিয়বল্লভা হই, তাহা হইলে হোম কোন স্থানে করা কর্ত্তব্য তাহা আমাকে বিশেষভাবে বিস্তারপূর্ব্বক বলুন। ১

শঙ্কর কহিলেন—হে প্রিয়তমে! হে তন্বি! তুমি ধন্যা। তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। হোমকুণ্ডমধ্যে হোম করিবে। তোমার নিকট হোমকুণ্ডের বিবিধ প্রকার (রকম) বলিতেছি। ২

শান্তি, পুষ্টি ও আরোগ্য কামনায় হোমের নিমিত্ত চতুষ্কোণ কুণ্ড করিবে। আকর্ষণে ত্রিকোণ কুণ্ড, উচ্চাটনে বর্ত্তুলকুণ্ড এবং মারণকার্য্যেও মন্ত্রজ্ঞ সাধক সর্ব্বদা বর্ত্তুল (গোলাকার) কুণ্ডে হোমকার্য্য সম্পন্ন করিবে। পুষ্টিকার্য্যে পূর্ব্বদিকে, শান্তি ইত্যাদি কার্য্যে পশ্চিমদিকে, উচ্চাটনে বায়ুকোণে এবং মারণকার্যে দক্ষিণদিকে হোমকুণ্ড করিবে। বিপ্রগণ চতুষ্কোণ কুণ্ডে এবং রাজা বর্ত্তুল কুণ্ডে হোম করিবেন। ৩-৫

বৈশ্যানামর্দ্ধচন্দ্রং হি শূদ্রাণাং ত্র্যস্রমীরিতম্ ।
চতুরস্রঞ্চ সর্ব্বেষাং কেচিদিচ্ছন্তি তান্ত্রিকাঃ ॥ ৬
চতুরস্রে মহেশানি সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ ।
সর্ব্বাধিকারিকং কুণ্ডং সর্ব্বদা চতুরস্রকম্ ॥ ৭

[গৃহাদিকরণে হস্তনিয়মঃ]

গৃহাদিকরণে হস্তনিয়মং কথয়ামি তে ।
রথাদি দোলিকা চৈব পোতং শকটমেব[১] চ ॥ ৮
মানাঙ্গুলেন কর্ত্তব্যং নান্যেনাপি কদাচন ।
মুষ্ট্যরত্নি[২] প্রমাণানি[৩] যৎ কিঞ্চিৎ কথিতানি চ ॥ ৯
যজমানস্য কর্ত্তব্যং নান্যস্যাপি কদাচন ।
মানক্রিয়ায়ামুক্তায়ামনুক্তে মানকর্ত্তরি ॥ ১০
মানকৃদ্ যজমানঃ[৪] স্যাদ্বিদুষামেষ নির্ণয়ঃ ।
চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলাঢ্যং হস্তং তন্ত্রবিদো বিদুঃ ॥ ১১

বৈশ্যগণ অর্দ্ধচন্দ্রকুণ্ডে এবং শূদ্রগণ ত্রিকোণকুণ্ডে হোম করিবে। কোন-কোন তান্ত্রিক সকলের জন্যই চতুষ্কোণকুণ্ডের বিধান দিয়া থাকেন। ৬

হে মহেশানি। চতুষ্কোণকুণ্ডে সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করা যায়। চতুষ্কোণ কুণ্ড সর্ব্বদাই সর্ব্বাধিকারক এবং সর্ব্বফলপ্রদ। ৭

[গৃহাদি প্রস্তুতকার্য্যে হস্তপ্রমাণ নিয়ম]

গৃহাদি প্রস্তুত কার্য্যে হাতের মাপ কিরূপ হইবে তাহা বলিতেছি। রথ, দোলা, পোত বা শকট, অঙ্গুলির মান (পরিমাপ) অনুযায়ী প্রস্তুত করিবে। কদাচ ইহার অন্যথা করিবে না। মুষ্টি এবং অরত্নি প্রভৃতি যাহা কিছু মাপ কথিত হইল, তৎসমুদয় কেবলমাত্র যজমানের প্রতি প্রযোজ্য, অন্যের প্রতি তাহা প্রযোজ্য নহে। যে-সকল পরিমাপের বিষয় এস্থলে বলা হইয়াছে, তৎসমুদয় যজ্ঞকর্ত্তার বা কর্মকর্ত্তার হস্ত ইত্যাদির মাপ মনে করিবে। ৮-১০

পণ্ডিতগণ ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কেবল মাত্র যজমানই স্বয়ং মাপ-

---

১। নারচমেব চ।

২। অরত্নি—একহস্ত পরিমাণ মুঠুম হাত : কনিষ্ঠাঙ্গুলি ভিন্ন মুষ্টি।

৩। প্রমাণং যৎ।

৪। মানং তদ্ যজমানস্য।

কর্ত্তু র্দক্ষিণহস্তস্য মধ্যমাঙ্গুলিপর্ব্বণঃ।
মধ্যস্য দৈর্ঘ্যমানেন মানাঙ্গুলমুদাহৃতম্ ॥ ১২
যবানাং তণ্ডুলৈরেক[১]-মঙ্গুলঞ্চাষ্টভির্ভবেৎ।
অদীর্ঘযোজিতৈ র্হস্ত-চতুর্ব্বিংশতিকাঙ্গুলৈঃ ॥ ১৩
অষ্টভিস্তৈর্ভবেৎ যোজ্যং[২] মধ্যমং সপ্তভির্যবৈঃ।
কনিষ্ঠং ষট্‌ভিরুদ্দিষ্ট[৩]-মঙ্গুলং প্রাণবল্লভে ॥১৪
সহস্রে খলু হোতব্যে কুর্য্যাৎ কুণ্ডং করাত্মকম্।
দ্বিহস্তময়ুতে তচ্চ লক্ষহোমে চতুঃকরম্ ॥ ১৫
ষট্‌করে বেদলক্ষন্তু অষ্টহস্তে দশলক্ষকম্।
দশহস্তে তু কোটির্ব্বৈ হস্তসংখ্যা ব্যবস্থিতা ॥ ১৬
দশহস্তাৎ পরং নাস্তি হোমকুণ্ডং মহীতলে।
অত্রাজ্য[৪]হোমে বোদ্ধব্যং করবীরাদিষু প্রিয়ে ॥ ১৭

প্রদানকারী। তত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন—একহস্তের প্রমাণ (অর্থাৎ দৈর্ঘ্য) চব্বিশ অঙ্গুলি। ১১

কর্ম্মকর্ত্তার দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলির মধ্যপর্ব্বের দৈর্ঘ্যের পরিমাণই এক অঙ্গুলির পরিমাণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ১২

আটটি যবতণ্ডুলের দ্বারা এক অঙ্গুলমান নিরূপিত হয়। অদীর্ঘভাবে পাশাপাশি স্থাপিত চব্বিশ অঙ্গুলিতে এক হাত হয়। ১৩

হে প্রাণবল্লভে। আটটি যবের দ্বারা উত্তম, সাতটি যবের দ্বারা মধ্যম এবং ছয়টি যবের দ্বারা কনিষ্ঠ অঙ্গুলিমান বলা হইয়াছে। ১৪

সহস্র হোমের নিমিত্ত এক হস্ত প্রমাণ কুণ্ড করিবে। দশসহস্র হোমের নিমিত্ত দুইহস্ত প্রমাণ এবং লক্ষ হোমের নিমিত্ত চারিহস্ত প্রমাণ হোমকুণ্ড প্রস্তুত করিবে। ১৫

চারিলক্ষ হোমের নিমিত্ত ছয় হাত এবং দশলক্ষ হোমের নিমিত্ত আট হাত এবং কোটি হোমের জন্য দশহস্ত প্রমাণ হোমকুণ্ডের বিধি নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। ১৬

পৃথিবীতে দশহস্তের অধিকতর প্রমাণ হোমকুণ্ডের কোন বিধান নাই।

১। তণ্ডুলৈশ্চৈব—। ২। জ্যেষ্ঠং।
৩। কন্যসংষড়্‌ভিঃ; ষড্ভিরুদ্দিষ্ট [ষড়্‌ভিরুদ্দিষ্ট]। ৪। অত্রাজ্য।

মুষ্টিমাত্রমিতং কুণ্ডং শতার্দ্ধে চ প্রচক্ষ্যতে ।
শতহোমে[১] অরত্নি-মাত্রং হস্তমাত্রং সহস্রকে ॥ ১৮
দ্বিহস্তময়ুতে লক্ষে চতুর্হস্তমুদাহৃতম্ ।
দশলক্ষে চ ষড়্ হস্তং কোট্যামষ্টকং স্মৃতম্ ॥ ১৯
একহস্তমিতং কুণ্ডং লক্ষহোমে বিধীয়তে[২] ।
লক্ষাণাং দশকং যাবৎ তাবদ্ধস্তেন বর্দ্ধয়েৎ ॥ ২০
নাল (?)[৩] মেখলয়োর্ম্মধ্যে পরিধেঃ স্থাপনায় চ ।
রন্ধ্রং কুর্য্যাৎ তথা বিদ্বান্ দ্বিতীয়[৪]মেখলোপরি ॥ ২১
নেত্র-বেদাঙ্গুলোপেতাঃ কুণ্ডেম্বন্যেষু বর্দ্ধয়েৎ ।
যবদ্বয়প্রমাণেন নাভিং পৃথ[৫]-গুদারধীঃ ॥ ২২
যোনিকুণ্ডে[৬] যোনিমব্জকুণ্ডে নাভিঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ।
নাভিক্ষেত্রং ত্রিধা কৃত্বা মধ্যে কুর্ব্বীত কর্ণিকাম্ ॥ ২৩

এস্থলে হোমের নিমিত্ত যে সকল কুণ্ডের পরিমাণ বলা হইল, তাহা কেবলমাত্র ঘৃত দ্বারা বা করবীর প্রভৃতি পুষ্প দ্বারা হোমের জন্যই নির্দ্দিষ্ট । ১৭

পঞ্চাশ সংখ্যক হোমের জন্য মুষ্টি পরিমাণ, শতহোমের অরত্নি পরিমাণ এবং সহস্র হোমের নিমিত্ত একহস্ত পরিমাণ হোমকুণ্ড প্রস্তুত করিবে । ১৮

অযুত হোমের নিমিত্ত দুইহাত এবং লক্ষ হোমের জন্য চারিহাত, দশলক্ষ হোমের জন্য আটহাত হোমকুণ্ড নির্দ্দেশিত হইয়াছে । ১৯

হে দেবি ! লক্ষ হোমের জন্য একহস্ত পরিমিত কুণ্ড নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে । তৎপর প্রতি দশলক্ষ হোমের জন্য কুণ্ডের পরিমাণ একহস্ত হিসাবে বর্দ্ধিত করিবে । ২০

নাল ও মেখলার মধ্যে পরিধির (পাঠান্তরানুসারে—পবিত্র) স্থাপনের জন্য ছিদ্র (পাঠান্তরানুসারে—যন্ত্র) করিবে, সেরূপ দ্বিতীয় মেঘলার উপর বিদ্বান ব্যক্তি ছিদ্র করিবে । অন্য কুণ্ডে তিন ও চারি অঙ্গুলি বর্ধন করিবে । যবদ্বয় পরিমাণে পৃথক নাভি বলা হইয়াছে । ২১-২২

যোনিকুণ্ডে যোনি এবং পদ্মকুণ্ডে নাভি বর্জ্জন করিবে । নাভিদেশ তিন ভাগ করিয়া তাহার মধ্যে কর্ণিকা নির্মাণ করিবে । বাহিরের অংশদ্বয়ে অষ্ট

১। শতহোমেঽরত্নি ।
২। একহস্তমিতে দেবি লক্ষমেকং বিধীয়তে ।
৩। নালা (?)……পবিত্রস্থাপনায় চ ।
৪। যন্ত্রং কুর্যাৎ……দ্বিতীয়ে ।
৫। নাভি পৃথগুদাহৃতং ।
৬। যোনিকুণ্ঠে ।

বহিরংশদ্বয়েনাষ্টৌ পত্রাণি পরিকল্পয়েৎ[১] ।
ইন্দ্রাগ্নি-যমদিক্[২]-কুণ্ডে যোনিঃ সৌম্যমুখী স্মৃতা ॥ ২৪
যোনিঃ পূর্ব্বমুখান্যেষু পূর্ব্বেশান্যেতরে স্মৃতা ।
হস্তমাত্রস্থণ্ডিলং বা সংক্ষিপ্তে হোমকর্ম্মণি ॥ ২৫
অঙ্গুলোৎসেধ-সংযুক্তং চতুরস্রং সমন্ততঃ ।
আদায় দক্ষিণে পাণৌ স্রুবং ত্রিমধুরং হবিঃ ॥ ২৬
প্রাঙ্মুখো বহ্নিজায়ান্তো[৩] জুহুয়াৎ ন্যুব্জপাণিনা ।
নমোঽন্তেন নমো দত্তাৎ স্বাহান্তে দ্বিঠমেব চ ॥ ২৭
পূজায়ামাহুতৌ চাপি[৪] সর্ব্বত্রায়ং বিধিঃ শিবে ।
এবংপ্রকারো দেবেশি কথিতো হোম-নির্ণয়ঃ ।
গুহ্যাৎ গুহ্যতমং দেবি সুখমোক্ষপ্রদং নৃণাম্[৫] ॥ ২৮

ইতি মায়াতন্ত্রে নবমঃ পটলঃ ॥

পত্র কল্পনা করিবে। ইন্দ্র (পূর্ব), অগ্নি (পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের মধ্যবর্তী কোণ) এবং যম (দক্ষিণ) দিকের কুণ্ডে যোনি সৌম্যমুখী স্মৃত হইয়াছে। যোনিকুণ্ড পূর্বমুখী হইবে এবং অন্যান্য পূর্বেশানী (পূর্ব্ব ও ঈশানকোণস্থ) হইবে বলা হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত হোমকর্মে এক হস্ত মাত্র স্থণ্ডিল হইবে। ২৩-২৫

চারিদিকে এক অঙ্গুলি উচ্চতা-বিশিষ্ট চতুষ্কোণ হইবে। দক্ষিণ হস্তে ত্রিমধুর (মধু, ঘৃত, শর্করা) হবিযুক্ত স্রুক (হাতার মত, যাহার দ্বারা অগ্নিতে ঘৃতাদি দেওয়া হয়) গ্রহণ করিয়া পূর্বমুখ হইয়া স্বাহা মন্ত্রে ন্যুব্জপাণি অর্থাৎ হাত নীচু করিয়া হোম করিবে। শেষে নমঃ বা স্বাহা শব্দ যোগ করিয়া অগ্নিতে অর্পণ করিতে হইবে। ২৬-২৭

হে শিবে! পূজা ও আহুতিতে সর্ব্বত্র এই বিধি। হে দেবেশি! এই প্রকারে হোম-নির্ণয় বলা হইল। হে দেবি! ইহা গুহ্য (গোপনীয়) হইতেও গুহ্যতম এবং মানবের সুখ ও মোক্ষপ্রদ। ২৮*

মায়াতন্ত্রে নবম পটল সমাপ্ত।

১। বহিরংশদ্বয়ে নাষ্টৌ…চ প্রকল্পয়েৎ। ২। যমাদি (?)
৩। জায়ান্তে। ৪। মাহুতো চৈব ; মহুতৌ চাপি।
৫। গুহ্যাদ্ গুহ্যতমো দেবি সুখমোক্ষপ্রদো নৃণাম্।
* ২১ হইতে ২৮ শ্লোক পর্য্যন্ত একটি সাধারণ অর্থ দেওয়া হইল, বিশেষ অর্থ সুধীজনের বিবেচ্য।

দশমঃ পটলঃ

[মন্ত্রসিদ্ধে র্লক্ষণম্]

শ্রীদেব্যুবাচ—

নমস্যামি নমস্যামি দেবদেব মহেশ্বর।
ইদানীং ব্রূহি মে[১] নাথ মন্ত্রসিদ্ধেস্তু লক্ষণম্ ॥ ১

শ্রীমহাদেব উবাচ—

শৃণু প্রিয়ে প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রসিদ্ধিফলং শুভম্*।
মনোরথানামক্লেশঃ সিদ্ধেরুত্তমলক্ষণম্ ॥ ২
মৃত্যুনাং[২] হরণং তদ্বৎ দেবতাদর্শনন্তথা।
প্রয়োগাক্লেশ-সিদ্ধিশ্চ সিদ্ধেস্তু লক্ষণং পরম্ ॥ ৩
পরকায়প্রবেশঞ্চ পুরপ্রবেশনং তথা।
ঊর্দ্ধোৎক্রমণমেবং হি চরাচরপুরে গতিঃ ॥ ৪
খেচরীমেলনঞ্চৈতৎ[৩] তৎকথাশ্রবণাদিকম্।
ভূচ্ছিদ্রাণি প্রপশ্যেত্তু তত্নুত্তমস্য লক্ষণম্ ॥ ৫

[মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ]

দেবী কহিলেন—হে দেবদেব মহেশ্বর! আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। হে নাথ। অধুনা মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ আমাকে বর্ণনা করুন। ১

শঙ্কর কহিলেন—হে প্রিয়ে! মন্ত্রসিদ্ধির শুভফলসমূহ শ্রবণ কর। মনোবাঞ্ছা-সমূহের অনায়াস সিদ্ধিই মন্ত্রসিদ্ধির উত্তম লক্ষণ। মৃত্যুনাশ, দেবতার সাক্ষাৎ প্রাপ্তি এবং অনায়াস প্রয়োগদ্বারা বাঞ্ছিত ফললাভও মন্ত্রসিদ্ধির শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। ২-৩

পরকায় প্রবেশ, পরনগরীতে প্রবেশ, উর্দ্ধদিকে গমনক্ষমতা, চরাচরে সমস্ত স্থানে গমনাগমন ক্ষমতা, খেচরদিগের সহিত মিলন, ভগবৎকথা শ্রবণাদিতে আসক্তি এবং ভূছিদ্রসমূহ দর্শন উত্তম মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ। ৪-৫

১। সংসয়ো; শংস মে।　　২। মৃত্যুনী।　　৩। মেলনত্বঞ্চ।

* ২ হইতে ১১ শ্লোক রসিকমোহনের গ্রন্থে দেখা যায় না। এখানে তাহার পরিবর্তে এই গ্রন্থের একাদশ পটলের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

নৃপাণাং তদ্‌গণানাঞ্চ বশীকরণমুত্তমম্ ।
সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেষু চমৎকারঃ করঃ[1] সুখী ॥ ৬
রোগাপহরণং দৃষ্ট্যা বিষাপহরণস্তথা ।
খ্যাতির্ব্বাহনভূষাদি-লাভঃ সুচিরজীবনম্ ॥ ৭
পাণ্ডিত্যং লভতে মন্ত্রী চতুর্ব্বিধমযত্নতঃ ।
বৈরাগ্যঞ্চ মমুক্ষুত্বং ত্যাগিতা সর্ব্ববশ্যতা ॥ ৮
অষ্টাঙ্গযোগাভ্যসনং ভোগেচ্ছাপরিবর্জ্জনম্ ।
সর্ব্বভূতেষ্বনুকম্পা সর্ব্বজ্ঞাদি-গুণোদয়ঃ ।। ৯
ইত্যাদি গুণসম্পত্তির্ম্মধ্যসিদ্ধেস্তু লক্ষণম্ ।
মহৈশ্বর্য্যং বলিত্বঞ্চ পুত্রাদারাদি-সম্পদঃ ।। ১০
অধমাঃ সিদ্ধয়ঃ প্রোক্তা মন্ত্রিণাং প্রথমভূমিকাঃ ।
সিদ্ধমন্ত্রস্তু যঃ সাক্ষাৎ স শিবো ন সংশয়ঃ ।। ১১

ইতি মায়াতন্ত্রে দশমঃ পটলঃ ।।

রাজা এবং রাজকর্ম্মচারীদিগের বশীকরণ উত্তম মন্ত্র সিদ্ধির লক্ষণ। সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে চমৎকার (আশ্চর্য্য বা বিস্ময়কর) কার্য্য করার ক্ষমতা, নিজকে সুখী অনুভব করা, রোগোপহরণ, বিষনাশ এবং ভূতপ্রেতাদির পাপদৃষ্টি নাশ করার ক্ষমতা, খ্যাতি, বাহন, ভূষণ ও দীর্ঘজীবন লাভ, চতুর্ব্বেদে অযত্নসম্ভূত পাণ্ডিত্য লাভ, বৈরাগ্য, মুমুক্ষুত্ব, ত্যাগিতা, সর্ব্বজন কর্ত্তৃক বশ্যতা স্বীকার, অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস, ভোগেচ্ছা বিসর্জ্জন, সর্ব্বভূতে দয়া, সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি গুণ এবং তদনুরূপ অন্যান্য গুণ ও সম্পত্তি লাভ প্রভৃতি মধ্যম-প্রকার মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ। ৬-১০

মহৈশ্বর্য্য, দৈহিক শক্তি, পুত্রদারাদি সম্পদ লাভ, মন্ত্রসাধকদিগের প্রাথমিক এবং অধম সিদ্ধি নামে অভিহিত হয়।

যাহার মন্ত্রসিদ্ধি হয় সে ব্যক্তি সাক্ষাৎ শিবতুল্য, এতদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ নাই। ১১

মায়াতন্ত্রে দশম পটল সমাপ্ত।

১। করঃ। চমৎকারকরঃ ইতি সমীচীনঃ পাঠঃ।

একাদশঃ পটলঃ

[পুরশ্চরণবিধিঃ* মন্ত্রসিদ্ধেরুপায়শ্চ]

শ্রীমহাদেব উবাচ—

পুরশ্চর্য্যাবিধিং দেবি ইদানীং কথয়ামি তে।
স্নাতঃ শুক্লাম্বরধরঃ শুচিঃ পূর্ব্বমুপোষিতঃ ॥ ১
জপেদেকাগ্রমনসা গায়ত্রীমযুতং যথা।
দেব্যাং[১] কীলকমারোপ্য পূজয়েৎ কীলকোপরি ॥ ২
দ্বাদশাঙ্গুলমিতং কাষ্ঠমুডুম্বর-ভবং প্রিয়ে।
তস্যোপরি যজেদ্দেবি গ্রহান্ ভূতাংশ্চ ভৈরবান্[২] ॥ ৩
জয়দুর্গাং গণেশঞ্চ বিষ্ণ্বীশান[৩]-লোকপালকান্[৪]।
ততো ভুক্ত্বা হবিষ্যান্নং ততঃ পরদিনে জপেৎ ॥ ৪

[পুরশ্চরণ বিধি এবং মন্ত্রসিদ্ধির উপায়]

শঙ্কর কহিলেন—হে দেবি। অধুনা আমি তোমাকে পুরশ্চরণ-বিধি বলিতেছি।

স্নান করিয়া শুক্ল বস্ত্র পরিধান করতঃ পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া উপবেশন করিবে। তৎপর একাগ্রচিত্তে দশসহস্র জপ করিবে। দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিত যজ্ঞডুমুর কাষ্ঠের কীলক গ্রহণ করিয়া তদুপরি দেবীকে [মহামায়াকে] স্থাপন করতঃ পূজা করিবে। সেই কীলকোপরি নবগ্রহ, ভূতসমূহ [পঞ্চভূত], ভৈরবগণ, জয়দুর্গা, গণেশ, বিষ্ণু, ঈশান এবং লোকপালগণকে পূজা করিবে। তৎপর হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিয়া, তৎপর দিবস জপ আরম্ভ করিবে। ১-৪

---

* এতদ্বিষয়ে চতুর্থ পটল দ্রষ্টব্য। অষ্টম পটলে দেবী কর্ত্তৃক পুরশ্চরণবিধি জিজ্ঞাসিত হইলেও তাহা তথায় বিবৃত না হইয়া বর্ত্তমান পটলে কথিত হইয়াছে।

১। দেব্যাং।

২। বিগ্রহান্ ভূতভৈরবান্। অষ্টভৈরব, যথা—অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধোন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ ও সংহার।

৩। বিশ্বেশান।

৪। লোকপাল—দিক্‌পাল ; দিশ্ (দিকের)+পাল (রক্ষক) অর্থাৎ অধিপতি, রক্ষক। পূর্ব্ব, পশ্চিম প্রভৃতি দশদিকের দশ অধীশ্বর। যথা ইন্দ্র, বহ্নি, যম, নৈঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা ও অনন্ত—পূর্ব্বাদিক্রমে দশদিক রক্ষা করেন। দিকপাল সম্বন্ধে তৃতীয় পটলের ৯-১১ শ্লোকের অনুবাদের টীকায় (১৫ পৃষ্ঠায়) দ্রষ্টব্য।

কৃতসঙ্কল্প এবাসৌ পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ।
প্রাতঃকালং সমারভ্য জপেন্মধ্যন্দিনাবধি ॥ ৫
ন্যূনাধিকং ন জপ্তব্যং দেবতাভাবসিদ্ধয়ে[১] ।
যুগভেদে বিধানং হি কথয়ামি শৃণুষ্ব তৎ ॥ ৬
সত্যে দ্বাদশলক্ষন্তু ত্রেতায়াঞ্চ ত্রিলক্ষকম্ ।
চতুর্লক্ষং দ্বাপরে চ একলক্ষং কলৌ জপেৎ ॥ ৭
এবম্বিধং জপং কৃত্বা হোময়েজ্জ্বলদিন্ধনে ।
দশাংশং পরমেশানি তদ্দশাংশন্তু তর্পয়েৎ ॥ ৮
তদ্দশাংশাভিষেকঞ্চ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তথা ।
গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ বিভবস্যানুরূপতঃ ॥ ৯
এতৎ কল্পান্মহেশানি[২] মন্ত্রঃ সিদ্ধ্যতি নিশ্চিতম্ ।
সিদ্ধমন্ত্রস্তু যঃ সাক্ষাৎ স শিবো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০
সম্যগনুষ্ঠিতে মন্ত্রে যদি সিদ্ধি র্ন জায়তে ।
পুনস্তেনৈব কর্ত্তব্যং সাধকৈর্মন্ত্রসিদ্ধয়ে ॥ ১১

জপ আরম্ভের পূর্ব্বে প্রথমে সঙ্কল্প করিয়া মহামায়াকে পূজা করিবে। তৎপর প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত মন্ত্র জপ করিবে। ৫

দেবতাসিদ্ধি এবং ভাবসিদ্ধির নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার কম বা বেশী জপ করিবে না। যুগভেদে জপসংখ্যা যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৬

সত্যযুগে দ্বাদশ লক্ষ, ত্রেতাযুগে তিন লক্ষ, দ্বাপরে চারি লক্ষ এবং কলিযুগে এক লক্ষ জপ করিবে। ৭

এইরূপে জপ সমাপ্ত হইলে, প্রদীপ্ত অগ্নিতে জপের দশমাংশ সংখ্যক হোম করিবে। হে পরমেশানি! তৎপর হোমসংখ্যার দশাংশ সংখ্যায় তর্পণ এবং তর্পণের দশাংশ সংখ্যায় অভিষেক এবং অভিষেকের দশাংশ সংখ্যায় ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। তৎপর গুরুকে সাধ্যানুরূপ দক্ষিণা প্রদান করিবে। ৮-৯

হে মহেশানি! এই পদ্ধতি অনুযায়ী কার্য্য করিলে নিশ্চয়ই মন্ত্রসিদ্ধি লাভ হয়। যে ব্যক্তির মন্ত্র সিদ্ধ হয় সে সাক্ষাৎ শিবতুল্য। ১০

১। ভাবসিদ্ধি—১২শ পটল দ্রষ্টব্য। ২। এতজ্জপং মহেশানি।

পুনরনুষ্ঠিতে মন্ত্রে যদি সিদ্ধি র্ন জায়তে।
পুনস্তেনৈব কর্ত্তব্যং সাধকৈঃ স্থিরমানসৈঃ ॥ ১২
ততো যদি ন সিদ্ধ্যেত তদুপায়ং শৃণুষ্ব মে।
শ্রীবীজং পুটিতং কৃত্বা জপেদযুতমানতঃ ॥ ১৩
অথবা পরমেশানি প্রণবেন পুটীকৃতম্।
জপেদ্দশসহস্রন্তু ততো সিদ্ধো ভবেন্মনুঃ[১] ॥ ১৪
সিদ্ধে মনৌ ততঃ কুর্য্যাৎ প্রয়োগং পরমেশ্বরি।
ইতি তে কথিতং দেবি গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং প্রিয়ে।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং প্রাণসংশয়সম্ভবে ॥ ১৫

ইতি মায়াতন্ত্রে একাদশঃ পটলঃ ॥

যথাযথভাবে উক্ত প্রকারে অনুষ্ঠিত হইলেও যদি মন্ত্রসিদ্ধি লাভ না হয়, তাহা হইলে সাধক মন্ত্র-সিদ্ধির নিমিত্ত পুনরায় সেই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবে। ১১

দ্বিতীয়বার যথাযথভাবে অনুষ্ঠানের পরও যদি মন্ত্রসিদ্ধি লাভ না হয়, তাহা হইলে তৃতীয়বার পুনরায় স্থির চিত্তে পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবে। ১২

তৃতীয়বার পুনরায় অনুষ্ঠানের পরও যদি মন্ত্র সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে মন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত যে উপায় অবলম্বন করিবে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যদি উক্ত রূপে তৃতীয় বার অনুষ্ঠানেও মন্ত্রসিদ্ধি লাভ না হয়, তাহা হইলে প্রণব [ওঁ] অথবা শ্রীবীজ [শ্রীং] দ্বারা মন্ত্র পুটিত করিয়া দশ সহস্র মন্ত্র জপ করিবে। তাহা হইলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। ১৩-১৪

মন্ত্র সিদ্ধ হইলে তৎপর তাহার প্রয়োগ করিবে। হে পরমেশ্বরি! গুপ্ত হইতেও গুপ্ততম এই বিদ্যা তোমাকে বলিলাম। হে দেবি! প্রাণসংশয় হইলেও এই বিদ্যা কখনও কাহাকেও প্রদান করিবে না। ১৫

মায়াতন্ত্রে একাদশ পটল সমাপ্ত।

১। ভবেন্নরঃ।

দ্বাদশঃ পটলঃ

[সাধনে বিবিধভাবঃ লতাসাধনঞ্চ]

শ্রীমহাদেব উবাচ—

শৃণু প্রিয়ে প্রবক্ষ্যামি যোগসাধনমুত্তমম্ ।
বিনা ভাবেন দেবেশি ন সিদ্ধ্যেত কদাচন ॥ ১
ত্রিধা ভাবো মহেশানি সাধকানাং সুখপ্রদঃ ।
পরং মুক্তিমবাপ্নোতি ভাবস্থঃ সাধকাগ্রণীঃ ॥ ২
পশুভাবস্থিতো মন্ত্রঃ বহুক্লেশেন সিদ্ধ্যতি ।
দিব্যভাবযুতো দেবি সাক্ষাৎ গঙ্গাধরঃ স্বয়ম্ ॥ ৩
বীরভাবস্থিতো মন্ত্রঃ কলাবাশু সুসিদ্ধ্যতি ।
দিবা হবিষ্যং ভোক্তব্যং পুরাণশ্রবণাদিকম্ ॥ ৪
রাত্রৌ শক্তিযুতো মন্ত্রী পঞ্চমেন প্রপূজয়েৎ ।
লতাসাধনং[১] দেবেশি সাধকস্য সুনিশ্চিতম্ ॥ ৫

[সাধনায় বিভিন্নভাব এবং লতাসাধন]

শঙ্কর কহিলেন—হে প্রিয়ে! আমি অতি উত্তম মন্ত্রযোগ সাধন-পদ্ধতি বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে দেবেশি! যথাবিহিত ভাব অবলম্বন না করিলে কোন মন্ত্রই কখনও সিদ্ধ হয় না। ১

হে মহেশানি! মন্ত্রসাধকদিগের পক্ষে ত্রিবিধ ভাব সুখপ্রদ। যথাযথ ভাব অবলম্বনকারী সাধকাগ্রণী শ্রেষ্ঠ-মুক্তির অধিকারী হন। ২

পশুভাব অবলম্বনে সাধনা করিলে বহুক্লেশে মন্ত্রসিদ্ধ হয়। দিব্যভাবযুক্ত সাধক স্বয়ং শিবতুল্য। ৩

বীরভাব অবলম্বনে সাধনা করিলে কলিকালে অতিশীঘ্র মন্ত্র সিদ্ধ হয়। বীরসাধক দিবাভাগে হবিষ্য ভোজন করিবে এবং পুরাণাদি শাস্ত্র গ্রন্থ শ্রবণ বা পাঠাদি দ্বারা কালক্ষেপ করিবে। রাত্রিকালে বীরসাধক শক্তিযুক্ত হইয়া পঞ্চতত্ত্ব

১। লতাসাধন—তান্ত্রিক বীরাচারসম্মত সাধনাবিশেষ। নায়িকাসাধনা নামেও ইহা কথিত হয়। অর্থাৎ যুবতী স্ত্রীলোকসহ সাধনা করার নাম লতাসাধন। যে-কোন যুবতী স্ত্রীলোকের সহিত এই সাধনা হয় না। কেবলমাত্র কুলযুবতী অর্থাৎ কুলাচারে দীক্ষিতা যুবতীকে শক্তিরূপে গ্রহণ করতঃ এই সাধনা করিবার বিধি।

মাতৃভাবেন সংপূজ্য জপেদেকাগ্রমানসঃ।
কালীবদাচরেন্নিত্যং কালীবৎ পূজয়েৎ সদা ॥ ৬
কালীবৎ সাধয়েদ্দেবীং কালীবৎ চিন্তয়েৎ সদা।
যা কালী সা মহাদুর্গা যা দুর্গা সৈব তারিণী ॥ ৭
দুর্গায়াঃ কালিকায়াশ্চ ধ্যানং সমমিহোদিতম্[১]।
অভেদেন যজেদ্দেবীং সিদ্ধয়োঽষ্টৌ ভবন্তি হি ॥ ৮
অন্তর্যাগ-বহির্যাগ-রতো মন্ত্রী প্রপূজয়েৎ।
পূর্ব্বোক্ত[২]-দূষিতো মন্ত্রঃ সর্ব্বং সিদ্ধ্যতি নিশ্চিতম্ ॥ ৯
কুলীনঃ সর্ব্বমন্ত্রাণাং জাপকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কুলীনঃ[৩] সর্ব্বশাস্ত্রাণাং অধিকারীতি গীয়তে ॥ ১০
কুলীনঃ পরদেবীনাং সদা প্রিয়তমঃ প্রিয়ে।
কুলাচারাৎ[৪] পরং নাস্তি কলৌ দেবি সুসিদ্ধয়ে ॥ ১১

সহকারে মহামায়ার পূজা করিবে। হে দেবেশি। বীরসাধকের লতাসাধন প্রধান সাধন, ইহা সুনিশ্চিত সত্য। ৪-৫

সাধক কুলশক্তিকে একাগ্রচিত্তে মাতৃভাবে পূজা করিবে। কুলশক্তিকে স্বয়ং কালীবৎ আচরণ করিবে এবং কুলশক্তিকে স্বয়ং কালীজ্ঞানে পূজা করিবে। ৬

কুলশক্তিকে সর্ব্বদা কালীবৎ চিন্তা করিবে এবং কালীবৎ তাহাকে সাধনা করিবে। যিনি কালী তিনিই মহাদুর্গা, যিনি দুর্গা তিনিই তারিণী বা তারা। ৭

বীরাচারে দুর্গার ধ্যান এবং কালীর ধ্যান সমান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। দুর্গা এবং কালীকে অভেদজ্ঞানে পূজা করিলে অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়। ৮

সাধক অন্তর্যাগ এবং বহির্যাগে রত হইয়া মহামায়ার পূজা করিবে। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত দূষিত মন্ত্রসমূহও সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৯

কুলীন অর্থাৎ কৌল সাধক সকল মন্ত্র জপেরই অধিকারী এবং কুলীন সমস্ত শাস্ত্রেরও অধিকারী বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১০

হে প্রিয়ে! কৌলসাধক সর্ব্বদাই আদ্যাশক্তির প্রিয়তম পাত্র। শক্তি-

---

১। সমমিহোচ্যতে, কালং সমমিহোদিতম্।

২। পূরোক্ত। ৩। সর্ব্বমন্ত্রাণাং।

৩। কুল কাহাকে বলে এবং কুলাচারই বা কি এবং কৌলিক বা কুলাচারী কাহাকে বলে তদ্বিষয়ে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের সপ্তম উল্লাস দ্রষ্টব্য।

৪। এস্থলে কুলাচারকে বীরাচারের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

[লতাসাধনম্*]

লতায়াং সাধনং বক্ষ্যে শৃণুষ্ব হরবল্লভে।
শতং কেশে শতং ভালে শতং সিন্দুরমণ্ডলে ॥ ১
স্তনদ্বন্দ্বে শতদ্বন্দ্বং শতং নাভৌ মহেশ্বরি।
শতং যোনৌ মহেশানি উত্থায় চ শতত্রয়ম্ ॥ ২
এবং দশশতং জপ্ত্বা সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৩

[প্রকারান্তরম্]

অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি সাধনং ভুবি দুর্ল্লভম্।
রজোঽবস্থাং সমানীয় তদ্‌যোনৌ[১] স্বেষ্টদেবতাম্ ॥ ৪
পূজয়িত্বা মহারাত্রৌ ত্রিদিনং প্রজপেন্মনুম্।
শতত্রয়ঞ্চ ষট্‌ত্রিংশদধিকং[২] প্রত্যহং জপেৎ।
শবসাধনসহস্রস্য[৩] ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ ॥ ৫

সাধনায় সিদ্ধির নিমিত্ত কলিকালে কুলাচার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কোন আচার নাই। ১১

[লতাসাধন]

হে শিবে, হে মহেশ্বরি!] আমি লতা (নয়িকা) সহযোগে সাধন পদ্ধতি বলিতেছি, শ্রবণ কর। কুলশক্তির কেশে শতবার, কপালে শতবার, সিন্দুর-মণ্ডলে শতবার, প্রত্যেক স্তনে একশত হিসাবে দুই স্তনে দুইশত, নাভিতে একশত, যোনিতে একশত এবং কুলশক্তির সহিত রতিকালে তিনশত বার এবং সর্ব্বমোট এইরূপে একসহস্র সংখ্যক মন্ত্র জপ করিলে সাধক সর্ব্বসিদ্ধির অধীশ্বর হইয়া থাকে। ১-৩

[লতাসাধন—প্রকারান্তর]

আমি অন্য প্রকার ভুবি-দুর্লভ সাধন বলিতেছি। রজঃস্বলা কুলযুবতী আনয়ন করিয়া তাহার যোনিপীঠে স্বকীয় ইষ্টদেবতাকে মহারাত্রিতে পূজা করিবে। তৎপর তিন দিন যাবৎ প্রত্যহ তিনশত ছয়ত্রিশ [৩৩৬] সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে। ইহা দ্বারা সহস্র শব সাধনার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। ৪-৫

১। তত্তনৌ। ২। ষট্‌ত্রিংশদশাধিকং। ৩। সাহস্রং।

* লতাসাধন—এবিষয়ে অন্নদাকল্প: ষোড়শ পটল এবং গুপ্তসাধন তন্ত্র: চতুর্থ পটল দ্রষ্টব্য।

[প্রকারান্তরম্]

অথান্যৎ সাধনং বক্ষ্যে সাবধানাবধারয় ।
পরকীয়লতাচক্রে সংপূজ্য স্বেষ্টদেবতাম্ ॥ ৬
অষ্টোত্তরশতং পূর্ব্বং চতুর্ব্বর্গে[১] জপেদ্বুধঃ ।
ততস্তাং নবভিঃ পুষ্পৈ [২]র্যজেদষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ৭
ততঃ পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা জপেদষ্টোত্তরং শতম্ ।
ধনবান্ বলবান্ বাগ্মী সর্ব্বযোষিৎপ্রিয়ঙ্করঃ[৩] ॥ ৮
ষোড়শাহেন চ ভবেৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ।
সময়াচারনিরতঃ সদা তদ্গতমানসঃ ॥ ৯
কিং তস্য পাপপুণ্যানি যেন দেবী সমর্চ্চিতা ।
কেবলং নিশি জাপেন[৪] মন্ত্রঃ সিদ্ধ্যতি নিশ্চিতম্ ॥ ১০
বৃথা ন গময়েৎ কালং দুরালাপাদিনা সুধীঃ ।
গময়েৎ সাধকশ্রেষ্ঠো কবচাদি-প্রপাঠতঃ ॥ ১১

[লতাসাধন—প্রকারান্তর]

অনন্তর আমি অন্য প্রকার লতাসাধন বলিতেছি। অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

প্রথমে চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধির নিমিত্ত অষ্টোত্তর শতবার মন্ত্র জপ করিবে। তৎপর পরকীয় লতাচক্রে [যোনি পীঠে] স্বীয় ইষ্টদেবতার পূজা করিবে। তৎপর অষ্টোত্তর শতবার নব পুষ্প দ্বারা মহামায়ার পূজা করিবে। তৎপর পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া অষ্টোত্তর শতবার মন্ত্র জপ করিবে। সময়াচারপরায়ণ হইয়া মহামায়ার প্রতি সর্ব্বদা তদ্গতচিত্ত হইয়া ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যহ উক্তরূপে কার্য্য করিলে সেই সাধক ধনবান, বলবান, বাগ্মী, সর্ব্বযোষিৎ-প্রিয় এবং কবি হইয়া থাকে। ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ইহা নিশ্চিত সত্য। ৬-৯

যে ব্যক্তি দেবীর [মহামায়ার] অর্চ্চনা করে তাহার পাপই বা কি আর পুণ্যই বা কি ? কেবলমাত্র রাত্রিকালে জপ দ্বারাই এই মন্ত্র সিদ্ধ হয়। ১০

এই সাধনাকালে সুধী সাধক কখনও দুষ্টালাপ প্রভৃতিতে কালক্ষেপ

১। চতুর্ব্বক্তে। ২। নবভিঃ পুষ্পৈর্যজম্।
৩। প্রিয়ঃ কবিঃ। ৪। নিশিষ্মাসেন।

পরোপকারনিরতঃ সদাহ্লাদ[১]-মনাঃ সুধীঃ।
গোপয়েৎ সততং দেবি কুলমার্গং বিশেষতঃ ॥ ১২

[পূজাধারঃ]

ইদানীং শৃণু দেবেশি পূজাধারং[২] বিশেষতঃ।
জলে মন্ত্রে শিলায়াস্তু[৩] বিল্বমূলে ঘটোপরি ॥ ১
লিঙ্গে যোনৌ মহাপীঠে শূন্যাগারে চতুষ্পথে।
কুট্টনীগৃহমধ্যে চ কদলীমণ্ডপে তথা ॥ ২
পুষ্পযুক্তে ভগে দেবি[৪] গণিকাগেহ-মধ্যতঃ।
মহারণ্যে প্রান্তরে চ শবে চ শক্তিসঙ্গমে ॥ ৩
পঞ্চানন্দপরো ভূত্বা সাধয়েৎ সকলেপ্সিতান্।
যং যং কাময়তে কামং তং তং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥ ৪
নূনং তদ্‌গৃহমাগত্য কুবেরো দীয়তে বসুঃ।
বাতস্তম্ভং জলস্তম্ভং গতিস্তম্ভং বিবস্বতঃ ॥ ৫

করিবে না। এই সময়ে সাধকশ্রেষ্ঠ কেবলমাত্র মহামায়ার স্তব ও কবচাদি পাঠে সময় অতিবাহিত করিবে। ১১

এই সময় সুধী সাধক সর্ব্বদা পরোপকার-নিরত ও সদাহ্লাদ-মনা [মতান্তরে—অক্রোধমনা] হইবে। হে দেবি। এই কুলমার্গ [কুলাচার] সর্ব্বদা বিশেষ যত্নের সহিত গোপন করিবে। ১২

পূজাধার।

হে দেবি। অধুনা পূজার আধার বিষয়ে বলিতেছি, শ্রবণ কর। জলে, যন্ত্রে, শিলামধ্যে, বিল্বমূলে, ঘটোপরি, শিবলিঙ্গে, যোনিপীঠে, মহাপিঠে, শূন্য গৃহে, চতুষ্পথে [কল্যাণদায়িনী দেবীমন্দিরে], কুট্টনী-গৃহমধ্যে, কদলী-মণ্ডপে, ঋতুশোণিতযুক্ত যোনিপীঠে, গণিকা-গৃহ-মধ্যে, মহারণ্যে, প্রান্তরে, শবদেহে বা শক্তিসঙ্গমে পঞ্চতত্ত্ব-পরায়ণ হইয়া সাধক মহামায়ার পূজা করিবে। এইরূপে পূজা করিলে সাধকের সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধি হয় এবং সাধক যাহা কিছু কামনা করে, তৎসমুদয় কাম্যবিষয় সে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হয়। ১-৪

এমন কি কুবেরও তাহার গৃহে আগমন করিয়া তাহাকে ধনদান করে।

১। সদাক্রোধ। ২। পূজাধার।
৩। স্নানযন্ত্রে শিলাযন্ত্রে। ৪। পুষ্পযুক্তগেনাভিপ।

বহ্নেঃ শৈত্যং করোত্যেবং মহামায়াপ্রসাদতঃ।
নাসাধ্যং বিদ্যতে তস্য ত্রৈলোক্যেঽপি চ সুন্দরি[১] ॥ ৬
যোনিকুণ্ডে কৃতে হোমে সাক্ষাৎ গঙ্গাধরো[২] ভবেৎ।
পূজাস্থানে কামবীজং লিখিত্বা শিবযোজনাৎ ॥ ৭
কবচং প্রপঠেদ্ যস্তু শতাবৃত্তং সুরেশ্বরি।
বাগ্মী ভবতি মাসেন সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৮
অচিরাল্লভতে দেবি কবিতাং সুখশালিনীম্।
মোদতে সর্ব্বলোকেষু শিববৎ পরমেশ্বরি ॥ ৯
ইতি তে কথিতং দেবি সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতম্।
প্রকাশিতং তব স্নেহাৎ ন প্রকাশ্যং কদাচন ॥ ১০
দুর্গামন্ত্ররতাঃ পুংসো[৩] যোষিদ্ভূতিবিবর্দ্ধিনী।
অন্যথা সা ভবেৎ ক্রুদ্ধা[৪] ধনমায়ুশ্চ নাশয়েৎ ॥ ১১

সে ব্যক্তি বায়ুস্তম্ভন, জলস্তম্ভন ও গতিস্তম্ভনে সক্ষম হয় এবং মহামায়ার প্রসাদে বহ্নিকেও শীতল করিতে পারে। হে শঙ্করি! তাহার অসাধ্য ত্রিভুবনে কিছুই থাকে না। ৫-৬

যোনিকুণ্ডে হোম করিলে সাধক স্বয়ং শিবতুল্য হইয়া থাকে। পূজাস্থানে শিব [ওঁ] যুক্ত কামবীজ [ক্লীং] [অর্থাৎ ওঁ ক্লীং] লিখিয়া যে ব্যক্তি একমাস পর্য্যন্ত প্রত্যহ শতবার কবচ পাঠ করে, হে সুরেশ্বরি! সে ব্যক্তি এক মাস মধ্যেই বাগ্মী হইয়া থাকে। ইহা নিশ্চিত সত্য। এই সিদ্ধি বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সে ব্যক্তি অচিরে মনোমুগ্ধকরী কবিত্বশক্তি লাভ করে। হে পরমেশ্বরি! সে ব্যক্তি সর্ব্বলোকে শিববৎ অবস্থান করে। হে দেবি! তোমাকে এই সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, অন্য কোন তন্ত্রেই তাহা উক্ত হয় নাই। সমস্ত তন্ত্রেই তাহা গুপ্ত রহিয়াছে। কেবলমাত্র তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ তাহা প্রকাশ করিলাম। ইহা কদাপিও অন্যের নিকট প্রকাশ করিবে না। ৭-১০

দুর্গামন্ত্ররত সাধক সর্ব্বদা যোষিৎগণের আনন্দবর্দ্ধক হইবে। ইহার অন্যথা হইলে দেবী কুপিতা হন এবং সাধকের ধন ও আয়ু নাশ করেন। ১১

১। শঙ্করি। ২। গন্ধর্ব্বরাড্।
৩। দুর্গামন্ত্ররতা পুংসাং যোষিদ্ভূবি বিবর্দ্ধিনী। ৪। সা চেন্তবতি সংক্রুদ্ধা।

বৃথা ন্যাসো বৃথা পূজা বৃথা জাপো বৃথা স্তুতিঃ।
বৃথা সদক্ষিণো হোমো যশ্চা[১]-প্রিয়করঃ স্ত্রিয়াঃ ॥ ১২
বুদ্ধির্বলং যশো রূপমায়ুর্বিত্তং সুতাদয়ঃ।
তস্য নশ্যন্তি সর্ব্বাণি যোষিন্নিন্দাপরস্য চ ॥ ১৩
মাতাপিত্রো র্বরং ত্যাগ-স্ত্যাজ্যঃ শম্ভুস্তথা হরিঃ।
বরং দেবী পরিত্যাজ্যা নৈব ত্যাজ্যা স্বকামিনী ॥ ১৪
বরং জনমুখান্নিন্দা বরং বা গর্হিতং যশঃ।
বরং প্রাণাঃ পরিত্যজ্যা ন কুর্য্যাদপ্রিয়ং স্ত্রিয়াঃ ॥ ১৫
ন ধাতা নাচ্যুতঃ শম্ভু র্ন চ বা সা সনাতনী।
যোষিদপ্রিয়কর্ত্তারং রক্ষিতুঞ্চ ক্ষমো ভবেৎ ॥ ১৬
দুর্গার্চ্চনে রতো[২] দেবি মহাপাতক-সঙ্করৈঃ।
দোষৈ র্ন লিপ্যতে দেবি পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১৭

ইতি মায়াতন্ত্রে দ্বাদশঃ পটলঃ ॥

যোষিৎগণের অপ্রিয়-কার্য্যকারী সাধকের ন্যাস, পূজা, জপ, স্তুতি, সদক্ষিণা হোম প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই নিষ্ফল হইয়া থাকে। ১২

নারীনিন্দাপরায়ণ সাধকের বুদ্ধি, বল, যশ, রূপ, আয়ু, বিত্ত এবং পুত্রাদি সমস্তই বিনষ্ট হয়। ১৩

যদ্যপি পিতা, মাতা, বিষ্ণু, শিব বা দেবীকেও পরিত্যাগ করিবে, তথাপিও স্বীয় কামিনীকে পরিত্যাগ করিবে না। ১৪

বরং জনগণের নিন্দা শ্রবণ করিবে, বরং নিন্দিত যশভাগী হইবে, বরঞ্চ প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, তথাপিও যোষিৎদিগের অপ্রিয় কোন কার্য্য করিবে না। ১৫

যোষিৎদিগের অপ্রিয়কার্য্যকারী ব্যক্তিদিগকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শম্ভু বা স্বয়ং মহামায়াও রক্ষা করিতে সক্ষম হন না। ১৬

হে দেবি! পদ্মপত্রে যেরূপ জল লিপ্ত হয় না, সেরূপ মহাপাতক সঙ্গ-জনিত দোষে শ্রীদুর্গার্চ্চনে রত ব্যক্তি লিপ্ত হয় না। ১৭

মহামায়াতন্ত্রে দ্বাদশ পটল সমাপ্ত।

১। যস্তুপ্রিয়করঃ। ২। দুর্গাচরণরতো।

ত্রয়োদশঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

ভুবনেশী-মনুপ্রোক্তং মায়াবীজাত্মকং প্রিয়ে* ।
শ্রুতং তব মুখাম্ভোজাৎ ইদানীং কবচং বদ ॥ ১

শ্রীমহাদেব উবাচ—

শৃণু প্রিয়ে প্রবক্ষ্যামি কবচং ভুবি দুর্ল্লভম্ ।
যস্যাপি পঠনাদ্দেবি সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ২
ইন্দ্রোঽপি ধারণাদ্ যস্য প্রাপ্নুয়াদ্ বজ্রমুত্তমম্[১] ।
কৃষ্ণেন পঠিতং দেবি ভূভার-হরণায় চ ॥ ৩
শুকদেবোঽপি যদ্ধৃত্বা সর্ব্বযোগবিশারদঃ ।
অস্য শ্রীভুবনেশ্বরী-কবচস্য মহেশ্বরি ॥ ৪
সর্ব্বার্থে বিনিয়োগঃ স্যাৎ প্রাণায়ামং ততশ্চরেৎ ।
মায়াবীজং শিরঃ পাতু কামবীজন্তু ভালকম্ ॥ ৫
দুর্গাবীজং নেত্রযুগ্মং নাসিকামন্নদামনুঃ ।
বদনং দক্ষিণাবীজং তারাবীজং তু গণ্ডকম্[২] ॥ ৬

দেবী কহিলেন—হে শঙ্কর! আপনি হ্রীঁ বীজযুক্ত ভুবনেশ্বরী মন্ত্র কহিয়াছেন। অধুনা আপনার মুখপঙ্কজ হইতে তাহার কবচ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ১

শঙ্কর কহিলেন—হে প্রিয়ে! আমি ভুবিদুর্লভ কবচ বলিতেছি শ্রবণ কর। হে দেবি! এই কবচ পাঠ করিলেও সাধক সর্ব্বসিদ্ধির অধীশ্বর হয়। ২

ইন্দ্র এই কবচ পাঠ করিয়া উত্তম বজ্র (পাঠান্তরানুসারে—রাজ্য) প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং শ্রীকৃষ্ণও ভূভার হরণের নিমিত্ত এই কবচ পাঠ করিয়াছিলেন। ৩

এই কবচ ধারণ করিয়া শুকদেব সর্ব্বযোগ-বিশারদ হইয়াছিলেন। হে মহেশ্বরি! এই ভুবনেশ্বরী কবচ সর্ব্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তারপর প্রাণায়াম করিবে। মায়াবীজ আমার শির এবং কামবীজ আমার

---

* এস্থলে একখানি পুঁথিতে টীকায় হ্রীঁ হূঁ ফট্—এই মন্ত্রোল্লেখ করা হইয়াছে।

১। রাজ্যমুত্তমম্। ২। বদনে……গণ্ডয়োঃ।

ষোড়শী মে গলং পাতু কণ্ঠং মে ভৈরবীমনুঃ।
হৃদয়ং ছিন্নমস্তা চ উদরং বগলা তথা ॥ ৭
ধূমাবতী কটিং পাতু মাতঙ্গী পাতু সর্ব্বতঃ।
সর্ব্বাঙ্গং মে সদা পাতু সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপিণী ॥ ৮
ইত্যেতৎ কবচং দেবি পঠনাৎ ধারণাদিকম্।
কৃত্বা তু সাধকশ্রেষ্ঠো বিদ্যাবান্ ধনবান্ ভবেৎ ॥ ৯
পুত্রপৌত্রাদি-সম্পন্নো হ্যন্তে যাতি পরাং গতিম্
ইদং তু কবচং গুহ্যং সাধকায় প্রকাশয়েৎ ॥ ১০
ন দদ্যাৎ ভ্রষ্ট-দুষ্টায়[১] পরদাররতায় চ।
ইদং তন্ত্রং[২] মহেশানি ত্রিলোকেষু চ গোপিতম্ ॥ ১১
সর্ব্বসিদ্ধিকরং সাক্ষাৎ মহাপাতকনাশনম্।
কল্পদ্রুমসমং জ্ঞেয়ং পূজনাৎ শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ ॥ ১২

আমার চক্ষুদ্বয় এবং অন্নদামন্ত্র ললাট, দুর্গাবীজ আমার নাসিকা রক্ষা করুন। দক্ষিণা কালিকা-বীজ আমার বদন এবং তারা-বীজ আমার গণ্ডদ্বয় রক্ষা করুন। ৫-৬

ষোড়শী আমার গলদেশ এবং ভৈরবী মন্ত্র আমার কণ্ঠদেশ রক্ষা করুন। ছিন্নমস্তা আমার হৃদয় এবং বগলা আমার উদর রক্ষা করুন। ৭

ধূমাবতী আমার কটিদেশ এবং মাতঙ্গী আমাকে সর্ব্বস্থানে রক্ষা করুন। সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপিণী সর্ব্বদা আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন। ৮

হে দেবি। এই কবচ পাঠ করিলে এবং ধারণ করিলে সাধক শ্রেষ্ঠ বিদ্যা-বান ও ধনবান হয়। ৯

যে ব্যক্তি পুত্র-পৌত্রাদি-সম্পন্ন হয় এবং অন্তকালে সে ব্যক্তি মুক্তি লাভ করে। এই গুপ্ত কবচ সাধকদিগের নিমিত্ত প্রকাশ করিলাম। ১০

সাধনাভ্রষ্ট, দুষ্ট বা পরদাররত ব্যক্তিকে এই কবচ প্রদান করিবে না। হে মহেশানি। স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতালে, সর্ব্বত্রই এই তন্ত্র অপ্রকাশিত রহিয়াছে। ১১

এই তন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধিকর এবং মহাপাতক নাশক। এই তন্ত্রকে কল্পদ্রুমতুল্য মনে করিয়া পূজা করিলে সাধকের শ্রী লাভ হয়। ১২

১। ...অষ্টমর্ত্ত্যায় পরদেবরতায় চ। ২। মন্ত্রং।

পঠনাদ্ধারণাৎ সর্ব্বং পাপং ক্ষয়তি নিশ্চিতম্‌ ।
বিবাদে জয়মাপ্নোতি ধনৈর্ধনপতির্ভবেৎ ॥ ১৩
যদ্বাঞ্ছতি চ[1] তৎ সর্ব্বং ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৪

ইতি মায়াতন্ত্রে ত্রয়োদশঃ পটলঃ ।

এই কবচ পাঠ করিলে এবং ধারণ করিলে নিশ্চয়ই সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় এবং সে ব্যক্তি বিবাদে জয়লাভ করে এবং ধনে সে ব্যক্তি কুবেরতুল্য হয়। এতদ্ব্যতীত যে যাহা কিছু কামনা করে, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ১৩-১৪

মায়াতন্ত্রে ত্রয়োদশ পটল সমাপ্ত।

১। যং যং বাঞ্ছতি।

চতুর্দ্দশঃ পটলঃ

[চণ্ডীপাঠবিধিঃ]

শ্রীদেব্যুবাচ—

শ্রুতং পূজাবিধিং নাথ কবচং স্তোত্রমুত্তমম্ ।
চণ্ডীপাঠবিধিং দেব শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি সুযোগ্যং পরমাদ্ভুতম্ ।
দেব্যাশ্চরিত-মাহাত্ম্য-পাঠস্য চ যথাক্রমম্ ॥ ২
সপ্তশতাখ্য-মন্ত্রস্য দুর্গায়াশ্চ মতির্যদা ।
মার্কণ্ডেয়স্তথা দুর্গা দেবতাত্র প্রকীর্ত্তিতা* ॥ ৩

[চণ্ডীপাঠ-বিধি]

দেবী বলিলেন—হে নাথ! পূজাবিধি, কবচ ও উত্তম স্তোত্র শ্রবণ করিয়াছি। এখন চণ্ডীপাঠ-বিধি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ১

মহাদেব বলিলেন—হে দেবি! শ্রবণ কর, সুযোগ্য পরম অদ্ভুত তত্ত্ব এবং দেবীর চরিতমাহাত্ম্যের (অর্থাৎ চণ্ডীগ্রন্থের) পাঠের যথাক্রম বলিতেছি। ২

এই সপ্তশতী (চণ্ডী) নামক মন্ত্রের পাঠে দুর্গা ও মার্কণ্ডেয় ঋষির অনুগ্রহ, লাভ হয়। এখানে দুর্গাদেবী কীর্তিত হইয়াছেন। ৩

---

* আমি যে চারিখানা পুঁথি দেখিয়াছি তাহার মধ্যে দুইখানি পুঁথিই দ্বাদশ পটলে এবং অপর দুইখানি ত্রয়োদশ পটলে সমাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু একখানি পুঁথিতে চতুর্দ্দশ পটলের উপরোক্ত শ্লোকত্রয় বিদ্যমান। চতুর্দ্দশ পটলের অবশিষ্টাংশ সেই পুঁথিটিতে নাই। ঐ পুঁথির অবশিষ্ট পৃষ্ঠাগুলি ছিন্ন বা নষ্ট হইয়া গিয়া থাকিবে। যদি এই পটলের অবশিষ্টাংশ বা তদধিক পটল ধৃত 'মূল' সুধী পাঠক বা সাধকগণের কাহারও নিকট থাকে, তবে তিনি তাহা অনুগ্রহপূর্বক আমাকে প্রকাশকের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিলে ঐ নূতন প্রাপ্ত শ্লোকসমূহ ব্যাখ্যা ও টীকাসহ এই তন্ত্রগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিব। তাহা হইলে অতিরিক্ত অংশ বিলুপ্তির হাত হইতে রক্ষিত হইবে এবং ভূমিদাস দাতার নামোল্লেখপূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হইবে।

নবভারত প্রকাশিত তন্ত্র এবং পুরাণগ্রন্থমালা

বৃহৎ তন্ত্রসার, ইন্দ্রজালাদি
সংগ্রহ, রুদ্রযামলম্,
প্রাণতোষিণীতন্ত্র, পূজা-প্রদীপ,
সাধন-প্রদীপ, গুরু-প্রদীপ,
জ্ঞান প্রদীপ, পুরশ্চরণ-প্রদীপ,
গীতা-প্রদীপ, সন্ধ্যা প্রদীপ,
তারাতন্ত্রম, মহানির্ব্বাণতন্ত্র,
সিদ্ধনাগার্জ্জুন কক্ষপুট,
পরশুরাম কল্পসূত্র, তারারহস্য,
নীলতন্ত্র, নিরুত্তরতন্ত্র,
অন্নদাকল্প, মাতৃকাভেদতন্ত্র,
কঙ্কাল- মালিনীতন্ত্র,
নিত্যোৎসব, জ্ঞানার্ণবতন্ত্র,
শারদাতিলক, নিত্যোষোড়
শিকার্ণব, যোগিনী হৃদয়,
বগলামুখীতন্ত্র,

শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতীকৃত,
শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা,

সহাস্য বিবেকানন্দ,
স্বামী বিবেকানন্দ,
আনন্দ লহরী, শাক্তানন্দ
তরঙ্গিনী, দত্তাত্রেয়তন্ত্রম,
গৌতমীয় তন্ত্রম, যোগিনীতন্ত্রম্,
শ্যামারহস্যম, আগম তত্ত্ব বিলাস,
তন্ত্রোক্ত নিত্যপূজা পদ্ধতি,
তন্ত্রোক্ত দশবিধ সংস্কার ও শ্রাদ্ধ
পদ্ধতি, পুরশ্চরনোল্লাস,
শ্রীশ্রী দশমহাবিদ্যা তত্ত্ব, রহস্য,
ভূতডামর তন্ত্রম, তন্ত্র সংগ্রহ
(২খণ্ড), পঞ্চতত্ত্ব-বিচার,
কল্কিপুরাণম্, তন্ত্র আলোকের
দুই বাংলার সতীপিঠ,
বশীকরণ তন্ত্র, পুঃশ্চরণ রত্নাকর।
কালিকা পুরাণ, দেবী পুরাণ,

শিব পুরাণ, সাম্ব পুরাণ,
দেবী ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ,
বিষ্ণু পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ,
গরুড় পুরাণ, মৎস্য পুরাণ,
কুর্ম পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ,
বায়ু পুরাণ, বামন পুরাণ,
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ,
বৃহন্নারদীয় পুরাণ, বরাহ পুরাণ,
শ্রী মহাভাগবত পুরাণ,
পদ্ম পুরাণ (স্বর্গ খণ্ড),
পদ্ম পুরাণ (ভূমি খণ্ড),
পদ্ম পুরাণ (পাতাল খণ্ড),
পদ্ম পুরাণ (সৃষ্টি খণ্ড),
পদ্মপুরাণ (ব্রহ্মখণ্ড),
পদ্মপুরাণ (ক্রিয়াযোগ সার),
পদ্মপুরাণ (উত্তর খণ্ড),
ভবিষ্য পুরাণ, সৌর পুরাণ,
স্কন্দ পুরাণ ১ম (মহেশ্বর খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ২য় (বিষ্ণু খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৩য় (ব্রহ্ম খণ্ড),
স্কন্দ পরাণ ৪র্থ (কাশী খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৫ম (আরণ্য খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৬ষ্ঠ (নাগর খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৭ম (প্রভাস খণ্ড),

বিস্মৃত অতীতের সন্ধানে ফিরে দেখা
হিমাদ্রি নন্দন সিংহ

মায়াতন্ত্রম, যোনীতন্ত্রম,
ত্রিয়োত্রিশ তন্ত্রম, কামধেনু তন্ত্রম,
কঙ্কালমালিনী, ভূতডামঃ তন্ত্রম,
নীলতন্ত্রম

মূল্য - ৬০.০০ টাকা